পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 278 Tuesday, 8 September 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৭৮ সংখ্যা ✱ ২১ ভাদ্র ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বাল্যবিবাহ রুখতে বাড়ি বাড়ি অভিযান

ভাতা বন্ধ থেকে জেল-কড়া বার্তা রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহ রুখতে আরও কঠোর পদক্ষেপের পথে রাজ্য সরকার। এবার বাড়ি বাড়ি নজরদারি ও অভিযান চালানোর সিদ্ধান্তের কথা জানাল প্রশাসন। বাল্যবিবাহে জড়িত পরিবার থেকে শুরু করে বিয়ে আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। এমনকি বাল্যবিবাহে যুক্ত পুরোহিত ও কাজিদের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান। প্রশাসনের বার্তা, নাবালিকার বিয়ে কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। কোথাও বাল্যবিবাহের প্রস্তুতি চলছে বলে খবর পাওয়া গেলে দ্রুত হস্তক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বাল্যবিবাহের ঘটনা চিহ্নিত করতে এবার বাড়ি বাড়ি নজরদারির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির সমন্বয়ে এই অভিযান চালানো হবে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা তুলনামূলক বেশি, সেখানে নজরদারি আরও জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, নাবালিকার বিয়ে আয়োজন বা তাতে সহযোগিতা করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। বিয়ের আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত পুরোহিত বা কাজির ভূমিকাও তদন্তের আওতায় থাকবে। আইন ভাঙার অভিযোগ প্রমাণিত হলে

তাঁদের কারাবাস পর্যন্ত হতে পারে বলে প্রশাসনের তরফে সতর্ক করা হয়েছে। বাল্যবিবাহে যুক্ত পরিবারগুলির সরকারি সুবিধা নিয়েও কড়া অবস্থান নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, কোনও পরিবার ইচ্ছাকৃতভাবে নাবালিকার বিয়ে দিলে সংশ্লিষ্ট সরকারি ভাতা বা সুবিধা বন্ধ করার মতো পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। তবে কোন কোন প্রকল্পের সুবিধা কীভাবে বন্ধ করা হবে, তার বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রশাসনের তরফে প্রকাশ করা হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বাল্যবিবাহের অভিযোগে ইতিমধ্যেই বিবাহিত নাবালিকাদের স্বামীদেরও নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। যাঁরা নাবালিকাকে বিয়ে করেছেন, তাঁদের শোকজ করা হচ্ছে। ঘটনার পরিস্থিতি ও আইনি দিক খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। ভারতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে দীর্ঘদিন ধরেই আইন রয়েছে। ঔপনিবেশিক আমল থেকে সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ একাধিক ব্যক্তিত্ব বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। স্বাধীনতার পরেও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে একাধিক আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাল্যবিবাহ নিষেধ আইন, ২০০৬ অনুযায়ী নাবালিকার বিয়ে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাজ্যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষত আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ও সীমান্তবর্তী কিছু এলাকায় এই সমস্যা বেশি বলে প্রশাসনিক ও সামাজিক সংগঠনগুলির বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। তবে বাল্যবিবাহের হার নিয়ে রাজনৈতিক মহলে পাল্টাপাল্টি দাবি রয়েছে। রাজ্যের বর্তমান সরকারের অভিযোগ, আগের শাসনকালে এই সমস্যার যথেষ্ট মোকাবিলা করা হয়নি। সেই অভিযোগ অবশ্য রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়। এবার প্রশাসনের লক্ষ্য, শুধুমাত্র বাল্যবিবাহ হয়ে যাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া নয়, বিয়ের আগেই তা চিহ্নিত করে বন্ধ করা। সেই কারণেই বাড়ি বাড়ি নজরদারি, স্থানীয় স্তরে তথ্য সংগ্রহ এবং দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সরকারের এই কড়া অবস্থানের ফলে বাল্যবিবাহের প্রবণতা কতটা কমানো সম্ভব হয়, সেটাই এখন দেখার। বিশেষজ্ঞদের মতে, আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি পরিবারগুলির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো এবং আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমান গুরুত্বপূর্ণ। ফলে প্রশাসনের কড়া অভিযানের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতার উপরও নজর থাকবে।

শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বদলির আইনি কাঠামো তৈরির আইন সংশোধন হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের আন্ত ঃ বিশ্ববিদ্যালয় বদলির আইনি কাঠামো তৈরি করতে রাজ্য সরকার আইন সংশোধন করছে। নবান্নে আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর বিধানসভার বিশেষ এক দিনের অধিবেশনে ' ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬' পেশ করা হবে। বিলটি আইনে পরিণত হলে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের পারস্পরিক বদলি সম্ভব হবে। পুরনো ও অভিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা প্রশাসনিক কর্মীরা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে সেখানে পরিকাঠামো, গবেষণা, পাঠদান এবং প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন। মানবসম্পদের আদান-প্রদানের মাধ্যমে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে বলেও তাঁর দাবি।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষা দফতরের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের আওতা থেকে সরিয়ে উচ্চশিক্ষা দফতরের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নবান্নে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, রাজ্যে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে না। জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ' রাজ্য, এক শিক্ষা' নীতিতেই এগোবে সরকার। তিনি জানান, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবেই থাকবে। তবে তার প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকবে উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের কোনও স্থান নেই। পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বিভিন্ন স্তরে ধর্মভিত্তিক সুবিধা দেওয়ার প্রবণতা ছিল। বর্তমান সরকার সেই নীতি থেকে সরে এসে জাতীয় শিক্ষা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একক শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলতে চায়। বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপের প্রসঙ্গও টেনে তিনি বলেন, বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মেধার ভিত্তিতে সব সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী সমান সুযোগ পাবেন।

'এনাফ ইজ এনাফ', অভিষেকের বিরুদ্ধে হাই কোর্টের বিরক্তি প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা হওয়া নিয়ে এবার অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবিরকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া মামলায় অভিষেকের রক্ষাকবচের আবেদনের শুনানিতে এমনই কড়া পর্যবেক্ষণ করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আদালত জানিয়ে দেয়, একই ভাবে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরপর মামলা চলতে থাকলে আগামী দিনে কঠোর নির্দেশ দিতে বাধ্য হবে হাই কোর্ট। এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে দেওয়া আদালতের নির্দেশের উদাহরণও টানেন বিচারপতি। শুনানির সময় বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেন, 'এনাফ ইজ এনাফ।' গত কয়েক মাসে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এতগুলি মামলা হয়েছে, যা নিয়ে আদালত বিরক্ত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। আদালতের বক্তব্য, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ভাবে মামলা দায়ের করার প্রবণতা চলতে থাকলে বিষয়টি নিয়ে আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও এফআইআর দায়ের করা যাবে না-এমন নির্দেশও ভবিষ্যতে দেওয়া হতে পারে বলে সতর্ক করেন বিচারপতি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে একাধিক মামলা বর্তমানে বিচারাধীন। তার মধ্যে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবিরকে কেন্দ্র করেও একাধিক মামলা হয়েছে। অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবারে নিয়ম মেনে প্রয়োজনীয় অনুমতি না নিয়েই দু'বার সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে চিকিসা করাতে আসা কয়েকজন রোগীর ক্ষেত্রে ভুল চিকিৎসা হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় অভিজি দাস ওরফে ববি অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পরে এক রোগীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতেও থানায় এফআইআর দায়ের হয়। অভিষেকের বিরুদ্ধে এরপর ৬-র পাতায়

শিক্ষা দফতরের চুক্তিভিত্তিক কর্মীর পারিশ্রমিক বাড়াল রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষা দফতরের অধীনে কর্মরত একাধিক অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীর পারিশ্রমিক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের দাবি, বাজেটে যে সমস্ত কর্মী পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। একই সঙ্গে বন দফতরের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মাসিক ভাতাও বাড়ানো হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, শিক্ষা দফতরের অধীনে থাকা অন্তত ১৩-১৪টি শ্রেণির কর্মীর পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১ নভেম্বর থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা বর্ধিত হারে পারিশ্রমিক পাবেন। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে মাসিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। আবার কিছু শ্রেণির কর্মীর ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির পরিমাণ ৬,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের আওতায় আসছেন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরের প্যারা-শিক্ষক, শিক্ষাবন্ধু, এসএসকে ও এমএসকে-র সহায়ক কর্মী, সম্প্রসারিকা, মুখ্য সম্প্রসারক, অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার, বিশেষ শিক্ষাবিদ-সহ একাধিক শ্রেণির কর্মী। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, প্রাথমিক স্তরের ২০,৩৪৩ জন এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরের ২১,৮৪৯ জন প্যারা-শিক্ষক এই পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি ৩০ হাজারেরও বেশি এসএসকে সহায়ক, ৬ হাজারের বেশি এমএসকে সম্প্রসারিকা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মীরাও এই সিদ্ধান্তের আওতায় আসছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই বর্ধিত পারিশ্রমিক কার্যকর করতে রাজ্য সরকারের বছরে প্রায় ৩৯০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে। দীর্ঘদিন ধরে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসা এই কর্মীদের জন্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু শিক্ষা দফতর নয়, বন দফতরের কর্মীদের জন্যও মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছে আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত। রাজ্য বাজেটে ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ফরেস্ট রেঞ্জার, ডেপুটি রেঞ্জার, ফরেস্টার, হেড ফরেস্ট গার্ড এবং ফরেস্ট গার্ডদের মাসিক ভাতা ৫,০০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। এই নতুন হার কার্যকর হবে আগামী ১ অক্টোবর থেকে। এছাড়াও বন দফতরের প্রায় ১,৫০০ জন বন সহায়ক-এর পারিশ্রমিক মাসে ২,০০০ টাকা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাঁদের ক্ষেত্রেও বর্ধিত পারিশ্রমিক ১ অক্টোবর থেকেই কার্যকর হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়কদের চিকিৎসা ভাতা মাসিক ৬,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি বিধায়কদের পরিচালিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবা কেন্দ্রগুলির জন্য মাসিক ৩০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্তও কার্যকর করা হয়েছে। সব মিলিয়ে শিক্ষা, বন এবং প্রাক্তন বিধায়কদের ক্ষেত্রে একাধিক আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। বিশেষ করে শিক্ষা দফতরের চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধিতে সরকারের বছরে প্রায় ৩৯০ কোটি টাকার অতিরিক্ত আর্থিক দায় তৈরি হবে। ১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর থেকে ধাপে ধাপে কার্যকর হবে এই নতুন আর্থিক সুবিধাগুলি।

নবান্ন থেকে বড় ঘোষণা রাজ্যের

প্যারাটিচার-সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্যারাটিচার, শিক্ষাবন্ধু, স্পেশাল এডুকেটর, ম্যানেজমেন্ট কর্মী-সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের বেতন ও পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর একাধিক ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে ফরেস্ট গার্ড এবং বন সহায়কদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির কথাও জানানো হয়েছে। কোন পদে কত টাকা করে বেতন বা পারিশ্রমিক বাড়ানো হচ্ছে এবং কবে থেকে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে, তা-ও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিভিন্ন দফতর ও শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বহু কর্মী উপকৃত হবেন বলে জানানো হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারি-দুই স্তরের প্যারাটিচারদের বেতনই ৫ হাজার টাকা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতদিন প্রাইমারি স্তরের প্যারাটিচাররা মাসে ১১ হাজার ৯৪১ টাকা করে বেতন পেতেন। এবার তা বেড়ে ১৬ হাজার ৯৪১ টাকা হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রাথমিক স্তরের ২০ হাজার ৩৪৩ জন প্যারাটিচার উপকৃত হবেন। অন্য দিকে, আপার প্রাইমারি স্তরে প্যারাটিচারদের বেতন ১৫ হাজার ৫২৩ টাকা থেকে বেড়ে ২০ হাজার ৫২৩ টাকা হবে। এই স্তরে মোট ২১ হাজার ৮৪৯ জন প্যারাটিচার বেতন বৃদ্ধির সুবিধা পাবেন। আগামী ১ নভেম্বর থেকে এই বেতন বৃদ্ধি কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কর্মীদের ক্ষেত্রেও বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষাবন্ধুদের বেতন ৫ হাজার টাকা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ২ হাজার ২৮০ জন শিক্ষাবন্ধু উপকৃত হবেন। একই ভাবে স্পেশাল এডুকেটরদেরও মাসিক বেতন ৫ হাজার টাকা করে বাড়ছে। তাঁদের ক্ষেত্রে আগামী ১ নভেম্বর থেকে নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর হবে। পাশাপাশি ম্যানেজমেন্ট কর্মী, এসএসকের সহায়ক এবং এমএসকের সহায়কদেরও ৫ হাজার টাকা করে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, বন দফতরের কর্মীদের জন্যও এদিন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বন সহায়কদের পারিশ্রমিক বাড়ানো হচ্ছে। এরপর ৬-র পাতায়

আয়ুষ্মান ভারতে বড় সাফল্য! ৩.২৩ কোটি মানুষ স্বাস্থ্যবিমার আওতায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (আয়ুষ্মান ভারত) প্রকল্পে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৩ কোটি ২৩ লক্ষেরও বেশি মানুষ নথিভুক্ত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মানুষ নগদবিহীন চিকিৎসার সুবিধা পেয়েছেন। একটি পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের ৩ কোটি ২৩ লক্ষের বেশি মানুষ স্বাস্থ্যবিমার আওতায় নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের অন্তর্ভুক্তি রাজ্যে সরকারি স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্থার পরিধি আরও বাড়িয়েছে বলে প্রশাসনের দাবি। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে এখনও পর্যন্ত ৩১ হাজার ৫৪১ জন নগদবিহীন বা ক্যাশলেস চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। এর ফলে চিকিৎসার সময় সরাসরি বড় অঙ্কের অর্থ খরচ করার প্রয়োজন অনেকটাই কমেছে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু রাজ্যের মধ্যেই নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী রাজ্যের বাইরেও চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন প্রকল্পের আওতাভুক্ত মানুষ। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এখনও পর্যন্ত ৭১৬ জন রোগী রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা বা আয়ুষ্মান ভারত দেশের অন্যতম বড় স্বাস্থ্যসুরক্ষা প্রকল্প। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলির জন্য চিকিসার খরচের চাপ কমানো এবং উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়াই এই ধরনের স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ করা তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে প্রকল্পটির আওতায় মানুষের অন্তর্ভুক্তি ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পৌঁছেছে। বিশেষ করে নগদবিহীন চিকিৎসার সুবিধা পাওয়ার পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে, নথিভুক্তির পাশাপাশি বাস্তবে চিকিৎসাক্ষেত্রেও প্রকল্পটির ব্যবহার হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, রাজ্যের তালিকাভুক্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি জরুরি বা বিশেষায়িত চিকিসার প্রয়োজনে অন্য রাজ্যের হাসপাতালেও যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। ফলে গুরুতর রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য চিকিৎসার পরিধি আরও বিস্তৃত হচ্ছে। তবে এই প্রকল্পের আওতায় আরও বেশি মানুষকে কীভাবে আনা যায় এবং প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের কাছে ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা কীভাবে আরও সহজে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটিই আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৩.২৩ কোটির বেশি নথিভুক্তি, ৩১,৫৪১ জনের নগদবিহীন চিকিৎসা এবং রাজ্যের বাইরে ৭১৬ জনের চিকিৎসার সুযোগ-এই তিনটি পরিসংখ্যানই রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের বর্তমান পরিধির একটি ছবি তুলে ধরছে।

মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা খারিজ, মামলা গেল এমপি-এমএলএ আদালতে হাই কোর্টে আপাতত স্বস্তি তৃণমূল সাংসদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ঃ উচ্চ আদালতে আপাতত স্বস্তি পেলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর আদালত যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা-সহ একাধিক নির্দেশ জারি করেছিল, সোমবার তা খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। একই সঙ্গে সাংসদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাটি বিধাননগরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিধায়ক ও সাংসদদের বিরুদ্ধে মামলা শুনানির জন্য গঠিত বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালতেই এবার এই মামলার শুনানি হবে। ফলে কৃষ্ণনগরের নিম্ন আদালতের নির্দেশ ঘিরে তৈরি হওয়া আইনি জটিলতায় আপাতত স্বস্তি পেলেন মহুয়া। সোমবার এই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি আর্যক দত্তের ডিভিশন বেঞ্চে। শুনানি শেষে কৃষ্ণনগর আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা-সহ যাবতীয় নির্দেশ খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। একই সঙ্গে মামলাটি বিধাননগরের এমপি-এমএলএ আদালতে স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন থেকে মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে ওই মামলার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া বিশেষ আদালতেই চলবে। মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের হয়েছিল তাঁর কয়েকটি বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। হিন্দু ও মুসলিম মহিলাদের পোশাকবিধি নিয়ে মন্তব্যের পাশাপাশি তুলসীমালা, বোরখা এবং হিজাব পরা নিয়ে তাঁর বক্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল বলে অভিযোগ। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়েও অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগগুলির ভিত্তিতেই কৃষ্ণনগরের এক বাসিন্দা আদালতের দ্বারস্থ হন। অভিযোগের ভিত্তিতে কৃষ্ণনগর আদালতে মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলার শুনানির জন্য সাংসদকে একাধিক বার সমন পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, সেই সমনে সাড়া দিয়ে আদালতে হাজির হননি মহুয়া। বারবার সমন এড়িয়ে যাওয়ার পরই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে কৃষ্ণনগর আদালত। সেই পরোয়ানাকে কেঃদ্র করেই পরবর্তী সময়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূল সাংসদ। হাই কোর্টে মহুয়ার হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী অর্ক নাগ। তাঁর মূল প্রশ্ন ছিল, একজন সাংসদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এই ধরনের মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন থাকা উচিত। আইনজীবীর বক্তব্য, সাংসদদের বিরুদ্ধে মামলা শুনানির জন্য যখন বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালত রয়েছে, তখন কৃষ্ণনগরের সাধারণ নিম্ন আদালতে কেন মামলাটি চলবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই আইনি প্রশ্নের ভিত্তিতেই কৃষ্ণনগর আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে আবেদন করা হয়। সোমবার সেই আবেদনের শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ কৃষ্ণনগর আদালতের নির্দেশগুলির বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানায়। আদালত কৃষ্ণনগর আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা খারিজ করে দেয়। পাশাপাশি মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাটি বিধাননগরের এমপি-এমএলএ আদালতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ সাংসদের বিরুদ্ধে মামলার পরবর্তী শুনানি আর কৃষ্ণনগরের আদালতে হবে না। বিধায়ক ও সাংসদদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ আদালতেই মামলার শুনানি চলবে। তবে হাই কোর্টের এই নির্দেশের অর্থ মামলা সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হয়ে যাওয়া নয়। কৃষ্ণনগর আদালতের নির্দেশ খারিজ হলেও অভিযোগের বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে না। এবার বিধাননগরের এমপি-এমএলএ আদালতে মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে। সেখানে অভিযোগগুলি নিয়ে নতুন করে আইনি প্রক্রিয়া এগোতে পারে। ফলে আপাতত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থেকে স্বস্তি পেলেও মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। কলকাতা হাই কোর্টের সোমবারের নির্দেশের পর আপাতত স্বস্তিতে তৃণমূল সাংসদ। তবে এই মামলায় পরবর্তী সময়ে বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালত কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই এখন নজর থাকবে। একই সঙ্গে মহুয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন করে কী আইনি পদক্ষেপ করা হয়, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আপাতত হাই কোর্টের নির্দেশে কৃষ্ণনগর আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাতিল হয়েছে এবং মামলার শুনানির জন্য বিধাননগরের বিশেষ আদালতকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অক্টোবরে মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালি এক্সপ্রেস চালুর সম্ভাবনা

ভারত-বাংলাদেশের কূটনৈতিক টানাপোড়েন কাটলো কি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ঃ কূটনৈতিক টানাপোড়েন কাটিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ফের চালু হতে পারে আন্তর্দেশীয় যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী অক্টোবর থেকেই ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস, খুলনা-কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস এবং ঢাকা-নিউ জলপাইগুড়ি মিতালি এক্সপ্রেসের চাকা ফের গড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে দুর্গাপুজোর আগে দুই বাংলার মানুষের যাতায়াতে নতুন করে স্বস্তি ফিরতে পারে। ভারত ও বাংলাদেশের রেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে মঙ্গলবার থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে দু'দিনের বার্ষিক বৈঠক। ইন্টার গভর্নমেঃটাল রেলওয়ে মিটিং নামে পরিচিত এই বৈঠকেই তিনটি ট্রেনের পরিষেবা পুনরায় চালু করা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে বলে রেল সূত্রে খবর। তবে ট্রেন চালুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুধু রেল কর্তৃপক্ষের হাতে নয়। দুই দেশের বিদেশ, স্বরাষ্ট্র-সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মতামত এবং রাজনৈতিক অনুমোদনও প্রয়োজন হবে। রেল সূত্রের খবর, বৈঠকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার জন্য বেশ কিছু বিষয় ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা তিনটি আন্তর্দেশীয় ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু করা। ভারতীয় রেলও নাকি এই পরিষেবা ফের শুরু করার বিষয়ে আগ্রহী। কূটনৈতিক স্তরে দ্রুত সমঝোতা হলে অক্টোবর থেকেই ট্রেনগুলি চালু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তবে শুধু পুরনো পরিষেবা ফিরিয়ে আনা নয়, আরও একটি নতুন প্রস্তাবও বৈঠকে তুলতে চলেছে বাংলাদেশ। রাজশাহী থেকে কলকাতার মধ্যে নতুন একটি যাত্রীবাহী ট্রেন চালুর প্রস্তাব দেওয়ার

প্রস্তুতি রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। এদিকে ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেসের রুট নিয়েও বাংলাদেশের তরফে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে ট্রেনটি যমুনা সেতু হয়ে চলাচল করে। বাংলাদেশের নতুন সরকার চাইছে, মৈত্রী এক্সপ্রেসকে পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে চালানো যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনা হোক। এই পরিবর্তন কার্যকর হলে ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন একটি রুট খুলে যেতে পারে। ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০০৮ সালের ১৪ এপ্রিল, পয়লা বৈশাখে। এরপর ২০১৭ সালের ৯ নভেম্বর খুলনা-কলকাতার মধ্যে চালু হয় বন্ধন এক্সপ্রেস। ২০২২ সালের ১ জুন ঢাকা ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে শুরু হয় মিতালি এক্সপ্রেস। তিনটি ট্রেনই ভারত-বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল।

কিন্তু ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলন এবং পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তিনটি আন্তর্দেশীয় ট্রেনের পরিষেবাই স্থগিত হয়ে যায়। ১৯ জুলাই থেকে মৈত্রী, বন্ধন এবং মিতালি এক্সপ্রেসের যাতায়াত বন্ধ রয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্যে দুই দেশের সম্পর্কেও নানা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। সেই পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক করার উদ্যোগ তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। এখন নজর মঙ্গলবার ঢাকায় শুরু হওয়া ব্রক্সঙ্গ্ব বৈঠকের দিকে। সেখানে দুই দেশের রেল কর্তাদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন। রেল পরিষেবা চালুর বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি হলে এবং রাজনৈতিক অনুমোদন মিললে আগামী অক্টোবরেই মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালি এক্সপ্রেসের চাকা ফের গড়াতে পারে। আর তা হলে দুর্গাপুজোর মরশুমে দুই বাংলার মানুষের যাতায়াতে ফের পুরনো সেতুবন্ধন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সত্য নিকেতন বহুতল বিপর্যয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকলেন সান্ধু

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লিতে বহুতল বিপর্যয়ের ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন দিল্লির উপরাজ্যপাল তরণজি সিং সান্ধু। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাও ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকেন। উল্লেখ্য, দিল্লির সত্য নিকেতন বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এছাড়াও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।এই ঘটনাতেই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন দিল্লির উপরাজ্যপাল তরণজি সিং সান্ধু। এই বৈঠকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাও উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও ডিডিএ, এমসিডি ও দিল্লি পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। সোমবার বিকেলে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উপরাজ্যপাল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

৩-দিনের ভারত সফরে লুক্সেমবার্গের উপ প্রধানমন্ত্রী জেভিয়ার বেটেল

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত সফরে এসেছেন লুক্সেমবার্গের উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশ মন্ত্রী জেভিয়ার বেটেল। ৩-দিনের সফরে সোমবার দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন জেভিয়ার বেটেল। তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানানো হয়। ৭ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে থাকবেন লুক্সেমবার্গের উপ-প্রধানমন্ত্রী।বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এছাড়া তিনি চেন্নাই সফর করেন, যেখানে তিনি আইআইটি মাদ্রাজ-এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন এবং একটি নতুন এসইএস ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেন।

দলীপ ট্রফিতে দ্বিশতক করা তৃতীয় ইস্ট জোন ব্যাটার হলেন ইশান কিষাণ

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে পূর্ব অঞ্চল ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে অনুষ্ঠিত দলীপ ট্রফির ফাইনালে ইশান কিষাণ তাঁর কেরিয়ারের দ্বিতীয় প্রথম-শ্রেণির দ্বিশতক পূর্ণ করেছেন।বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান ২৭০ বলে এই মাইলফলকে পৌঁছান, যেখানে ছিল ২৫টি চার ও দুটি ছক্কা। এর আগে তিনি ২০১৬১৭ মরসুমে রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লির বিপক্ষে ২৭৩ রান করে দ্বিশতকটি করেছিলেন। দলীপ ট্রফিতে তাঁর আগের সেরা স্কোর ছিল ১১১ রান, যা তিনি টুর্নামেন্টের ২০২৪ সংস্করণে করেছিলেন। অরুণ লাল ও সাবা করিমের পর কিষাণই ইস্ট জোনের হয়ে ২০০ রান পূর্ণ করা তৃতীয় ব্যাটার।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দিল্লিতে বহুতল বিপর্যয়ে মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর, কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লিতে সত্য নিকেতন বহুতল বিপর্যয়ে বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। দায়ী এমসিডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দিল্লিতে অবৈধ পাঁচতলা ভবনগুলি অবিলম্বে সিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশেপাশের পিজি ও ভবনগুলোতে নিবি। পরিদর্শন চালানো হচ্ছে নিয়ম লঙ্ঘনের প্রমাণ মিললে সেগুলোও সিল করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দিল্লির বাসিন্দাদের নিরাপত্তার বিষয়ে কোনও আপস করা হবে না এবং গাফিলতির ক্ষেত্রে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও চলমান উদ্ধারকাজ পর্যালোচনা করতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা সোমবার সকালে ঘটনাস্থলটি পুনরায় পরিদর্শন করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমরা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে মিলে এমন একটি নীতিমালার খসড়া তৈরির কাজ করছি, যার আওতায় ২০, ৩০ বা ৪০-যে কোনও বয়সের ভবনকেই বাধ্যতামূলকভাবে স্ট্রাকচারাল অডিট রিপোর্ট জমা দিতে হবে এবং ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার শংসাপত্র নিতে হবে। এটি ছাড়া ওই ভবনে কোনও ধরনের জনসেবা বা কার্যক্রম-যেমন পিজি আবাসন, নার্সিং হোম, স্কুল বা অন্য কোনও কিছু-পরিচালনার কোনও অধিকার থাকবে না। এ বিষয়ে কঠোর নিয়মকানুন কার্যকর করা হবে। এছাড়া, যেসব আধিকারিকের গাফিলতির কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, তাদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না তাদের অবিলম্বে বরখাস্ত করা হবে। সব কর্মকর্তা ও পৌর সংস্থাকে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ ঘটনায় জড়িত কোনও কর্মকর্তাই রেহাই পাবেন না। আজই বরখাস্তের আদেশ জারি করা হবে। আমরা এই শিক্ষার্থীদের পাশে পূর্ণভাবে রয়েছি। কোনও শিক্ষার্থী যাতে কোনও ধরনের ভোগান্তির শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে পৌর সংস্থাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করব।এদিকে, বহুতলের মালিক হরিরামকে গ্রেফতারের জন্য দিল্লি পুলিশ ১০টি পৃথক দল গঠন করেছে। এই দলগুলিতে স্থানীয় জেলা পুলিশ, স্পেশাল স্টাফ এবং অন্যান্য অপারেশনাল ইউনিটের সদস্যরা রয়েছেন। প্রতিটি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত ডিসিপি পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। হরিরামকে ধরতে পুলিশ দিল্লি, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশ জুড়ে অভিযান চালাচ্ছে।

মেয়েদের প্রতি আপত্তিকর ভাষা বরদাস্ত করা হবে নাঃসি জোসেফ বিজয়

চেন্নাই, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ মেয়েদের প্রতি কোনও ধরনের আপত্তিকর ভাষা বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়ে দিলেন তামিলনা।ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়। সোমনার বিধানসভায় দাঁ।ায়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার রাজনৈতিক জয়ের মূল কারণ হলেন মহিলারা। তাঁদের প্রতি কোনও ধরনের আপত্তিকর ভাষা আমি বরদাস্ত করব না। কঠোর রাজনৈতিক সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু মহিলাদের বিরুদ্ধে কোনও মানহানিকর মন্তব্য করা উচিত নয়।তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয় বিধানসভায় বলেছেন, আবগারি দফতরের প্রাক্তন মন্ত্রী সেন্থিল বালাজি এবং তাঁর সহযোগীরা প্রতিটি 'তাসম্যাক' দোকান থেকে ১০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত অর্থ আদায় করতেন। তাঁরা 'করুর গ্যাং' নামে পরিচিত ছিলেন এবং সুপরিকল্পিতভাবে এই দুর্নীতি চালাতেন। ডিএমকে যেখানেই থাকে, সেখানেই অপকর্ম ঘটে। ডিএমকের উপস্থিতিতেই অপকর্ম সংঘটিত হয়।বিজয় আরও বলেন, ডিএমকে আমাকে তিনটি দফতরের ফাইল খোলার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল-যে দফতরগুলিতে আগের ডিএমকে সরকারের আমলে দুর্নীতি হয়েছিল বলে আমি অভিযোগ করেছিলাম। তবে সেই ফাইলগুলি খোলার আগে আমি ১৯৮৮ সালে ডিএমকে সরকারের দুর্নীতি সংক্রান্ত সারকারিয়া কমিশনের প্রতিবেদনটি পড়ে দেখতে চাই। সারকারিয়া কমিশন তাদের প্রতিবেদনে তকালীন মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর পদের ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলেছিল এবং বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিল। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-ও দলীয় তহবিলের মাধ্যমে ডিএমকে-র বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে। ইডি উল্লেখ করেছে, গত সরকারের আমলে মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্ট্যালিন, উপ-মুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন এবং মন্ত্রী সেন্থিল বালাজি দলীয় তহবিলের নামে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

ভারতের বিকেন্দ্রীভূত খাদ্যশস্য সংরক্ষণকে শক্তিশালী করা

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৭সেপ্টেম্বরঃ ভারতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার ফলে সারা দেশে বিকেন্দ্রীভূত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পরিকাঠামোর গুরুত্ব বেড়েছে। ২০২৩ সালে চালু হওয়া সমবায় ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীয়ভূত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পরিকল্পনা প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (PACS)-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংগ্রহ এবং বন্টন ব্যবস্থা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান সরকারি প্রকল্পগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমে এই পরিকল্পনায় একটি সমন্বিত ও সমবায়ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই উদ্যোগকে সমর্থন করা হচ্ছে। মোট ১১টি রাজ্যের PACS-এ ৯,৭৫০ মেট্রিক টন সংরক্ষণ ক্ষমতা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত সারা দেশের ৩১৩টি PACS-এ গুদাম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে ১.৮০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি সংরক্ষণ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। এই কাঠামোতে গুণমানের মানদণ্ড, স্বচ্ছতা এবং কার্যকর পরিচালনার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।স্বর্ধনশীল কৃষি অর্থনীতির জন্য সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ভারতের খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঐতিহ্যবাহী সংরক্ষণ পদ্ধতি, বিকেন্দ্রীভূত স্থানীয় ব্যবস্থা এবং আধুনিক পরিকাঠামোর সমন্বয়ে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। এই সমন্বিত পদ্ধতি খাদ্যশস্য সংরক্ষণকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করেছে। মাটির পাত্র বা ভাণ্ডার, মাটির নীচে গর্ত এবং মাটি দিয়ে প্রলেপ দেওয়া সংরক্ষণ কাঠামোর মতো ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির পাশাপাশি, গুদাম এবং সাইলো-ভিত্তিক আধুনিক পরিকাঠামোও ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে কৃষি উপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার চাহিদা বাড়ার ফলে, সারা দেশে আধুনিক ও বিকেন্দ্রীভূত সংরক্ষণ পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে।তৃতীয় অগ্রিম হিসাব (২০২৫-২৬) অনুযায়ী, দেশে মোট খাদ্যশস্য উপাদন ৩৭৬.৫৬৩ মিলিয়ন টন হওয়ার অনুমান করা হয়েছে। গত বছরের ৩৫৭.৭৩২ মিলিয়ন টন উৎপাদনের তুলনায় এটি প্রায় ১৮.৮ মিলিয়ন টন বা ৫.৩ শতাংশ বেশি। ভারত জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর আওতায় বিশ্বের অন্যতম বৃহ খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিও পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে প্রায় ৮০ কোটি মানুষ উপকৃত হন। এই চাহিদা পূরণের জন্য শক্তিশালী খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (FCI) এবং রাজ্য সংস্থাগুলির পরিচালিত কেন্দ্রীয়ভূত সংরক্ষণ পরিকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিকেন্দ্রীভূত সংরক্ষণ ব্যবস্থাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। সমবায় মন্ত্রক উৎপাদন কেন্দ্রের কাছাকাছি খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলে, সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে খাদ্যশস্য পরিবহণের খরচ কমানো, খাদ্যশস্যের অপচয় হ্রাস এবং খাদ্য নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।এই প্রেক্ষাপটে, সমবায় ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পরিকল্পনা ৩১ মে ২০২৩ তারিখে একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে চালু করা হয়। সমবায়ের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সমবায় কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলঃখাদ্যশস্যের অপচয় কমানো এবং খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালী করা,কৃষকদের ফসল কম দামে বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রি করা এড়ানোর সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত ফসলের আরও ভালো দাম নিশ্চিত করতে সহায়তা করা,সংগ্রহ কেন্দ্র, গুদাম এবং ন্যায্যমূল্যের দোকানের মধ্যে খাদ্যশস্য পরিবহণের খরচ কমানো,কৃষি কার্যক্রমের বৈচিত্র্য করণের মাধ্যমে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (PACS)-এর ভূমিকা আরও সম্প্রসারিত করা। PACS হল গ্রাম-স্তরের প্রতিষ্ঠান, যা গ্রামীণ ঋণগ্রহীতাদের স্বল্পমেয়াদি ঋণ ও আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে এবং ঋণ পরিশোধের অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করে। এবং,কৃষকদের জন্য আরও বেশি আয়ের সুযোগ তৈরি করতে সহায়তা করা।সমন্বিত পরিকাঠামো ও অভিসারী কাঠামো সমবায় ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পরিকল্পনার লক্ষ্য হল PACS স্তরে সমন্বিত কৃষি পরিকাঠামো গড়ে তোলা। বিদ্যমান সরকারি প্রকল্পগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা পরিচালিত হয় অ্যাগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (AIF) প্রকল্প - ফসল কাটার পরবর্তী পরিকাঠামো তৈরি ও উন্নত করার জন্য অর্থায়ন এবং সুদে ছাড়ের সহায়তা প্রদান করে।অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার (AMI) প্রকল্প - খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য পরবর্তী পর্যায়ে মূলধনী ভর্তুকি প্রদান করে।সাব মিশন অন অ্যাগ্রিকালচারাল মেকানাইজেশন (SMAM) - কাস্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপন এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করে।প্রধানমন্ত্রী ফরমালাইজেশন অফ মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজেস (PMFME) প্রকল্প - ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলির আনুষ্ঠানিকীকরণ ও বিকাশে উৎসাহ দেয়।এই প্রকল্পগুলির সমন্বয়ের ফলে PACS-গুলি সমন্বিত গ্রামীণ পরিষেবা কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এর মাধ্যমে কৃষি পরিকাঠামো শক্তিশালী হচ্ছে, মূল্যশৃঙ্খলের উন্নতি ঘটছে এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হচ্ছে।সমবায় ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পরিকল্পনার আওতায় গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ও পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছেকঃস্টম হায়ারিং সেন্টার-এর মাধ্যমে PACS কৃষকদের ভাড়ায় দেওয়ার জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে পারে। এর মধ্যে ট্র্যাক্টর, হারভেস্টার, টিলার এবং অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি থাকতে পারে। ন্যায্যমূল্যের দোকান-এর মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খাদ্যশস্য বন্টন এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট-এ খাদ্যশস্য পরিষ্কার করা, বাছাই করা এবং শুকানোর মতো প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এর ফলে কৃষিপণ্যের গুণমান ও বাজারজাত করার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।সংগ্রহ কেন্দ্র-এর মাধ্যমে রাজ্য সংস্থা এবং FCI-এর জন্য PACS-এর খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজে সহায়তা করা হয়।এই পরিকল্পনার আওতায় সমবায় ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থায় ৫০ মেট্রিক টন (MT), ১০০ মেট্রিক টন এবং ২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন সাইলো-ভিত্তিক সংরক্ষণ পরিকাঠামো তৈরির ব্যবস্থা রয়েছে।এই বাস্তবায়ন কাঠামোর আওতায় পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারী -এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও যোগ্যতার মানদণ্ডও নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মার্গদর্শিকা (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর) অনুযায়ী, ডিস্ট্রিক্ট কোঅপারেটিভ ডেভেল পমেন্ট কমিটি এর মাধ্যমে চিহ্নিত ও অনুমোদিত হয়। যেখানে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের চাহিদা রয়েছে, সেইসব এলাকায় নির্বাচন করা হয়। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনায় জমি সংক্রান্ত কিছু শর্তও নির্ধারণ করা হয়েছে। PACS-এর ক্ষেত্রে নিজস্ব জমি থাকা অগ্রাধিকারযোগ্য। জমিটি জলমগ্ন হওয়া যাবে না এবং বনাঞ্চলে অবস্থিত হওয়া যাবে না। জমি ব্যবহারের জন্য PACS সদস্যদের সম্মতি প্রয়োজন। লিজ নেওয়া জমির ক্ষেত্রে লিজের মেয়াদ ২০ বছরের বেশি হওয়া আবশ্যক। বাস্তবায়ন ব্যবস্থাঃন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (NCDC) হল সমবায় ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পরিকল্পনার বাস্তবায়নকারী সংস্থা। জাতীয়, রাজ্য এবং জেলা স্তরে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করা হয়। জাতীয় স্তরে একটি ইন্টার-মিনিস্টেরিয়াল কমিটি (IMC) পরিকল্পনাটির সামগ্রিক বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে। ন্যাশনাল লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (NLCC) অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলির মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়ে সহায়তা করে। স্টেট কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কমিটি (SCDC) এবং ডিস্ট্রিক্ট কোঅপারেটিভ ডেভেল পমেন্ট বা জেলা সমবায় উন্নয়ন কমিটি (DCDC) রাজ্য ও জেলা স্তরে বাস্তবায়ন এবং সমন্বয়ে সহায়তা করে।আর্থিক সহায়তা ও প্রকল্পের কার্যকারিতা পরিকল্পনার আওতায় প্রকল্পের আর্থিক কার্যকারিতা বাড়াতে সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে AMI প্রকল্পের আওতায় ভর্তুকি ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৩.৩৩ শতাংশ করা, মার্জিন মানির প্রয়োজনীয়তা ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা এবং গুদাম নির্মাণের জন্য ব্যয়ের মানদণ্ডে সংশোধন আনা।স্তুভযোগ্য প্রকল্পগুলির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সুদে ছাড় এবং ঋণ সহায়তা ব্যবস্থার মাধ্যমেও আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায়। AMI প্রকল্পের আওতায় ন্যাশনাল ব্যাংক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (NABARD) যোগ্য প্রকল্পগুলির জন্য ভর্তুকি প্রদানের সংস্থা হিসেবে কাজ করে। স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক এবং ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক PACS-এর প্রধান ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। বাস্তবায়ন কাঠামোর অধীনে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর রয়েছে। অংশগ্রহণকারী সমবায়গুলির আর্থিক বোঝা কমাতে পরিকল্পনার আওতায় NABARD-এর বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাও ব্যবহার করা হয়। AIF-এর আওতায় পাওয়া ৩ শতাংশ সুদে ছাড়ের সঙ্গে এই সুবিধা যুক্ত হলে, পরিকল্পনার অধীনে PACS-এর কার্যকর ঋণের সুদের হার ১ শতাংশে নেমে আসে।কেও নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে পরিকল্পনার আওতায় নির্মিত যোগ্য গুদামগুলি নিশ্চিতভাবে ভাড়ায় নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা সংরক্ষণ প্রকল্পগুলির আর্থিক কার্যকারিতা বাড়ায় এবং PACS-এর আরও বেশি অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে।এই কাঠামো কার্যকর হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।পাইলট প্রকল্প থেকে সম্প্রসারণ পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে শুরু করে ধাপে ধাপে বৃহত্তর পরিসরে সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাইলট পর্যায়ে ১১টি রাজ্যের ১১টি PACS-এ গুদাম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে ৯,৭৫০ মেট্রিক টন সংরক্ষণ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। এই পাইলট প্রকল্পগুলি মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অসম, কর্ণাটক এবং ত্রিপুরা-তে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই পাইলট প্রকল্পগুলি কার্যকর বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করেছে এবং সমবায় স্তরে স্থানীয় সংরক্ষণ পরিকাঠামো গড়ে তোলার সম্ভাব্যতা প্রমাণ করেছে।এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত পরিকল্পনার আওতায় ১,০১২টি PACS বা সমবায় সমিতি চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত ৩১৩টি PACS-এ গুদাম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে ১.৮০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি সংরক্ষণ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে।এই অগ্রগতি পরিকল্পনার ধারণাগত পর্যায় থেকে বৃহত্তর পরিসরে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিফলন। বাস্তবে সমবায়ভিত্তিক সংরক্ষণঃনেরপিঙ্গলাই PACS স্মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর নেরপিঙ্গলাই PACS সমবায় ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীয়ভূত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পরিকল্পনার আওতায় ৩,০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গুদাম নির্মাণ করেছে। প্রকল্পটি অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং অ্যাগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড প্রকল্পের আওতায় সহায়তা পেয়েছে। NABARD-এর পুনঃঅর্থায়ন সহায়তার ফলে প্রকল্পটির কার্যকর ঋণের সুদের হার কমে ১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রায় ৩০০ জন কৃষক এই গুদামে প্রায় ৩২,০০০ বস্তা সয়াবিন সংরক্ষণ করছেন। সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের বিপরীতে সমিতি প্রায় ৪.৫০ কোটি টাকা অগ্রিম প্রদান করেছে। এর ফলে, কৃষকরা প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান পেতে পারছেন এবং কম দামে

বিগত সরকারের কারণে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়ঃশুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ৭ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্য সরকার প্রবীণ নাগরিক, বিশেষভাবে সক্ষম ও স্বামীহীনাদের (বিধবা) হাতে বর্ধিত হারে ভাতা তুলে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিশেষভাবে সক্ষম এবং স্বামীহীনাদের জন্য ১০০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোমবার রাজ্য সচিবালয় নবান্নে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এই কাজের সূচনা করেন। নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে প্রস্তাবিত এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে কয়েকজন প্রবীণ নাগরিক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষমের হাতে এই সুবিধা তুলে দিয়ে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।নবান্নে উপভোক্তাদের হাতে বর্ধিত বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ' পুর্বের সরকারের কারণে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তবু প্রতিশ্রুতি পূরণ করল সরকার। ভুয়ো কেউ ভাতা পাবেন না। শুধু যোগ্য উপভোক্তাদের হাতেই ভাতার টাকা দেওয়া হবে।'

২-৩ দিনের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে, বিহারে বন্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য সম্রাটের

পাটনা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃবিহারের বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক গঙ্গা ও আরও কয়েকটি নদী বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে শোণ নদীর ক্ষেত্রে কিছুটা স্বস্তির খবর পাওয়া গেছে। ইন্দ্রপুরী ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বুধবারের ৫.৫৪ লক্ষ কিউসেক থেকে কমে রবিবার বিকেল নাগাদ ১.৯৬ লক্ষ কিউসেকে নেমে এসেছে। পাটনার কাছে শোণ নদী গঙ্গায় মিলিত হওয়ায়, জল ছাড়ার পরিমাণ কমে যাওয়ায় দিঘা ও গান্ধী ঘাটের ওপর চাপ কিছুটা কমেছে।বন্যার জল এখন ধীরে ধীরে নামছে এবং পরিস্থিতির আরও উন্নতির আশা করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ অব্যাহত রয়েছে সহায়তার জন্য এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ-এর দল এবং সরকারি নৌকা মোতায়েন করা হয়েছে। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেন, পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। তবে জলস্তর ক্রমশ কমছে গঙ্গার জলস্তর প্রায় ১৭-১৮ সেন্টি মিটার নেমেছে এবং আধিকারিকরা পরিস্থিতির ওপর নিরন্তর নজর রাখছেন। ফারাক্কা থেকে প্রতিদিন প্রায় ১৫ লক্ষ ইউনিট জল ছাড়া হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং সবাই স্বস্তি পাবেন। এই দুর্যোগের মধ্যেও সরকার সকলের কাছে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গোয়ায় পশ্চিমাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠকে পৌরহিত্য অমিত শাহ-র

পানাজি, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রীয়. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার গোয়ায় পশ্চিমাঞ্চলীয় পরিষদের ২৮-তম বৈঠকে পৌরহিত্য করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আন্ত ঃরাজ্য পরিষদ সচিবালয়.এই বৈঠকের আয়োজন করেছে। পশ্চিম আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি হলো গোয়া, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ।এই বৈঠকে গোযার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওযান্ত, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ-এর প্রতিনিধিরাও এতে যোগ দিচ্ছেন। বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় এবং যৌথ পদক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মির্জাপুর দ্য মুভি ঃমুক্তির তৃতীয় দিনের আয় ৩৬ কোটি টাকা

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ আলি ফজল এবং পঙ্কজ ত্রিপাঠী অভিনীত মির্জাপুরঃ দ্য মুভি মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করেছে। সপ্তাহান্তে সিনেমাটি অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটি টাকার অঙ্ক অতিক্রম করেছে।সোমবার বক্স অফিস সূত্রে জানা গেছে, মুক্তির তৃতীয় দিনে রবিবার সিনেমাটি ৩৬ কোটি টাকা আয় করেছে। শনিবার ৩২ কোটি এবং প্রথম দিনে ২৫.৭৫ কোটি টাকা আয়ের পর, ভারতে সিনেমাটির মোট সংগ্রহ ৯৩.৭৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যেখানে এর মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১১২.৩৫ কোটি টাকায়। সিনেমাটি এখনও পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ১৩২.৩৫ কোটি টাকা আয় করেছে। সপ্তাহান্তের এই শক্তিশালী সংগ্রহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বড় পর্দাতেও দর্শকদের মধ্যে মির্জাপুর-এর জনপ্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে। দর্শকদের কাছ থেকে সিনেমাটির ইতিবাচক সাড়া বক্স অফিসে সুফল দিচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। মুক্তির প্রথম তিন দিনের মধ্যেই সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে থাকা বেশ কয়েকটি সিনেমাকে ছাড়িয়ে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করেছে।

রাশিফল

মেষঃকিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার কোনও প্রতিবেশী আজ আপনাকে ঋণ চাইতে আসতে পারে। ।শুভদিন
বৃষঃ আজ আপনার জন্য অনেক সুযোগ এবং নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর একটি দিন হবে। আপনি যে কাজই করুন না কেন, তাতে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। বিবাহের যোগ হবে।
মিথুনঃ আপনার রসিক আত্মীয়স্বজন আপনার দুশ্চিন্তা দূর করবে আর আপনাকে কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ দেবে। এরকম আত্মীয় থাকার জন্য আপনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন। শুভদিন।
কর্কটঃআপনার ভালোবাসার মানুষের প্রতি আপনি প্রবল আবেগতাড়িত হয়ে পাবেন, যিনি এক মুহূর্তেই আপনার মন আনন্দ ও উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলবে।।
সিংহ ঃ সম্ভাবনা আছে যে আপনি দিনের শেষে কোনও অসাধারণ উপহার পেতে পারেন এবং আপনার প্রিয়তমের যত্নে ডুবে যেতে পারেন, কেননা আপনি তার খুব বেশি খাতির করেন। বিবাহের যোগ হবে
কন্যাঃ আজ আপনি নিজের ক্ষমতা ও দক্ষতার নতুন উচ্চতা স্পর্শ করতে সক্ষম হবেন। আপনি যে কাজেই হাত দেবেন, তাতেই সাফল্যের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।
তুলাঃআজকে আপনার কাছে সবথেকে প্রাধান্য পাবে প্রেম, কাজেই আপনি অন্যদিনের থেকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে সঙ্গীর সান্নিধ্য পেতে দৌড়োবেন। আপনার প্রিয়তমের সব চাহিদা পূরণ করতে আপনি ব্যস্ত থাকবেন। শুভদিন।
বৃশ্চিকঃ আজকে আপনি কাজের প্রতি আপনার অঙ্গীকার ও পরিবারের প্রতি একনিষ্ঠতা দেখাবেন। কর্মক্ষেত্রে, সঠিক কাজটি সঠিক লোকের কাছেই এসেছে, আপনার কাছে। সংসারে শান্তি হবে
ধনুঃ আপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। এই গতি ধরে রাখুন যাতে যেকোনো পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে রাখতে আপনাকে উৎসাহিত করে। আর্থিক উন্নতি।
মকরঃ আজ আপনার জন্য অনেক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। আজ আপনি নিজের কর্মজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।সংসারে শান্তি হবে।
কুম্ভঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
মীনঃআজ আপনার জন্য একটি বিশেষ দিন হতে চলেছে। আপনি নিজের সংবেদনশীলতাকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং এটি আপনার আশপাশের মানুষের সঙ্গে আরও গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে। আর্থিক উন্নতি।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবারও বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ, বেশ কয়েকটি জেলায় আবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টি চলবে। দক্ষিণবঙ্গের ৬টি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে, বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত এবং ঝড়ের দাপটও থাকতে পারে। সোমবার সকাল থেকেই শহর ও শহরতলির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কোনও কোনও জেলায় হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৪ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমানে। এ ছাড়াও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে। মঙ্গলবার ছ'টি জেলায় ভারী বর্ষণের সতর্কতা রয়েছে- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ছাড়াও ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলিতে। মালদায় বুধবার বৃষ্টি বাড়তে পারে। বাকি জেলাগুলিতে আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিই চলবে। তবে সপ্তাহান্তে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়তে পারে। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ফের ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৮ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মনিট এবং রাত ০৮টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৪৯মিনিট এবংরাত ১০টা ৪৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫০মিনিটে হতে পারে।

তৃণমূল সাংসদ নাদিমুল হকের বাড়ি-অফিসে ইডির হানা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হকের বাড়ি ও অফিসে এ বার হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। সোমবার সকাল থেকেই কলকাতা, দিল্লি এবং রাঁচির একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আধিকারিকেরা। সব মিলিয়ে আটটি ঠিকানায় এই অভিযান চলছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে দাবি, তল্লাশি চালানো প্রতিটি ঠিকানাতেই কোনও না কোনও ভাবে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হকের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। তবে ঠিক কোন মামলার সূত্র ধরে এ দিনের অভিযান, তা নিয়ে এখনও ইডির তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য সামনে আসেনি। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, নাদিমুল হক একটি সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত। সেই সংবাদপত্র সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের সূত্র ধরেই এ দিনের তল্লাশি হতে পারে বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর। গত অগস্ট মাসে এই সংক্রান্ত বিষয়ে আর্থিক অনিয়মের একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল বলেও জানা যাচ্ছে। যদিও অভিযানের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে ইডির আনুষ্ঠানিক বক্তব্য না পাওয়া পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। সোমবার সকালে কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকার একটি ঠিকানায় পৌঁছন ইডির আধিকারিকেরা। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালানো হয় বলে খবর। কলকাতার আরও দু'টি ঠিকানাতেও কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযান চলে। একই সময়ে দিল্লিতেও নাদিমুল হকের বাড়ি ও অফিস মিলিয়ে মোট চারটি ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর পাশাপাশি রাঁচীতেও একটি ঠিকানায় অভিযান করেন ইডির আধিকারিকেরা। ফলে একই সঙ্গে তিন শহরে তদন্তকারী সংস্থার এই তল্লাশি ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। দিল্লিতে নাদিমুল হকের সাউথ অ্যাভিনিউয়ের বাংলোটিও এ দিনের অভিযানের অন্যতম ঠিকানা বলে জানা যাচ্ছে। এই বাড়িটির সঙ্গে তৃণমূলের দলীয় রাজনীতিরও যোগ রয়েছে। বর্তমানে এই বাংলোর একটি অংশ তৃণমূলের কালীঘাট শিবিরের দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কয়েক মাস আগেই দিল্লিতে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় সরিয়ে নাদিমুল হকের বাংলোয় নিয়ে আসা হয়েছিল।

শহর ও শহরতলী

কালীঘাট মন্দিরের গয়না ও সম্পত্তি নিয়ে নতুন প্রশ্ন, জেলা জজের কাছে লিখিত অভিযোগ সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃকালীঘাট মন্দিরের মা কালীর নামে থাকা গয়না, ভক্তদের দান করা মূল্যবান সামগ্রী এবং মন্দিরের অন্যান্য সম্পত্তি নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জজের কাছে এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানাল সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদ। মন্দিরের দীর্ঘদিন ধরে থাকা গয়না ও মূল্যবান সামগ্রীর বর্তমান অবস্থান, সেগুলির হিসাব এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছে তারা। অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা জজ কোনও তদন্তের নির্দেশ দেন কি না, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে। কালীঘাট মন্দিরের সম্পত্তি নিয়ে গরমিলের অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও এই ধরনের অভিযোগকে কেঃদ্র করে বিষয়টি কলকাতা হাই কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ২০০৬ সালে কালীঘাট মঃিদরের প্রণামীর টাকা নির্ধারিত জায়গায় সম্পূর্ণ জমা পড়ছে না বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় তকালীন চেয়ারম্যান তথা জেলা জজও বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। প্রায় দুই দশক পর ফের কালীঘাট মঃিদরের সম্পত্তি এবং বিশেষ করে দক্ষিণাকালীর গয়না নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রশাসনের দ্বারস্থ হল সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদ। পরিষদের মূল অভিযোগের কেঃেদ্র রয়েছে মঃিদরের দক্ষিণাকালীর গয়না। তাদের দাবি, কালীঘাট মঃিদরের দক্ষিণাকালীর গয়না রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের একটি ভল্টে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু সেই ভল্টের চাবি ১৯৮০ সাল থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। ফলে এত বছর ধরে ভল্টের ভিতরে ঠিক কী কী সামগ্রী রয়েছে, সেগুলো আদৌ

আগের অবস্থায় রয়েছে কি না, কিংবা কোনও মূল্যবান সামগ্রীর ঘাটতি হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত ভাবে জানা সম্ভব হয়নি বলেই দাবি করেছে পরিষদ। শুধু ভল্টের চাবি নিয়েই নয়, মন্দিরের গয়না ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিসাব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদ। তাদের অভিযোগ, মঃিদরের গয়না-সহ বিভিন্ন সম্পদ সংরক্ষণের জন্য যে কমিটি ছিল, সেই কমিটির মেয়াদও শেষ হয়ে গিয়েছে। ওই কমিটিতে পাঁচ জন সেবায়েতের পাশাপাশি মন্দিরের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন, এমন ছয় জন বহিরাগত সদস্য থাকার কথা ছিল। জেলা জজ ছিলেন ওই কমিটির চেয়ারম্যান। পরিবারের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই কমিটির মেয়াদ পাঁচ বছর। কিন্তু ২০১৪ সালের পর থেকে মন্দির পরিচালন কমিটির নির্বাচন হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে পরবর্তী সময়ে মঃিদরের মূল্যবান গয়না এবং অন্যান্য সম্পত্তির নিয়মিত খোঁজখবর বা যাচাই কতটা হয়েছে, তা নিয়েই প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে মন্দিরের সম্পত্তির সঠিক তালিকা ও হিসাব যাচাই না হলে মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক বলেই অভিযোগকারীদের দাবি। এই পরিস্থিতিতে জেলা জজের কাছে একাধিক দাবি জানিয়েছে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদ। তাদের তরফে মঃিদরের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি প্রয়োজন হলে এফআইআর করার নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

একই সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ভল্টে থাকা গয়নার সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ বা সরবরাহ করার দাবিও জানানো হয়েছে। ভল্টে বর্তমানে কী কী সামগ্রী রয়েছে এবং সেগুলির সঙ্গে পুরনো নথি বা তালিকার মিল রয়েছে কি না, তা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তার কথাও অভিযোগে তুলে ধরা হয়েছে। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনের তরফে কী পদক্ষেপ করা হবে, কিংবা কোনও তদন্ত শুরু হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। জেলা জজের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ার পর বিষয়টি কোন পথে এগোয়, সেটাই এখন গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত কালীঘাট মঃিদরের গয়না ও মূল্যবান সম্পত্তির হিসাব এবং নিরাপত্তা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাব প্রশাসনিক তদন্তের মাধ্যমে মিলবে কি না, সেদিকেই নজর রয়েছে। অভিযোগের সত্যতা এবং মঃিদরের সম্পত্তির বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্ট করতে প্রয়োজনীয় নথি ও রেকর্ড খতিয়ে দেখাই এখন পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

বাঁকড়ায় এআইএমআইএম এর প্রকাশ্য সমাবেশ, পাঁচ দফা দাবিতে সরব নেতৃত্ব

পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে রবিবার হাওড়ার বাঁকড়া অঞ্চল কমিটির ডাকে এক প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন। এদিন ডোমজু। ব্লকের বাঁকড়া কবরপাড়া এলাকায় আয়োজিত এই সমাবেশে প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়। সমাবেশ থেকে সংগঠনের পক্ষ থেকে মূলত ভোটাধিকার-সহ একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়। এআইএমআইএম - এর দাবি, এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে বিচারাধীন থাকা প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার দ্রুত ফিরিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, স্বাধীনতার পর থেকে এই এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও বিধায়ক না থাকায় মুসলিমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন। তাঁদের দাবি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের আরও বেশি সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে আয়োজিত এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি পূরণে প্রশাসন ও সরকারের দ্রুত পদক্ষেপেরও আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য, বাঁক।। অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রবিবার হাও।ার বাঁক।ায় ওই প্রকাশ্য সভার আয়োজন করে 'এআইএমআইএম'। সভা থেকে মূলত পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। SIR-এ বিচারাধীন ২৭ লক্ষ মানুষের দ্রুত ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ সহ মোট পাঁচ দফা দাবি নিয়ে আগামী দিনে আন্দোলন আরও জোরদার করার বার্তা দেওয়া হয়।

মীনাক্ষীর মন্তব্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের বহুত্ববাদ ও সামাজিক সম্প্রীতির প্রসঙ্গ তুলে রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন সিপিআইএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার ডোমজুড় পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় তিনি বলেন, সরকারের কথা, আচরণ ও নীতির কারণে সমাজের একটি অংশের মানুষ যদি সরকারকে ' সরকার' বলে ভরসা করতে না পারেন, তা হলে তা রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য ভালো নয়। এসআইআর ইস্যুতেও সরব হন মীনাক্ষী।

খড়গপুর প্ল্যান্টে নতুন গুদামের উদ্বোধন করল টাটা হিটাচি

খড়গপুর, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট প্রস্তুতকারক সংস্থা টাটা হিটাচি কনস্ট্রাকশন মেশিনারি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড পশ্চিমবঙ্গে তাদের খড়গপুর ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে একটি নতুন গুদামের উদ্বোধন করেছে। এই নতুন ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে সংস্থার সাপ্লাই চেইন এবং ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সক্ষমতা আরও শক্তিশালী হবে। একইসঙ্গে সারা দেশের গ্রাহকদের কাছে আরও দ্রুত ও নির্ভরযোগ্যভাবে স্পেয়ার পার্টস এবং সার্ভিস সাপোর্ট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। নতুন গুদামের উদ্বোধন করেন টাটা হিটাচির ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী সন্দপ সিং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পেয়ার পার্টস ও সার্ভিস বিজনেস ইউনিটের প্রেসিডেন্ট ।

মোদির জন্মদিনে বাংলায় বিজেপির মেগা কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনকে কেন্দ্র করে বাংলায় একগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করল বিজেপি। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর মোদির জন্মদিন উপলক্ষে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসজুড়ে চলবে 'সেবা সংকল্প অভিযান'। জনসংযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি যুব সমাজের কাছে পৌঁছনো, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা এবং যোগ্য অথচ বঞ্চিত মানুষদের সরকারি পরিষেবা পেতে সহায়তা করাই এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য বলে জানিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। সোমবার বিজেপির রাজ্য দফতরে সাংবাদিক বৈঠক করে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই কর্মসূচির বিস্তারিত ঘোষণা করেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেঃদ্র মোদির দীর্ঘ সময়ের কাজ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের উদ্যোগগুলি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে। জেলা থেকে শুরু করে ব্লক ও মহকুমা স্তর পর্যন্ত এই প্রচার কর্মসূচি চালানো হবে। বিজেপির পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৭ সেপ্টেম্বর বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রচার চালানো হবে। দলের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরবেন। এর পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি নিয়েও প্রচার চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে গেরুয়া শিবিরের। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির যে দাবি বিজেপি করে থাকে, তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। মোদির জন্মদিনে প্রতীকী কর্মসূচিও রয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতির ঘোষণা অনুযায়ী, গোটা দেশের পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন বুথে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করা হবে। প্রতি বুথে ২৫টি করে প্রদীপ জ্বালানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে চলেছে ' সেতু অভিযান'। বিজেপির দাবি, তিন দিনের বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হয়েও যাঁরা এখনও তা থেকে বঞ্চিত, তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হবে। সরকারি পরিষেবার আবেদন থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করাই এই শিবিরের উদ্দেশ্য। তবে এবারের কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তরুণ প্রজন্মকে। জেন জি বা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। তরুণদের সঙ্গে আলোচনা, তাঁদের প্রশ্ন শোনা এবং বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁদের মতামত জানার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে। জেন জি প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, তরুণ প্রজন্মকে সমাজের অন্য অংশ থেকে আলাদা করে দেখার মানসিকতা ঠিক নয়। তাঁদের প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে এবং নিজেদের ভাষায় নিজেদের মত প্রকাশের অধিকারও রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তরুণরা সামাজিক সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করবেন, আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে প্রতিবাদ করবেন-এটি ইতিবাচক বিষয়। শমীকের কথায়, বিজেপি তরুণদের প্রশ্ন করার অধিকার খর্ব করতে চায় না।

'অষ্টমীতে লুচি, নবমীতে পাঁঠার মাংস খাবেই বাঙালি', বাগেশ্বর বাবার আমিষ-নিদানে পালটা শমীকের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর আগে বাংলায় আমিষ খাওয়া নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। দুর্গাপুজোর সময়ে আমিষ খাবার না খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছেন ধর্মগুরু বাগেশ্বর বাবা ওরফে ধীরে ঃদ্র শাস্ত্রী। তাঁর মন্তব্যের পর এবার পালটা সরব হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস কোনও ধর্মগুরু বা রাজনৈতিক দল ঠিক করে দিতে পারে না। বাঙালি তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও রীতি মেনেই খাবার খাবে।দুর্গাপুজোর আগে বাংলায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাগেশ্বর বাবা দুর্গাপুজোর সময়ে আমিষ খাবার নিয়ে মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পুজোর সময় যাঁরা আমিষ খান, তাঁদের ' বা ভণ্ড বলা যায়। একই সঙ্গে দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে আমিষ খাবার পরিহার করার পরামর্শও দেন তিনি। তাঁর এই বক্তব্য সামনে আসতেই সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় বিতর্ক।

তবে বাগেশ্বর বাবার এই পরামর্শকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব। বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের

মুখে শমীক ভট্টাচার্য জানান, বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। সেই অভ্যাস কোনও বাইরের ব্যক্তির পরামর্শে বদলে যাবে না। শমীকের বক্তব্য, একজন ব্যক্তি নিজের বাড়িতে কী খাবেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কোনও সাধু বা রাজনৈতিক দল মানুষের খাদ্যাভ্যাস নির্ধারণ করতে পারে না। তাঁর কথায়, কেউ নিরামিষ খাওয়ার পরামর্শ দিতেই পারেন এবং সেই পরামর্শ দেওয়ার মধ্যে আপত্তিকর কিছু নেই। কিন্তু সেই পরামর্শকে বাংলার সমস্ত মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন নেই। বাঙালির দুর্গাপুজোর সঙ্গে আমিষ খাবারের সম্পর্কের প্রসঙ্গও টেনে আনেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, বাঙালি অষ্টমীতে লুচি আর নবমীর দিন কচি পাঁঠার মাংস খাবে। এটাই বাঙালির রীতি। তাঁর দাবি, এই খাদ্যসংস্কৃতি বাঙালির দীর্ঘদিনের সামাজিক ও পারিবারিক ঐতিহ্যের অংশ এবং তা অন্য কারও নির্দেশে বদলে যাওয়ার নয়। শমীক তাঁর বক্তব্যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তাঁর মতে, বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বামী বিবেকানঃেদর ভাবনা ও বক্তব্যকে উপেক্ষা করা যায় না। তিনি ইঙ্গিত করেন, বাংলার নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতির উপর বাইরে থেকে কোনও নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাস চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে।

তবে বাগেশ্বর বাবার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা রয়েছে বলেও জানান শমীক। তাঁর বক্তব্য, কোনও সাধু বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের নিজের মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। একইভাবে সাধারণ মানুষেরও নিজের পছ ঃদ অনুযায়ী খাবার বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। চিকিসকের পরামর্শ এবং ধর্মীয় উপদেশের মধ্যে পার্থক্যও তুলে ধরেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর মতে, স্বাস্থ্যগত কারণে কোনও চিকিসক কাউকে নির্দিষ্ট খাবার এড়িয়ে চলতে বলতে পারেন। কোনও সাধুও নিরামিষ খাওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু সেই পরামর্শকে বাধ্যতামূলক নিয়মে পরিণত করা উচিত নয়। দুর্গাপুজোর মুখে এই মন্তব্য ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ককে অবশ্য রাজনৈতিক রং দিতে চাননি শমীক। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর, বাংলায় কে কী খাবেন বা কী পরবেন, সেই সিদ্ধান্ত বাংলার মানুষ নিজেরাই নেবেন। ফলে পুজোর আগে আমিষ-নিরামিষ নিয়ে নতুন করে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাতে বিজেপি নেতৃত্বের অবস্থান আপাতত স্পষ্ট। একদিকে বাগেশ্বর বাবার নিরামিষ খাওয়ার পরামর্শ, অন্যদিকে বাঙালির প্রচলিত খাদ্যসংস্কৃতির পক্ষে শমীকের জোরালো সওয়াল-দুর্গাপুজোর আবহে এই মতপার্থক্য ঘিরে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে আলোচনা আরও বাড়তে পারে। শেষ পর্যন্ত শমীকের বার্তা একটাই-খাদ্যাভ্যাস ব্যক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক পছঃেদর বিষয়।

৩৫ কিলোমিটার যেন মৃত্যুফাঁদ,জয়নগর কুলপি রোডে নিত্যদিন প্রাণের ঝুঁকি মানুষের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৭ সেপ্টেম্বর ঃ বর্তমানে বেহাল রাস্তায় নাজেহাল সাধারণ মানুষ। দিনের পর দিন রাস্তার অবস্থা খারাপ হলেও সংস্কারের কোনও স্থায়ী উদ্যোগ না হওয়ায় ক্ষোভ বা।ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। জয়নগর থেকে কুলপি পর্যন্ত প্রায় ৩৫ কিলো মিটার দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কটি বর্তমানে কার্যত কঙ্কালসার চেহারা নিয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন অংশে তৈরি হয়েছে অজস্র ছোট-বড় খানাখন্দ ও গভীর গর্ত। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই গর্তগুলিই এখন এক একটি ' হয়ে দাঁ।িয়েছে।বর্ষার মরসুমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার গর্তগুলি জল। কাদায় ভরে যাচ্ছে। ফলে দূর থেকে বোঝার উপায় থাকছে না, কোথায় রাস্তা আর কোথায় গভীর গর্ত। বিশেষ করে রাতের দিকে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।এই রাস্তার উপর নির্ভর করেন জয়নগর, কুলতলি, সাউথ বিষ্ণুপুর, মন্দিরবাজার সহ বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার মানুষ।বাস পরিষেবা এই রোডে না থাকায় প্রতিদিন স্কুল কলেজের পড়ুয়া, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ যাত্রীরা অটো, টোটো।সহ বিভিন্ন যানবাহনে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন।কিন্তু বেহাল রাস্তার কারণে প্রতিনিয়ত তাঁদের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে।স্থানীয় বাসিঃদাদের অভিযোগ, বিশেষ করে দক্ষিণ বারাশত থেকে গোচরণ হয়ে বারুইপুরের দিকে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ।বাস না থাকায় এই রুটের বহু মানুষের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম অটো ও টোটো। খানাখন্দ এ।িয়ে চলতে গিয়ে প্রায়ই ভারসাম্য হারিয়ে অটো ও টোটো উল্টে যাচ্ছে। দুর্ঘটনায় যাত্রী ও চালকরা আহত হচ্ছেন বলেও অভিযোগ।স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংস্কারের দাবি জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। কোথাও কোথাও সাময়িকভাবে গর্তে মাটি বা নির্মাণসামগ্রী ফেলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হলেও কয়েক দিনের মধ্যেই ফের আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে রাস্তা। ফলে ক্ষোভ আরও বা।ছে। বাসিন্দাদের প্রশ্ন, আর কতদিন এই মৃত্যুফাঁদ পেরিয়ে যাতায়াত করতে হবে? একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য স।কের এমন বেহাল দশা কেন দীর্ঘদিন ধরে থাকবে, সেই প্রশ্নও উঠছে।ইতিমধ্যেই নতুন সরকার গঠনের ১০০দিন পার হয়েছে।সামনে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উসব দুর্গাপুজো।পুজোর আগে এই গুরুত্বপূর্ণ স।কটির দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, শুধু খানাখন্দ মেরামত নয়, পরিকল্পিতভাবে রাস্তার স্থায়ী ও টেকসই সংস্কার

বিরাট লিজিং লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১, ক্রুকড লেন, তৃতীয় তল, কক্ষ নং-৩২৪, কলকাতা-৭০০ ০৬৯
কর্পোরেট কার্যালয়ঃ জাজোদিয়া টাওয়ার, ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কক্ষ নং ডি-৮, কলকাতা-৭০০০০১
ইমেলঃ info@vll.co.in; **ওয়েবসাইটঃ** www.vll.co.in;
CIN: L65910WB1984PLC098684

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স...-এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)... বিরাট লিজিং লিমিটেড (কোম্পানি)-এর বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)-এর বিজ্ঞপ্তিতে (বিজ্ঞপ্তি) উল্লিখিত বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য সভাটি ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার বিকেল ৩.৩০-এ (IST) বি বি ডি বাগ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, কমার্স হাউস, ২এ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, ৪র্থ তলা, কক্ষ নং ১, কলকাতা-৭০০০১৩-তে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০১ ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট স) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস)-এর রেগুলেশন ৩৬ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (যার মধ্যে বর্তমানে কার্যকর বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত)-এর বিধান অনুযায়ী, ৪২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সেইসব সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানির ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (গুলি) বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)-মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এছা।।, যেসব সদস্যের ই-মেইল আইডি ২১শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট বা RTA-এর কাছে নিবন্ধিত ছিল না, তাদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত পদ্ধতিতে ডাকযোগে বা ভৌত অনুলিপি (physical copies) তাদের নিজ নিজ ডাক ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর প্রক্রিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
উল্লিখিত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.vll.co.in, বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারা এবং সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪-এর বিধান অনুযায়ী এবং... সাধারণ সভা বিষয়ক সচিবালয় মানদণ্ড (Secretarial Standard on General Meetings) অনুযায়ী (যার মধ্যে বর্তমানে বলব আইনগত সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত), কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান)-এর সুবিধা প্রদান করছে। এই রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি **২০২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০টায়** শেষ হবে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে আর কোনো রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুযোগ থাকবে না। এই সময়ের মধ্যে, যে সকল সদস্য 'কাট-অফ ডেট' বা 'রেকর্ড ডেট' অর্থাৎ **২৩ সেপ্টেম্বর,** ২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ার ধারণ করবেন, তাঁরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন।
রিমোট ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।যে কোনো ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হয়েছেন এবং 'কাট-অফ ডেট' অর্থা ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় 'ইউজার আইডি' (User ID) ও 'পাসওয়ার্ড' (Password) সংগ্রহের লক্ষ্যে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কোনো ব্যক্তি যদি 'কাট-অফ ডেট'-এর আগেই কোম্পানির সদস্যপদ হারিয়ে থাকেন এবং এই বিজ্ঞপ্তিটি পেয়ে থাকেন, তবে তিনি এটিকে শুধুমাত্র তথ্যের জন্য গণ্য করবেন। সভায় উপস্থিত সদস্যদের জন্য কোম্পানি 'এজিএম'-এর দিন পোলিং পেপার বা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও প্রদান করছে-তবে এই সুবিধা কেবল সেইসব সদস্যের জন্য প্রযোজ্য যারা ইতিপূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি। অবশ্য, যে সকল সদস্য 'এজিএম'-এর আগেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।
যদি কোনো সদস্য উভয় পদ্ধতিতেই (অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং এবং 'এজিএম'-এ পোলিং পেপারের মাধ্যমে) ভোট প্রদান করেন, তবে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটটিই চূড়ান্ত বা কার্যকর বলে গণ্য হবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটটি বাতিল বলে বিবেচিত হবে। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি যাচাই-বাছাই করার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি জনাব আনঃদ খান্ডেলিয়া (FCS: 5841)-কে 'স্ক্রুটিনাইজার' (যাচাইকারী) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এবং সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদান।কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালার (Listing Regulations) ৪২ নম্বর বিধির বিধান অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)-র উদ্দেশ্যে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্টার ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ' জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (ক্বখ্বণ) এবং ' ব্যবহারকারী নির্দেশিকা' (user manual) দেখতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ বা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০-এ কল করতে পারেন কিংবা NSDL-এর সিনিয়র ম্যানেজার Ms. Pallavi Mhatre-কে evoting@nsdl.co.inএ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

বিরাট লিজিং লিমিটেডের পক্ষে
স্বাক্ষর-মনীষা খান্ডেলওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৬

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/lighting/Zone - V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/CM/13/26-27/49
Name of work: **Electrical repairing and renovation work at borough XV Office Building, G.R.U.** Estimated Amount: ₹ **1,98,964.95.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **19.09.2026 (5 p.m.)** The bid forms and other details are available on and from **09.09.2026 (5 p.m.).** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen.

(2) NIT No. : KMC/LTGV/119/26-27/RE (1st Call)
Name of work: **Repairing and renovation of existing street lighting system at Mandal Para Uttaran, Shil Thakur Bari Road Uttaran and others Uttaran areas in Ward No. 119.** Estimated Amount: ₹ **2,46,278.68.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Time of completion : **45 Days.** Last date and time of submission of bid: **21.09.2026 (4 p.m.)** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 (4 p.m.).**

(3) NIT No. : LTG/XIV/23/26-27/131 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of the street lighting system at Babu Para Uttaran and other Uttaran area in Ward No. 131.** Estimated Amount: ₹ **2,38,417.00.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.**

(4) NIT No. : LTG/XIV/22/26-27/130 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of the street lighting system at Dhali Para Uttaran and other Uttaran areas in Ward No. 130.** Estimated Amount: ₹ **2,38,615.00.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.**

(5) NIT No. : LTG/XIV/31/26-27/130 (1st Call)
Name of the work: **Supply of LED Luminaries of the Street Lighting system at Arcedia, Vidya Sagar Park and other areas in Ward No. 130.** Estimated Amount: ₹ **2,94,210.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(6) NIT No. : LTG/XIV/32/26-27/130 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of the street lighting system at Boxi Bagan, B.S.Road and other areas in Ward No. 130.** Estimated Amount: ₹ **2,98,488.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(7) NIT No. : LTG/XIV/33/26-27/131 (1st Call)
Name of the work: **Supply of LED Luminaries of the street lighting system at U.B.Road, Bangasree Pally and other areas in Ward No. 131.** Estimated Amount: ₹ **2,95,201.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(8) NIT No. : LTG/XIV/34/26-27/131 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of the street lighting system at Parnasree Pally, Shanti Pally and other areas in Ward No. 131.** Estimated Amount: ₹ **2,97,521.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.** (for Sl. No. 3 to 8)

(9) NIT No. : LTG/XIV/03/26-27/131-R (1st Call)
Name of the work: **Operation and maintenance work of street lighting installation in Ward No. 131.** Estimated Amount: ₹ **4,96,294.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Time of completion : **365 Days.** Last date and time of submission of bid: **18.09.2026 (1 p.m.).** (for Sl. No. 3 to 9). Bid opening date for technical proposal **18.09.2026 (4 p.m.).** (for Sl. No. 3 to 9). The bid forms and other details are available on **08.09.2026** (for Sl. No. 3 to 9). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 2 to 9).

The **Executive Engineer (Electrical)/lighting, Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/HLT/SY/09/26-27 (1st Call)
Name of work: **Supply and delivery of various electrical items for different health units under borough-XVI, Zone-VI, KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,99,828.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of completion : **20 Days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/38/25-26 (2nd Call)
Name of work: **Electrical maintenance works of KMC five storied Community Hall Abahan at J.L.Sarani in Ward No. 123.** Estimated Amount: ₹ **4,90,673.00.** Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Time of completion : **365 Days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/126/OM/11/25-26 (2nd Call)
Name of work: **Operation and maintenance work of Indoor and outdoor lighting system at Sakher Bazar Super market in Ward No. 126.** Estimated Amount: ₹ **3,64,812.00.** Earnest Money: ₹ **7,300.00.** Period of completion : **365 Days.** Last date and time of submission of bid: **19.09.2026 - 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 3) Date Tender opening for Technical Purpose: **22.09.2026 - 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 3)

(4) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/2/26-27 (1st Call)
Name of work: **Repairing and replacement work of street lighting system at Bidhan Pally, Kolua and other different areas in Ward No. 143.** Estimated Amount: ₹ **2,73,704.00.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of completion : **21 Days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/3/26-27 (1st Call)
Name of work: **Supply of LED fittings for street lighting 22 Bigha Kajir Chak, Kalitala, and different areas in Ward No. 143.** Estimated Amount: ₹ **3,99,574.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **15 Days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/9/26-27 (1st Call)
Name of work: **Repairing and replacement work of street lighting system near Lohar Pool, Kolua, Nabapally and surrounding areas in Ward No. 143.** Estimated Amount: ₹ **2,93,922.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **15 Days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/10/26-27 (1st Call)
Name of work: **Installation of street lighting system at several stretches of roads in 22 Bigha and surrounding areas in Ward No. 143.** Estimated Amount: ₹ **2,36,229.00.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Period of completion : **21 Days.**

(8) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/11/26-27 (1st Call)
Name of work: **Installation of street lighting system by pole and LED fittings at Sonar Bangla area in Ward No. 143.** Estimated Amount: ₹ **4,94,849.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

(9) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/3/26-27 (1st Call)
Name of work: **Supply of electrical items of street lighting system at Barobagan, Purba Barisha, Majhi Para and other different areas in Ward No. 124.** Estimated Amount: ₹ **3,99,414.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **15 Days.**

(10) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/10/26-27 (1st Call)
Name of work: **Installation of street lighting system by Pole and LED fittings at Purbachal Unnayan Samity and surrounding areas in Ward NO. 124.** Estimated Amount: ₹ **2,67,289.00.** Earnest Money: ₹ **5,400.00.** Period of completion : **15 Days.**

(11) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/2/26-27 (1st Call)
Name of work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Kailash Ghosh Road, Sarat Chandra Road and other surrounding areas in Ward No. 123.** Estimated Amount: ₹ **2,52,679.00.** Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of completion : **21 Days.**

(12) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/9/26-27 (1st Call)
Name of work: **Repairing and replacement work of street lighting system near at Motilal Gupta Road 16 Pally Goli and surrounding areas in Ward No. 123.** Estimated Amount: ₹ **1,85,204.00.** Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Period of completion : **15 Days.** Last date and time of submission of bid: **18.09.2026 - 12 Noon.** (for Sl. No. 4 to 12) Date Tender opening for Technical Purpose: **21.09.2026 - 12 Noon.** (for Sl. No. 4 to 12) The bid forms and other details are available on **08.09.2026 (6 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 12) The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 12)

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/VI/046/002/2026-2027/D, Published in this Newspaper on **04.09.2026** (Key No. 445/26-27) of **Engineering(Civil)/Br-VI Department**. (Sl. No.1). Estimated Amount will be read as ₹ **2,97,768.00** instead of ₹ 2,99,510.00. All other terms and conditions of the Said NIT Shall remain unchanged. **(453/26-27)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৭৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ২১ ভাদ্র, ১৪৩৩

রাজনারায়ণ বসু

২০২৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর। ঠিক এই দিনে বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বোড়াল গ্রামে জন্মেছিলেন রাজনারায়ণ বসু ১৮২৬ সালে। প্রাথমিক পড়াশোনা গ্রামে শুরু হলেও তাঁর প্রথাগত তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতা শহরে। প্রথমে এক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায়, কিছুদিন পরে ইংরাজি শিখিবার জন্য বৌবাজারের একটি ছোটো অন্ধকার ঘরে। শম্ভু মাষ্টারের স্কুলে। ভর্তি হন। শম্ভু মাষ্টারের স্কুল থেকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হন তারপর। অবশেষে হিন্দু স্কুলে। ইংরেজি পড়েছেন (বলা ভালো, শিখেছেন) প্রবাদ প্রতিম শিক্ষক আর এল রিচার্ডসন সাহেবের কাছে। তৎকালীন ইংরেজ সরকারের General Committee of Public Instructions - এর সেক্রেটারি Dr. Wise গৃহীত মিলটনের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে স্কলারশিপ পান। এককথায় কৃতবিদ্য ছিলেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে। ইংরেজি ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ দক্ষতার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে সার্টিফিকেট পেয়েছেন ইংরাজি খাঁ বলে। মহর্ষির প্রেরণার একের পর এক অনুবাদ করেন কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারিচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, গিরিশচন্দ্র দেব, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। পরবর্তীকালে ইংরেজি তথা ইউরোপীয় ভাষা, সাহিত্য ও তার নিরপেক্ষ মূল্যায়নের জন্য তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের গুণে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বড় আপন হয়ে উঠেছিলেন তিনি।তিনিই মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধ কাব্য’র প্রথম সার্থক সমালোচক। উল্লেখ্য, হিন্দু স্কুল ও কলেজের ফার্স্ট বয় সে সময়ের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যান নি। অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একই সঙ্গে একথাও স্বীকার করেছেন, আমার প্রকৃত ধর্ম জীবন ইং ১৮৬০ সাল হইতে মদ্যপান পরিত্যাগের সহিত আরম্ভ হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবাদর্শে দীক্ষিত হন অচিরেই। মহর্ষির সঙ্গে আলাপের পর পরই আদি ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম হন এবং আমৃত্যু ব্রাহ্মই ছিলেন। জীবৎ কালেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবর্তী ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম আচার্য রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ভগবদ্ ভক্তি ও সত্যনিষ্ঠায় তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের Beacon Light. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তিনি ছিলেন ভগবদ্ ভক্ত চিরবালক। শেষ জীবন কাটিয়েছেন দেওঘরের পবিত্র পরিমণ্ডলে। দেবপ্রীতি এবং দেবদুর্লভ জীবনের জন্য দেওঘরে পূজিত হন দোসরা বৈদ্যনাথ রূপে। তাই সহজেই অনুমেয়, কেন তিনি ঋষি রাজনারায়ণ রূপে বন্দিত ও পূজিত। সেদিনের হিন্দু স্কুলের এই ছেলেটি ভোলেননি তাঁর দেশের সৃষ্টি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে। ছিলেন তাঁর মাতৃভাষা বাংলা’র একনিষ্ঠ সেবক। জেনে অবাক হতে হয়, তিনি হেয়ার সাহেবের স্মারক বক্তৃতা দিতে রাজি হন তাঁর মাতৃভাষায়। একথা অনুমান না করেই বলা যায় তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র ড. শ্যামাপ্রসাদ।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ

সুরেন্দ্রনাথ বসু ও অমোদিনী দেবীর সাত সন্তানের একমাত্র পুত্র ‘বোদের’ দুষ্টুমি বন্ধ করার জন্য বাবা গুদাম ঘরের সিমেন্টের মেঝেতে অঙ্ক দিয়ে যেতেন,বালক মহানন্দে দুষ্টুমি ভুলে সেই অঙ্ক করত। ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছোট্ট শিশুকে তাঁর মা বলতেন একি! বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেললি! শিশু অকপটে বলত ‘পড়া তো হয়ে গেছে বুঝে গেছি তো’। অঙ্কের পরীক্ষায় একশোতে একশো দশ পাওয়া ছোট্ট সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র জীবনেরই ঘটনা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইতিহাস-ভূগোলে খুব ভাল নম্বর পেয়েছিলেন বলে তাঁর বাবা ছেলেকে আর্টস পড়তে বলেছিলেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই তিনি যদি আর্টস পড়তেন তাহলে আমরা কিন্তু বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে পেতাম না। ছাত্রদের বেশি নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক পার্সিভাল সাহেবের সুনাম বিশেষ একটা ছিল না। তিনি কাউকে ষাটের বেশি নম্বরই দিতেন না সেখানে সত্যেন্দ্রনাথকে ইংরেজিতে ৭০দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর ছাত্রের অসাধারণ মেধার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় আইনস্টাইনের কাছে গবেষণাপত্র পাঠিয়ে সত্যেন বসু স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু গবেষণাপত্র থাকলেও ডক্টরেট ডিগ্রি নেই। অধ্যাপক পদ লাভের জন্য বড় বাধা। শংসাপত্র দিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন বসু রিডার থেকে অধ্যাপক হয়েছিলেন। পশুপতি ভট্টাচার্য ছিলেন বাগবাজারের খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং সাহিত্যিক। তাঁর ভাই গিরিজপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সহপাঠী। দাদার মত ভাই সাহিত্য চর্চা করতেন,ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান গবেষক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কসে ‘নিমলিন’ ‘ডালি’, ‘বাংলা গোলা’,নামে কয়েকটি জনপ্রিয় সাবান তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে সাবান তৈরি করে দিয়েছিলেন কবি তাঁর নাম দিয়েছিলেন ‘তরলিকা। গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের লেখায় পাওয়া যায় সত্যেন বসুর বন্ধু প্রীতির কথা। একবার তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলে তাঁর ব্যবহারে ও মর্মস্পর্শিতায় কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না। তিনি ছিলেন সুরসিক,সুলেখক,মরমী ও মানবদরদী। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে অথবা নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনে কলকাতার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত চলে যেতেন হেঁটে। তখন বালিগঞ্জে ট্রাম চলত না,বাস চালু হয় নি। একজন বন্ধুকে সঙ্গে এনে অপর বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

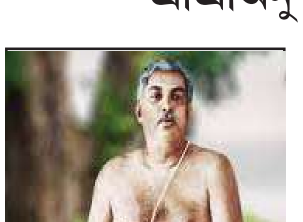

ঠাকুর বলতেন, আদর্শই দেশকে পারে বাঁচাতে। নাহলে গোটা দেশটা একেবারে ধ্বংসে পথ ধরে এগিয়ে চলতে থাকবে। ঠাকুর চেয়েছিলেন, দেশের তরুণরা আত্মনির্ভরতার ওপরে ভরসা করে এগিয়ে যাক। এটা একটি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা মানুষের মধ্যে গড়ে উঠুক। আত্মনির্ভরতা দিকে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আত্মনির্ভরতা করতে মনে শক্তির সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তি সম্পদ কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের শক্তি সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারলেই দেশের শ্রীশক্তি সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি।

ভারত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

বাংলাদেশ-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উচ্চতায় নিতে যৌথ উদ্যোগের তাগিদ। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাতে দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। নজরুল বর্ষ উদযাপন,শিল্পী ওগবেষক বিনিময়, ধ্রুপদি সংগীত,

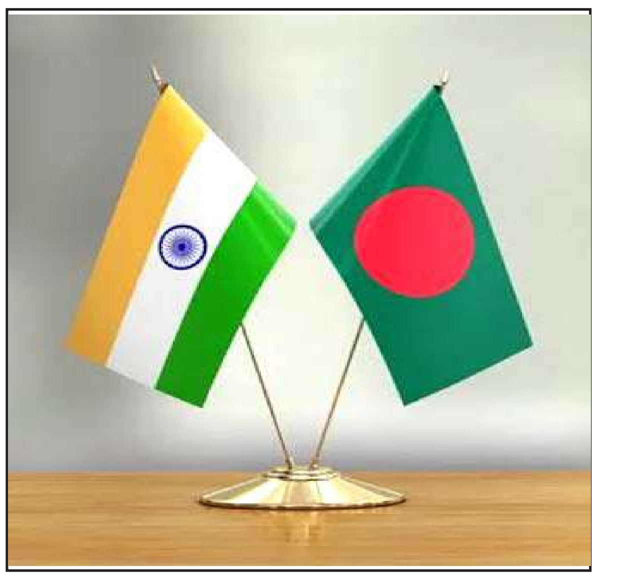

লোকসংস্কৃতি, তরুণ প্রতিভা বিকাশ এবং সামুদ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে যৌথ উদ্যোগের বিষয়ও উঠে আসে বৈঠকে।

গত রবিবার সকালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর দপ্তরে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম ওসচিব মিজ ইয়াসমিন বেগম উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, ভারতীয় হাইকমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার এবং ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারের পরিচালকও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশও ভারতের সম্পর্ক কেবল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নয়,এটি আত্মার সম্পর্ক। দুই দেশের মানুষের ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, লোকঐতিহ্যও মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে থাকা গভীর সেতুবন্ধনই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি।

তিনি আরও বলেন,জাতির প্রকৃত পরিচয় তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষকে বিভক্ত নয়, বরং ঐক্যবদ্ধ করে। উপমহাদেশের কিংবদন্তি শিল্পী মোহাম্মদ রফি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অলকা ইয়াগনিকও পণ্ডিত রবিশঙ্করের শিল্পকর্ম দুই দেশের কোটি মানুষের হৃদয়ে সমানভাবে অনুরণিত হয়েছে। তাদের সৃষ্টিশীল অবদান প্রমাণ করে,শিল্পও সংস্কৃতি সীমান্তের গণ্ডি অতিক্রম করে মানুষের হৃদয়ের ভাষায় কথা বলে।

চলমান নজরুল বর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশে আয়োজিত জাতীয়ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভারতের খ্যাতিমান নজরুল গবেষক,শিল্পীও সংস্কৃতিবিদদের অংশ গ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানান নিতাই রায় চৌধুরী।একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, লালন শাহওবাংলা লোকসংগীতকে দুই দেশের অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী আরও বলেন,বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় উগ্রবাদ, অসহিষ্ণুতাও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জাগরণ কার্যকর প্রতিরোধ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। সাহিত্য, সংগীত, নাটকও লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধও সম্প্রীতির চর্চা জোরদারে বাংলাদেশও ভারতের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

সাক্ষাতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম দুই দেশের মধ্যে একটি ধ্রুপদি সংগীত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারত থেকে দুজন ধ্রুপদি সংগীতশিল্পীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বাংলাদেশে কর্মশালা আয়োজনের প্রস্তাবও দেন তিনি। পাশাপাশি বাংলাদেশ-ভারত সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি নবায়নের মাধ্যমে নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানান।

ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, বাংলাদেশও ভারতের সম্পর্ক আত্মার সম্পর্ক। খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্যও সংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে আমাদের গভীর অভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংগীতওসমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দেশ হিসেবে উল্লেখ করে দীনেশ ত্রিবেদী কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়ায় আরও ব্যাপক পরিসরে আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ওই আয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন তিনি।

পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নিয়মিত যৌথ অনুষ্ঠান আয়োজনের ওপর গুরুত্ব দেন হাইকমিশনার। দুই দেশের তরুণ প্রতিভাবানদের জন্য যৌথ প্রশিক্ষণ, আবাসিক কর্মসূচিও সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম চালু করা গেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও সুদৃঢ় হবে বলেও তিনি মত দেন।

বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে সামুদ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে বাংলাদেশও ভারতের যৌথ গবেষণাও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন দীনেশ ত্রিবেদী।

বৈঠকের শেষে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ওঅভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও জোরদারওনতুন উচ্চতায় উন্নীত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন উভয় পক্ষ।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ঃ কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। সেই কারণে বাংলাদেশ সরকার কবি নজরুল চর্চাকর ওপরে বেশি করে জোর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ভারত বাংলাদেশ যৌথভাবে নজরুল চর্চার ওপরে জোর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কাজী নজরুলের রক্তে মিশে রয়েছে বিদ্রোহ। সেখান থেকে তিনি কোনও দিন সরে আসতে পারেননি। তিনি যখন পত্রিকার সম্পাদনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর লেখনি শক্তি ইংরেজে সরকারের ভিতকে একেবারে কাঁপিয়ে দিতে শুরু করে। নজরুল কোনও সময়ে কারোর সঙ্গে আপোষ করে থাকেননি। তিনি সব সময়ে নিজের প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর বন্ধু মুজফফর আহমেদও নজরুলকে কব্জা করতে পারেননি। নজরুলকে বহুবার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মন্ত্রে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নজরুল সব সময়ে ভারতীয় সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন নিজেদের দেশের চিন্তার ওপরে ভিত্তি করে। তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রভাব পড়েছে। তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গ্রহণ না করলেও সাম্যবাদকে গ্রহণ করেছেন স্বদেশি চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে। সেখানে কোনও বিদেশি চিন্তা প্রভাব ফেলতে পারেনি তাঁর মনে। মুজফফর আহমেদের মতো একজন আন্তর্জাতিক মানের কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গ লাভ করলেও নজরুল তাঁর নিজের প্রদর্শিত পথ ধরেই সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন। নজরুল যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাকে পালন করার সিদ্ধান্ত নিতেন। দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তিভাবটা এসেছিল তিনি যখন সেনা বাহিনীতে যোগ দেন। দেশ মাতৃতার প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে একজন পরাধীন দেশের নাগরিক কতখানি লাঞ্ছিত হয়। সেনা বাহিনীতে প্রবেশ করে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে বিদেশি শক্তি ইংরেজ সরকারকে ভারত থেকে বিতারিত না করাতে পারলে স্বাধীনতা নাগরিক হিসাবে মর্যাদা লাভ করতে পাবেন না। তিনি আবার পাশাপাশি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ইংরেজ শক্তি গোটা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি। এই শক্তিকে পরাস্ত করা খুবই অসম্ভব। তারা একমাত্র ভয় পায় কলমকে। কলম দিয়েই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করার একটি মাত্র হাতিয়ার হচ্ছে কলম। কলমই গণজাগরণ ঘটাতে পারে। গণ বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম।

কলকাতায় নজরুল এসেছিলেন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে। তাঁর বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। গ্রামে সুযোগ পাচ্ছিলেন না। সেই কারণে নজরুল কলকাতায় আসা। সাহিত্যে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তিনি মিশতে চান। জীবন সংগ্রামের মধ্যে থেকেই তিনি আজীবন সাহিত্য চর্চা করে গিয়েছেন। কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি এবং তাঁর বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় দুইজনে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ইংরেজ সেনা বাহিনীতে যোগদান করবেন। যা সিদ্ধান্ত তাকে স্বার্থক রূপ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন দুই বন্ধু মিলে। নজরুলের সেনা বাহিনীতে সেনার কাজ পেলেন। কিন্তু শৈলজানন্দ কাজ পেলেন না। তিনি সেনা বাহিনীর উপযুক্ত নন এই যুক্তিতে সেনা অফিসার তাঁকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে জানতে পারা গিয়েছিল, তাঁর মাতামহ ম্যাজিস্ট্রিট রায়বাহাদুর এর কারসাজিতে শৈলজাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নজরুল সেনা বাহিনীতে যোগদান করেন। নজরুল। কিন্তু তিনি তো সাহিত্য

কলকাতায় মাদার টেরেসা

রমেন সাহা

অন্ধকার জীবনে এক আলোক বর্তিকা ঃ মাদার টেরেসা জন্ম গ্রহণ করেন ২৬ আগস্ট , ১৯১০ সালে। ১৯৫০ সালে কলকাতায় তিনি মিশনারিজ অফ চ্যারিটি নামে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তিনি দরিদ্র, অসুস্থ, অনাথ ও মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের সেবা করেছেন। সেই সঙ্গে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বিকাশ ও উন্নয়নেও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রথমে ভারতে ও পরে সমগ্র বিশ্বে তাঁর এই মিশনারি কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৯ সালের ১৭ অক্টোবর তিনি তাঁর সেবাকার্যের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার ও ১৯৮০ সালে ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন লাভ করেন। মাদার টেরিজার মৃত্যুর সময় বিশ্বের ১২৩টি রাষ্ট্রে এইচআইভি/ এইডস, কুষ্ঠ ও যক্ষার চিকিৎসা কেন্দ্র, ভোজনশালা, শিশু ও পরিবার পরামর্শ কেন্দ্র, অনাথ আশ্রম ও বিদ্যালয়সহ মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ৬১০টি কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল।

১৯৩০ সালে কলকাতার সেন্ট মেরি ক্যাথলিক গার্লস স্কুলে পড়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাদার টেরেসা ।১৯৪৬ সালে ট্রেনে করে দার্জিলিং যাওয়ার দীর্ঘ পথে গভীর এক চেতনা জেগে ওঠে তাঁর মনে, যেন ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান তিনি। দরিদ্র থেকেও দরিদ্র মানুষদের সেবা করাই হল তাঁর মিশন। ১৯৪৮ সালে পোপের অনুমোদন নিয়ে কনভেন্ট ত্যাগ করে ‘অর্ডার অফ সিস্টার্স’ গড়ে তোলেন তিনি। নীল পাড়ের সাধারণ সুতির সাদা শাড়ি হয় এই সব সিস্টারের পোশাক। ১৯৫০ সালে আত্মপ্রকাশ করে ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটি’ সংস্থা, স্বীকৃতি পায় ভ্যাটিকানের। কলকাতার রাস্তাঘাটে অনেক দরিদ্রকে মারা যেতে দেখেছেন টেরেসা। অজ্ঞান এক মহিলাকে দেখে আঁতকে ওঠেন তিনি, যার দেহের অর্ধেকটা ইঁদুর ও পিঁপড়ায় খেতে শুরু করেছে। সিস্টার টেরেসা স্থির করলেন কাউকে আর একা মরতে দেয়া হবে না। তিনি মরণাপন্ন মানুষদের জন্য একটি আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন এবং নগর কর্তৃপক্ষের সহায়তায় হিন্দু মন্দিরের পাশে পরিত্যক্ত এক বাড়িকে ‘হোম ফর দ্য ডাইং’এ পরিণত করেন। পরে যেটির নাম দেয়া হয় ‘নির্মল হৃদয়’। এই কেন্দ্রের আশ্রয়ে কিছুটা শান্তি ও সম্মান পেতেন মৃত্যু পথযাত্রী মানুষরা। পেতেন চিকিৎসা ও পেটভরে খাবার। আজ পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার মানুষ তাদের শেষ আশ্রয় পেয়েছেন এই কেন্দ্রে। এই প্রসঙ্গে মাদার টেরেসা বলেছেন, ‘‘মৃত্যু হল মানুষের জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি। কোনো মানুষ যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে শান্তি নিয়ে মরতে পারে, তা হলে তার পক্ষে জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোও সহজ হয়।’’

দরিদ্রদের সাহায্য করার কাজটা প্রথম দিকে খুব সহজ ছিল না মাদার টেরেসার পক্ষে। অর্থের জন্য ধনী ব্যক্তিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে তাঁকে। হতাশাও পেয়ে বসেছে কখনও কখনও। তবে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি অচিরেই দেশ বিদেশের দাতা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়িয়ে দেন অনেকে সাহায্যের হাত। মাদার টেরেসা নিজেকে কখনও সমাজ কর্মী হিসাবে দেখেননি। তাঁর মতে ধর্মের বিশেষ করে ঈশ্বরের নির্দেশে তিনি দরিদ্রদের সেবায় ব্রতী হয়েছেন। ‘‘কাজটা তাঁর জন্য যেন উপাসনা’’।

অচিরেই মিশনারিজ অফ চ্যারিটির শাখা প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার নানা দেশেও। বিভিন্ন স্থানে খোলা হয় আশ্রয় ও দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র, এতিমখানা ইত্যাদি। মাদার এগিয়ে আসেন কুষ্ঠ রোগীদের সেবায়। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের যে কোনো অঞ্চলের অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন মানবদরদী এই নারী। ছুটে গিয়েছেন ইথিওপিয়ার ক্ষুধার্থ মানুষদের কাছে, উদ্ধার করেছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা থেকে আহত বাচ্চাদের। মাদার টেরেসার মতে, ‘‘পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই কোন না কোন ভাবে কষ্ট পায়। এই কষ্টকে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত করতে হবে। বিশেষ করে আজ যেখানে পাপে ভরে গেছে চারিদিক।’’

মিশনারিজ অফ চ্যারিটির আওতায় এখন বিশ্বব্যাপী ৪০০০ নান কাজ করছেন। ১৩০টি দেশে ৬০০’রও বেশি সাহায্য কেন্দ্র চালাচ্ছে তাদের কর্মকান্ড। জীবনে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন মহীয়সী এই নারী। পুরস্কার ও সম্মননা নোবেল শান্তি পুরস্কার (১৯৭৯), ভারতরত্ন (১৯৮০), প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম (১৯৮৫) এবং বাল জান পুরস্কার (১৯৭৮)।

মাদার টেরেসার জন্ম ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট, আজকের ম্যাসেডোনিয়ার রাজধানী স্কপিয়োতে। আসল নাম আগ্নেস গঞ্জে বয়াজু। বাবা ছিলেন আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত এক ব্যবসায়ী। সচ্ছল এক পরিবারে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন তিনি। মাত্র ১৭ বছর বয়সে স্বদেশ ত্যাগ করে আয়ারল্যান্ডের সিস্টার্স অফ লোরেটো সংস্থায় মিশনারি হিসাবে যোগ দেন তিনি। ১৯২৮ সালে প্রথমবারের মত ভারতে যান মাদার টেরেসা এবং দার্জিলিংএর লোরেটো কনভেন্টে সন্নাসী হওয়ার দীক্ষা নিতে শুরু করেন।

মশলা বিরিয়ানি ও মিষ্টির ভেজাল বৃদ্ধি

ড. পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

মশলা, বিরিয়ানি ও মিষ্টির ভেজাল স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জনবিশ্বাস ও নৈতিকতার সংকট। রঙ, ঘ্রাণ ও স্বাদের প্রলোভন দেখিয়ে ভোক্তাদের প্রতারিত করার

পুরোনো কৌশল এখন পরিবর্তিত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। মশলা, বিরিয়ানি এবং মিষ্টি;বাঙালি সংস্কৃতির এই প্রিয় খাদ্যসামগ্রীগুলো বর্তমানে ভেজালের নীরব সংকটে নিমজ্জিত। অসাধু ব্যবসায়ীরা স্বল্প ব্যয়ে অধিক মুনাফার উদ্দেশ্যে খাদ্যের মান ও রঙের সাথে আপস করছেন, যার ফলে কেবল খাদ্যের স্বাদই নষ্ট হচ্ছে না, বরং জনস্বাস্থ্য, বাজার ও দেশের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ভেজালের পদ্ধতিসমূহ ঃ ভেজালের ধরন অত্যন্ত বিচিত্র। গুঁড়ো মশলা, প্রস্তুতকৃত বিরিয়ানি এবং দুগ্ধজাত মিষ্টিতে ভেজাল শনাক্ত করা কঠিন হওয়ায় এই ক্ষেত্র গুলোতে প্রতারণার প্রবণতা সর্বাধিক।

লাল মরিচের গুঁড়োর সাথে ইটের গুঁড়ো বা কৃত্রিম রং, হলুদে ক্ষতিকারক রঞ্জক, ধানিয়ায় ধুলোবালি, গোলমরিচে পেঁপের বীজ এবং জিরায় বুনো ঘাসের বীজ মিশ্রিত করা হচ্ছে। মৌরিও একটি উল্লেখযোগ্য মশলা যেখানে প্রায়শই ভেজাল পাওয়া যায়। পুরনো বা বিবর্ণ মৌরিকে সতেজ ও উজ্জ্বল দেখাতে এতে কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ওজন ও পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ধুলোবালি, ছোট পাথর, শুকনো ডাঁটা ও উদ্ভিজ্জ বর্জ্য মেশানো হচ্ছে। এমনকি পচনশীল বা পোকা ধরা বীজও উন্নত মানের মৌরির সাথে মিশ্রিত করা হয়। স্টার্চ, চক, কাঠের গুঁড়ো, বালি বা পেঁপের বীজ ব্যবহার করে সস্তা উপাদানকে দামী হিসেবে প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মিষ্টির ক্ষেত্রে ভেজাল দুধ বা অস্বাস্থ্যকর খোয়ার ব্যবহার প্রকট। মিষ্টির উজ্জ্বল রং নিশ্চিত করতে ফুড গ্রেড কালারের পরিবর্তে টেক্সটাইল ও লেদার শিল্পে ব্যবহৃত নিষিদ্ধ রাসায়নিক রং (যেমন; মেটানিল ইয়োলো বা কঙ্গো রেড) ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজু বরফি বা অন্যান্য দামী মিষ্টির ওপরে ব্যবহৃত রূপালি আবরণ বা তবকে আসল রুপোর পরিবর্তে বিষাক্ত ভারী ধাতুর মিশ্রণ ব্যবহার করা হচ্ছে। মিষ্টি দইয়ে ফলের স্বাদ আনতে প্রাকৃতিক ফলের পরিবর্তে কৃত্রিম এসেন্স ও ক্ষতিকারক রঞ্জক ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া দই ঘন করার জন্য স্টার্চ (শ্বেতসার), অ্যারারুট বা চর্বিযুক্ত উপাদান মিশ্রিত করা হচ্ছে।

বিরিয়ানিতে নিম্নমানের মাংস ও কৃত্রিম মশলার ব্যবহার ঃ বিরিয়ানির ক্ষেত্রে ভেজালের চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তুতকৃত বিরিয়ানিতে পচন ধরা বা নিম্নমানের মাংস ব্যবহার করা হচ্ছে। সতেজ মাংসের পরিবর্তে এই ধরনের মাংস ব্যবহারের ফলে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ, ফুড পয়জনিং এবং পেটের অসুখ হওয়ার মারাত্মক ঝুঁকি থাকে। মাংসের ত্রুটি ঢাকতে এতে প্রচুর পরিমাণে সস্তা কৃত্রিম রঙিন মশলা মেশানো হয়। খাঁটি মশলার পরিবর্তে ইটের গুঁড়ো, কাঠের গুঁড়ো ও কৃত্রিম রঙের মিশ্রণ ব্যবহার করা হচ্ছে, যা কেবল উজ্জ্বল রং দেয় কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া ঘি-এর পরিবর্তে সস্তা ডালডা বা পাম অয়েল এবং নিম্নমানের ভাঙা চাল ব্যবহার করা হচ্ছে, যা বিরিয়ানিকে একটি নীরব স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পরিণত করেছে।

তেলে বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতিঃ ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, রান্নার তেলে, বিশেষ করে সরিষার তেলে এমন কিছু বিষাক্ত উপাদান মেশানো হচ্ছে যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক। সরিষার তেলের সাথে TBOEP’ নামক একটি বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রিত করা হচ্ছে। এছাড়া সরিষার তেলের সাথে সয়াবিন, পাম বা রাইস অয়েল মেশানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তেলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার একটি ঘরোয়া পদ্ধতি হল এক চামচ সরিষার তেলের সাথে চার চামচ জল মিশিয়ে কাঁচের পাত্রে ঝাঁকিয়ে নিন। এরপর এতে দুই-তিন ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করুন। যদি তেলের রং অপরিবর্তিত থাকে তবে তা খাঁটি, আর রং পরিবর্তিত হলে তা ভেজাল।

উৎসবের মরসুমে চাহিদার সুযোগে ভেজালের প্রসার ঃ উৎসবের মরসুমে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সরবরাহ ব্যবস্থায় যে ফাঁকফোকর তৈরি হয়, অসাধু ব্যবসায়ীরা তার সুযোগ গ্রহণ করে। এর ফলে সাধারণ ভোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং সৎ উৎপাদনকারী সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এটি কেবল আর্থিক ক্ষতিই নয়, বরং জনস্বাস্থ্যের জন্যও বড় হুমকি।

ভেজাল রোধে ঐতিহাসিক ও বর্তমান পদক্ষেপ ঃ ভারতে খাদ্যে ভেজাল রোধের প্রচেষ্টা দীর্ঘ দিনের। ব্রিটিশ আমল থেকেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল, যা পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালের ‘Prevention of Food Adulteration Act’-এর মাধ্যমে একটি আইনি ভিত্তি পায়। বর্তমানে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা FSSAI-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সমাধানকল্প ঃ সচেতন ভোক্তা, কঠোর নজরদারি এবং নিয়মিত পরীক্ষা ব্যতীত এই চক্র মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। খাদ্যের স্বাদ ও পুষ্টির পাশাপাশি এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। মশলা রান্নায় স্বাদ দিলেও তাতে ভেজাল থাকলে তা জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এই সংকট নিরসনে প্রশাসন, ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের সম্মিলিত দায়িত্বশীলতা।

সংযোজন ঃ রাস্তার খাবার দেখে খেতে হবে। নাহলে কিন্তু শরীর খারাপ হতে পারে। এমনকী জীবন সংক্ট হয়ে যেতে পারে। বহু লোকেরা খাদ্য যাচাই না করে খেতে শুরু করে দেয়। কিন্তু খাদ্য খেতে হবে গরম গরম। তবে তার মধ্যে যাতে ভেজাল না থাকে তা দেখতে হবে। তার জন্য বিশ্বাসী দোকান থেকে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। নাহলে কিন্তু শরীরটা সুস্থ থাকবে না। শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে সহজ পচ্য বা সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। নাহলে কিন্তু শরীর বিশেষ করে পেটের রোগ দেখা দিতে পারে। এমনকী পেটে গ্যাস দেখা দিলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করাটা খুবই কঠিন হবে। রাস্তার খাবার এড়ান।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রবাদ পুরুষ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

শঙ্করলাল কর্মকার

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রবাদ প্রতিম প্রাণপুরুষ, সুরসম্রাট উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ পরলোকগমন করেন ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২) সালে।

সঙ্গীতের প্রতি ছোট্ট আলাউদ্দিনের ভালোবাসা ছিল গভীর। সুরের টানে স্কুল ফাঁকি দিয়ে চলে যেতেন শিবমন্দিরে। তন্ময় হয়ে শুনতেন সেতারের সুর। অথবা চলে যেতেন গ্রামের পার্শ্ববর্তী ফকিরদের আস্তানায়। সেখানে হামদ, নাত, মুর্শিদি, মারফতিসহ বিভিন্ন গান-বাজনার জলসা বসতো। চুপচাপ জলসার এক কোণে গিয়ে বসে পড়তেন তিনি। কিন্তু একদিন ধরা পড়ে যান এবং তাকে শাস্তি দেয়া হয়। সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেন সুরের সাধনায় বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়ার। একদিন সুযোগও এসে যায়। এ সময় তার বয়স আট কী নয়। রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়েন তিনি অজানার উদ্দেশ্যে। এভাবে জারি, সারি, বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন ও পাঁচালীসহ প্রভৃতি গানের সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেন। বাংলার জনপদে ঘুরে ঘুরে তিনি খুঁজে পান লোক সুরের ভান্ডার। সঙ্গীতে অতুলনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাকে ‘খাঁ সাহেব’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৫ সালে বিশ্বখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের সঙ্গে বিশ্ব ভ্রমণে বের হন তিনি। এ সময় তিনি ইংল্যান্ডের রানী কর্তৃক সুরসম্রাট খেতাবপ্রাপ্ত হন। ভারত সরকার ১৯৫২ সালে প্রদান করেন সঙ্গীত একাডেমী পুরস্কার। ১৯৫৮ সালে তিনি ‘পদ্মভূষণ’ এবং ১৯৭১ সালে ‘পদ্ম বিভূষণ’ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৬১ সালে বিশ্ব ভারতীয় ‘দেশিকোত্তম’ উপাধি লাভ করেন। দিল্লী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত হন ডক্টর অব ল’ ডিগ্রি। ১৯৫২ সালে শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘দিনেন্দ্র অধ্যাপক’ হিসেবে কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছিলেন। বাবা আলাউদ্দিন খান নামেও তিনি পরাচিত ছিলেন। সেতার ও সানাই এবং রাগ সঙ্গীতে বিখ্যাত ঘরানার গুরু হিসাবে সারা বিশ্বে তিনি প্রখ্যাত। মূলত সরোদই তাঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বাহন হলেও সাক্সোফোন, বেহালা, ট্রাম্পেট সহ আরো অনেক বাদ্যযন্ত্রে তাঁর যোগ্যতা ছিল অপরিসীম। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দুনিয়ায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রবাদ পুরুষ।

উস্তাদজীর জন্ম ত্রিপুরার কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপজেলার শিবপুর গ্রামে, যা এখন বাংলাদেশের অন্তর্গত।

মাওবাদী দমনের ঘাঁটিতে এ বার 'সেবা কেন্দ্র', পড়ুয়াদের জন্য চালু দিশা কোচিং

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৭ সেপ্টেম্বরঃ একসময় মাওবাদী দমনের নিরাপত্তা অভিযানের অন্যতম ঘাঁটি ছিল যে শিবির, এ বার সেখানেই শুরু হল সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবা। ঝাড়গ্রামের পুরনো তারাফেনি সিআরপিএফ ক্যাম্পে সোমবার উদ্বোধন হল 'তারাফেনি সেবা কেন্দ্র'। একই সঙ্গে সেখান থেকেই চালু হল 'দিশা কোচিং সেন্টার'। উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সল রাজা, বেলপাহাড়ির এসডিপিও, বেলপাহাড়ি থানার আইসি-সহ পুলিশ আধিকারিকেরা। উপস্থিত ছিল প্রায় ৪০ জন পড়ুয়া। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় সহায়তা করা এবং উচ্চশিক্ষা ও ভবিষ্যতের ভাল সুযোগের পথ তৈরি করাই এই কোচিং সেন্টারের অন্যতম লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পরিকল্পনা অনুযায়ী, পরিত্যক্ত বা বর্তমানে ব্যবহার হয় না এমন নিরাপত্তা শিবিরগুলিকে ধীরে ধীরে 'সেবা কেন্দ্র'-এ পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ছত্তীসগড়েও এই ধরনের উদ্যোগের আদলে ঝাড়গ্রামে তারাফেনিতেও শুরু হল এই কর্মসূচি। আগামী দিনে এই কেন্দ্র থেকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আইসিডিএস, ব্যাঙ্কিং, আধার-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থাৎ একসময় যে শিবিরের পরিচয় ছিল নিরাপত্তা ও সশস্ত্র অভিযানের সঙ্গে, সেখানেই এ বার শিক্ষা, পরিষেবা ও জনকল্যাণের নতুন অধ্যায়।

Office of The Executive Officer

Bishnupur-I Panchayet Samiti

Bhasa, South 24 Parganas, West Bengal

NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tender are hereby invited by the undersigned for 15th CFC fund within Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below:
N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-03/2026-27, Date: 07/09/2026. **i)** Bid submission start date: **07.09.2026 at 18:00 Hrs**. **ii)** Bid submission closing date: **15.09.2026 at 15:00 Hrs**. iii) Bid opening date for Technical (Online): **18.09.2026 at 10:30 Hrs**.
N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-04/2026-27, Date: 07/09/2026. **i)** Bid submission start date: **07.09.2026 at 18:00 Hrs**. **ii)** Bid submission closing date: **22.09.2026 at 10:00 Hrs**. iii) Bid opening date for Technical (Online): **24.09.2026 at 10:30 Hrs**. For further details please visit the website **http://tenders.wb.gov.in**

Sd/- (Baidyanath Hembram)
Executive Officer
Bishnupur-I Panchayat Samity
South 24 Parganas

OFFICE OF THE BLOCK PROGRAMME OFFICER & BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
JOYPUR DEVELOPMENT BLOCK
P.O: GarhJoypur, Joypur, Purulia

E- QUOTATION NO. WB/PUR/JDB/PO/VB-G RAM G/NIQ-2(e)/2026-27

E-QUOTATION of material supply for 07 nos. Gram Panchayat under VB-G RAM G are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents upto **2.00 PM of 16/09/2026.** For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website h**ttps://tenders.wb.gov.in** before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- **Programme Officer & Block Development Officer, Joypur Development Block**

Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

Notice inviting e-Tender (in brief)

Following e-tender notice is hereby invited on behalf of Cooch Behar Zilla Parishad for various construction works is hereby invited on behalf of Cooch Behar Zilla Parishad Vide, **NIT No. WBZP/44/DE-ET/COB/2025-26(Sl.No.10 & 11)** for which on-line submission of Technical & Financial Bid is **21.09.2026 upto 17 hrs.** and For **NIT WBZP/14/DE-ET/COB/2025-26(5th Call)** for which the last date of on-line submission of Technical & Financial Bid is **14.09.2026 up to 17:00 hrs.** For all details the website **https://tenders.wb.gov.in** may be accessed may be accessed.

Sd/- **Addl. Executive officer**
Cooch Behar Zilla Parisahd, Cooch Behar

Memo No.: 122/ICA/AD/COB, **Dated: 07.09.2026**

সিনটিল্লা কমার্শিয়ান অ্যান্ড ক্রেডিট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিসঃ মার্কেন্টাইল বিল্ডিং, ব্লক-ই, ৩য় তল, ৯/১২, লালবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিসঃ জাজোদিয়া টাওয়ার, ৫ম তল, রুম নং. ডি-৮, ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ইমেলঃ info@scintilla.co.in **ওয়েবসাইটঃ** www.scintilla.co.in
সিআইএন নং.ঃ এল৬৫১৯১ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮২৭৬

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স সিন্টিল্লা কমার্শিয়াল অ্যান্ড ক্রেডিট লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার দুপুর ২:০০টায় (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) বিবিডি বাগ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, কমার্স হাউস, ২এ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৪র্থ তল, কক্ষ নং ১, কলকাতা-৭০০০১৩-তে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় এজিএম আহ্বান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে ('বিজ্ঞপ্তি') উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০১ ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস)-এর ৩৬ নম্বর প্রবিধান এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (যার মধ্যে বর্তমানে বলব আইনি সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত)-এর বিধান অনুযায়ী, ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যেসব সদস্যের ই-মেইল আইডি কোম্পানির ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')-অর্থাৎ মেসার্স নিচি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ই-মেইলে এবং যাদের ই-মেইল আইডি ২১শে আগস্ট, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট বা আরটিএ-এর কাছে নিবন্ধিত ছিল না, তাদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত পদ্ধতিতে ডাকযোগে (ফিজিক্যাল কপি) এই নথিপত্র পাঠানো হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর প্রক্রিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লিখিত নথিপত্রগুলো কোম্পানির ওয়েবসাইট infoscintilla.co.in, বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com, সিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল')-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর বিধানাবলি তালিকাভুক্তি বিধিমালা-এর প্রবিধান ৪৪ এবং সাধারণ সভা বিষয়ক সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড তৎসহ বর্তমানে বলব বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন-এর আলোকে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর রিমোট ই-ভোটিং (সশরীরে উপস্থিত না হয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান)-এর সুবিধা প্রদান করছে। এই রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২০২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার সকাল ৯:০০টায় শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার বিকেল ৫:০০টায় শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে আর কোনো রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুযোগ থাকবে না। এই সময়সীমার মধ্যে, কাট-অফ ডেট বা রেকর্ড ডেট অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ কোম্পানির শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।
যে কোনো ব্যক্তি যিনি নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট প্রদানের অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড চেয়ে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কোনো ব্যক্তি যদি কাট-অফ তারিখের মধ্যে কোম্পানির সদস্যপদ হারিয়ে ফেলেন কিন্তু এই নোটিশটি পেয়ে থাকেন, তবে তিনি এটিকে শুধুমাত্র তথ্যের জন্য গণ্য করবেন। সভায় উপস্থিত সদস্যদের জন্য কোম্পানি এজিএম-এ পোলিং পেপার বা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করছে-তবে শর্ত থাকে যে, তাঁরা যেন এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট না দিয়ে থাকেন। অবশ্য, যে সদস্যরা এজিএম-এর আগেই রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারলেও পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। যদি কোনো সদস্য উভয় পদ্ধতিতেই অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেন, তবে রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটটিই কার্যকর বলে গণ্য হবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটটি বাতিল বলে বিবেচিত হবে। রিমোট ই-ভোটিং এবং ব্যালট-ভিত্তিক ভোটদান প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী আনন্দ খান্ডেলিয়া (এফসিএসঃ ১২২৯৪)-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা এবং তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত প্রবিধানমালার ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভা-র উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।
কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, আপনি www.evotinq.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী নির্দেশিকা দেখতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ বা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০-এ কল করতে পারেন কিংবা এনএসডিএল-এর সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে-কে evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

সিনটিল্লা কমার্শিয়াল অ্যান্ড ক্রেডিট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থানঃ কলকাতা **যোগেশ শর্মা**
তারিখঃ ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

ছত্রিশগড় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার মুর্শিদাবাদের ২৩ যুবক, এলাকায় চাঞ্চল্য

মিঠুন হালদার, সামশেরগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বরঃ ছত্রিশগড়ের বিলাসপুর এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ফেরিওয়ালার কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে স্থানীয় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন মুর্শিদাবাদের সুতি এবং সামশেরগঞ্জ এলাকার ২৩ জন বাসিন্দা। ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির আবেদন জানিয়ে ইতিমধ্যেই তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সামশেরগঞ্জ এবং সুতি থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুতি এবং সামশেরগঞ্জ এলাকার বেশ কিছু যুবক গত প্রায় ১০-১২ বছর ধরে ছত্রিশগড়ের রায়পুর, বিলাসপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় ফেরিওয়ালার কাজ করেন। তাঁরা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে রান্নার বাসনপত্র বিক্রি করেন বলে জানা গিয়েছে। মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের ছত্রিশগড়ের বিলাসপুরে যেখানে থাকতেন গত শুক্রবার স্থানীয় পুলিশ সেই বাড়িতে হঠাৎ করেই অভিযান চালায়। এরপর সেখান থেকেই মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের গ্রেপ্তার করে রবিবার বিলাসপুর জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখান থেকে তাদের রায়পুরে একটি 'ডিটেনশন সেন্টারে' রাখা হয়েছে বলে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের দাবি। বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার হওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছেন সামশেরগঞ্জ এবং সুতির শফিকুল ইসলাম, নাসিরউদ্দিন শেখ, মুস্তাকিম শেখ, লালটু শেখ সহ আরও অনেকে। ভিন রাজ্যে গিয়ে পরিবারের রোজগেরে সদস্যদের গ্রেপ্তারির খবরে আশঙ্কার মেঘ জমেছে মুর্শিদাবাদে তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। ছত্রিশগড় পুলিশের হাতে আটক নাসিরউদ্দিন শেখের পরিবারের সদস্যরা জানান, সুতি এবং সামশেরগঞ্জের প্রায় ২৩ জন যুবক দু'মাস আগে ফেরিওয়ালার কাজ করতে গিয়েছিল। সেখানে কাজ শুরু হওয়ার আগে তাঁরা স্থানীয় থানায় নিজেদের যাবতীয় সরকারি নথি জমা দিয়ে ফেরিওয়ালার কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে শুক্রবার পুলিশ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে ডেকে নিয়ে যায় এরপর সকলকে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নাসিরউদ্দিন শেখের বাবা বলেন, ''সামশেরগঞ্জের হিরানন্দপুর গ্রামে আমরা কয়েক দশক ধরে বাস

করছি। আমার ছেলে ১০-১২ বছর ধরে ছত্রিশগড়ে ফেরিওয়ালার কাজ করতে যায়। আমরা সেখানকার প্রশাসনের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি তারা মুর্শিদাবাদের এসে আমাদের ভারতীয় হওয়ার যাবতীয় নথি দেখে যাক। যদি আমি নিজের এবং ছেলের ভারতীয় হওয়ার নথি দেখাতে না পারি তাহলে আমরা ভারত ছেড়ে চলে যাব। আমার ছেলের স্কুল সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সমস্ত নথি রয়েছে।'' বাংলাদেশি সন্দেহে ধৃত মুস্তাকিন শেখ নামে এক ব্যক্তির স্ত্রী নুসরত বেগম বলেন, ''শুক্রবার দুপুরে সবাই যখন রান্নার কাজ করছিল সেই সময় হঠাৎই পুলিশ এসে হাজির হয় এবং সবাইকে ধরে নিয়ে যায়। সেই সময় আমার স্বামী শৌচাগারে থাকায় পুলিশ তাঁর খোঁজ পায়নি বলে পুলিশ পরে তাঁকে ফোন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার করে।'' ধৃত অপর এক ফেরিওয়ালার স্ত্রী রোকসানা বিবি বলেন, ''বিলাসপুর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার যে ২৩ জনকে বাংলাদেশি সন্দেহে ধরা হয়েছে তাঁদের বেশিরভাগই এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। ভারতীয় হওয়ার সমস্ত নথি দেখানোর পরও পুলিশ কেন তাঁদের ধরেছে তা আমরা বুঝতে পারছি না। আমাদের পরিবারের সমস্ত সদস্যের ফোন ছত্রিশগড় পুলিশ নিয়ে নিয়েছে, তাই তাঁরা ছত্রিশগড়ে কেমন আছে, কি খাচ্ছে, কোথায় রয়েছে কিছুই আমরা জানতে পারছি না।'' বিজেপির জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুবল চন্দ্র ঘোষ বলেন, ''একসঙ্গে এতজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ রয়েছে। দলীয় স্তরে আমরা গোটা বিষয়টির খোঁজ নিচ্ছি।''

ম্যাথিউ ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিসঃ 'রাজকমল বিল্ডিং', ১২৮ রাসবিহারী এভিনিউ, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০২৯
ইমেলঃ mers.ltd@gmail.com **ওয়েবসাইটঃ** www.mersl.co.in
সিআইএন নং.ঃ এল৭৪৯০১ডব্লুবি১৯৯৪পিএলসি০৬৪৪৮৩

৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য এবং বুক ক্লোজার

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('এসইবিআই') (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('এসইবিআই এলওআরডি') এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ('এমসিএ')-এর প্রাসঙ্গিক সার্কুলারসমূহ যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখের সার্কুলার নং ০৩২০২৫ মেনে ম্যাথিউ ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') অনুষ্ঠিত হবে। সভাটি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২:৩০-এ অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচি বা কার্যক্রমসমূহ ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এই এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী সভার কোরাম (ন্যূনতম উপস্থিতি)-এর গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা বা সার্কুলার মেনে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ('বার্ষিক প্রতিবেদন') সহ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') / ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট ('ডিপি')-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। সমস্ত সদস্যের কাছে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ইমেলের মাধ্যমে পাঠানোর কাজ ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সম্পন্ন হয়েছে এবংকোনো শেয়ারহোল্ডারকেই এর কোনো মুদ্রিত বা হার্ড কপি পাঠানো হবে না। উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন (এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ) কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mersl.co.in, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাচ্ছে উল্লেখ্য, এনএসডিএল হলো সেই সংস্থা যাকে কোম্পানি এজিএম-এর জন্য ই-ভোটিং এবং ভিসি/ওএভিএম সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব দিয়েছে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমেই এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশাবলী-বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নিয়মাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিং বা সভার চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি-মনোযোগ সহকারে পড়ে নেন।
কোম্পানি তার সকল সদস্যকে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে এবং সভা চলাকালীন সময়ে রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট প্রদানের এই সুবিধাটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। আইন ও বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য নিচে দেওয়া হলোঃ

(ক) সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারিত তারিখ-অর্থাৎ বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-অনুযায়ী কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাঁদের শেয়ারের অনুপাতে নির্ধারিত হবে। শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ইভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন, যাঁর নাম নির্ধারিত তারিখে-অর্থাৎ বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ-সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে।
(খ) রিমোট ই-ভোটিং দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভাটদান প্রক্রিয়াটি ২০২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ৯:০০টায় শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেল ৫:০০টায় শেষ হবে। এরপর এনএসডিএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর বিকেল ৫:০০টার পরে আর কাউকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। কোনো প্রস্তাবের ওপর সদস্যরা একবার ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না।
(গ) বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের জন্য ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে। যে সদস্যরা সভায় অংশগ্রহণ করবেন এবং যারা এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি-অথবা যাদের ভোট প্রদানে অন্য কোনো বিধিনিষেধ নেই-তারা এই সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
(ঘ) যেসব সদস্য সভার পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারাও ভিসি/ওএভিএম-এর সাহায্যে সভায় উপস্থিত বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে তারা সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না।
(ঙ) সভার পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসেবে সংযুক্ত নির্দেশিকা-অংশে প্রদান করা হয়েছে।
(চ) সভার দিন ই-ভোটিং সুবিধা সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ বা সমস্যার বিষয়ে যে ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে হবে, তিনি হলেন সেই একই ব্যক্তি যার নাম সভার বিজ্ঞপ্তির রিমোট ই-ভোটিং অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকন্তু, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ (তদধীন প্রাসঙ্গিক বিধিমালাসহ পঠিতব্য) এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪২-এর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানির উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।
যেসব সদস্যের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধিত বা আপডেট করা নেই, তাঁদের লগইন তথ্য তৈরি করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করার অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

- যেসব সদস্যের শেয়ার ফিজিক্যাল মোডে রয়েছে, তাঁরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট-এমসিএস ট্রান্সফার এজেন্ট-এর কাছে ইমেল-এর মাধ্যমে তাঁদের ইমেল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত বা আপডেট করতে পারেন। এর জন্য ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনের ও পিছনের অংশ), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) এবং আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি)-এর বিবরণ প্রদান করতে হবে atmcssta@rediffmail.com।
- ডিমেটেরিয়ালাইজড পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের মাধ্যমে তাঁদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করতে পারেন।
- যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের পর, আরটিএ আপনার ই-ভোটিং-এর লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য আপনার নিবন্ধিত ইমেইল ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।
- বিকল্পভাবে, সদস্যরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নথিপত্র প্রদান করে ই-ভোটিং-এর জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহের লক্ষ্যে evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০-এ কল করতে পারেন কিংবা evoting@nsdl.co.in-এ সিনিয়র ম্যানেজার মিস পল্লবী মহাত্রে-র কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে
ম্যাথিউ ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থানঃ কলকাতা **রাজর্ষি মুন্দ্রা**
তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

কুসুমগ্রামে কংগ্রেস কার্যালয়ে গভীর রাতে ভাঙচুর, থানায় অভিযোগ

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৭ সেপ্টেম্বরঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকের কুসুমগ্রাম বাজারে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে গভীর রাতে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কার্যালয়ের

গেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে টেবিল, চেয়ার, ফ্যান-সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়। পাশাপাশি কার্যালয়ে থাকা বহু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে কংগ্রেস কার্যালয়ের গেট খোলা অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তাঁরা ভিতরে ঢুকে দেখতে পান, কার্যালয়ের সমস্ত আসবাবপত্র কার্যত লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে রয়েছে। টেবিল-চেয়ার ও ফ্যান ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কুসুমগ্রাম বাজার এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তাঁদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে এই ভাঙচুর চালিয়েছে। ঘটনার পর ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মন্তেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং কী উদ্দেশ্যে দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুসুমগ্রাম বাজার এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেদিকেও নজর রাখছে পুলিশ।

ABRIDGED TENDER NOTICE
SNIT No.: 4/SNIT/EE-I/LDCD/IWD of 2026-2027 Dtd. 07-09-2026

Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of W.B. from the bonafide agencies for 3 nos. Emergent work [Amount: Rs. 3,17,122.00, Rs. 2,89,507.00 and Rs. 7,00,213.00 & E.M.D. Rs. 6,342.00, Rs. 5,790.00 and Rs. 14,004.00]. Last date of application for Tender is: **09.09.2026 upto 12.00 noon.** Other details may be seen in the website: **https://iwd.wb.gov.in** and also in the office of the undersigned.

sd/-
Executive Engineer-I
Lower Damodar Construction Division
Fuleshwar, Uluberia, Howrah-711316

NEW TOWN KOLKATA DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTICE INVITING ONLINE ITEM RATE TENDER NO.: WBNKDA/15/EE-E/IT-SEC/NKDA OF 2026-27

e-Tender has been invited for the following Name of Work: Annual Maintenance of 25 Nos. of Vehicle Tracking System for Solid Waste Management System of New Town Kolkata Development Authority. Pre-bid meeting date & place: **10.09.2026 at 11:00 A.M** at 4th floor Conference Board Room of New Town Kolkata Development Authority (NKDA). Estimated Amount: to be quoted Last date & time of submission of technical and financial bid (On-line): **16/09/2026 up to 15.05 P.M.** Details available on Website: **https://wbtenders.gov.in** & www.nkdamar.org and the office notice board of NKDA

Sd/- Executive Engineer (Electrical), New Town Kolkata Development Authority

আমার মক্কেল সমর সমুদ্র মুণ্ডা, স্বামী- বিশু মুণ্ডা ২০২৬ সালে DSR-1, HOWRAH অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৭৭৭/২৬ নং দলিল দ্বারা ০৫০৪০৫০৮৬৪/২২ নং আমজাদ (হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) দলিল দ্বারা মৌজা- অক্ষয়হাটি (৩০)- সাবেক ২৬৩, হাল-৩০৮৫ নং খতিয়ান, সাবেক ৬২০ নং হাল- ৭০১ নং দাগে ০.০২৪৮ একর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহার কোন আবেদন থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে Domjur B. L.& L.RO. অফিসে যোগাযোগ করুন।

'ল'ক্লার্ক
প্রবীর পাল

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ মীনা তামাং, পিতা- মহেন্দ্র রজক
আমোক্তারনামা দাতাঃ সুশীল রায়, পিতা- মনোরঞ্জন রায়
ঠিকানাঃ সরকার পাড়া
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 27/1/2021 নং 534 নং বহি 0701-2021 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I-1417 Dt.-10/4/2021
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তলশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান-সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
R.S. খতিয়ান 6800/4 L.R. খতিয়ান 601
R.S. দাগ 510 L.R. দাগ 222
(আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ মীনা তামাং
পিতাঃ মহেন্দ্র রজক
ঠিকানাঃ আশ্রম পাড়া

NADIA ZILLA PARISHAD
Krishnagar, Nadia.

E-Tender is invited by the under signed from the bonafied Contractors for the following work in Nadia district: **NIT-03/NZP of 26-27 (Sl-01 to 30):** Repairing of Potholes of various Roads at different pin pointed location in the dist of Nadia with total amount of Rs.470.46 lakh. Last date for submission of above stated e-tenders is **(S1-01 to 30) 19.09.2026.** Please see website: **www.wbprd.gov.in** or contact to this office.

Sd/- **District Engineer,**
Nadia Zilla Parishad

Memo. No. 149(3)/DICO/N/Advt.26 Date: 07/09/2026

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
Poura Bhawan, FD-415A, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106

An e-Tender for **"Comprehensive operation & maintenance of water lifting pump, E&M installations including supply of spares at Poura Bhavan, Vivekananda Statue, Salt Lake Stackyard under BMC for the period of one calendar year or 365 days"** is being invited by EE,(E&M) Department" BMC vide **NIT No. 10/PHE(E&M)/BMC Dated: 07.09.2026, Tender ID: 2026_MAD_1040899_1.** Details are available with office of EE/PHE (E&M), BMC. Corrigendum, if any, will be published in office website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in** Last date of Bid submission (online): **05/10/2026 up to 15:00 Hrs.**

Sd/-
EE,(E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-XI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : XI/110/060/2025-26/R/UTTARAN/2 (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrines at different places viz Briji Sapui Para, Naskar Para (Uttaran area) in Ward No.-110, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,49,695.11.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : XI/110/005/26-27/R
Name of the work: **Desilting of drain with allied work from Patuli Police Station to Gold Smith Circus Ground, Garia Sreeleathers PNB Building Lane and surrounding area in Ward No.-110, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,96,866.13.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : XI/112/077/2025-26/R/2 (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of road providing hot mix at Saradamoni Park, Adi Ganga different places in Ward No.-112, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,75,422.42.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **15.09.2026 (5 PM) (For Sl. No. 1 to 3).** Date and time of opening of bid: **18.09.2026 (5 PM) (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 (5 PM)** from the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender/ e-quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/03/2026-2027/R
Name of the work: **Construction of road side Garden at 31 Ramesh Mitra Road in Ward No.-072.** Estimated cost: **Part 'A' - ₹ 1,22,230.95 + Part 'B' - ₹ 1,485.00.** Earnest money: **₹ 2,500.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/069/05/2026-2027/D
Name of the work: **Thorough restoration of IPS footpath (both side) at Rowland Road in Ward No.-069.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,98,531.05.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/Hired Lorry/2026-2027/NORTH
Name of the work: **Supply of hired lorries for P.R. Works of Ward - 69, 70, 72, 84 and 85 under Borough No.-VIII.** Estimated cost: **On quotation basis.** Earnest money: **₹ 9,960.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **18.09.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** Date of opening of tender: **21.09.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **10.09.2026 (5 PM) (For Sl. No. 1); 08.09.2026 (5 PM) (For Sl. No. 2) and 10.09.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIII/115/08/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of damaged roads at Panchanantala Road and Bye Lanes of Banerjee Para Road, Naskar Para Road, Banamali Banerjee Road & surrounding areas in Ward No.-115.** Work value: **₹ 2,94,815.43.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **50 days.** Last date of submission of bid: **16.09.2026 (Up to 11 AM).** Tender will be opened on: **18.09.2026 (11 AM).** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 (From 5 PM)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-VI, KMC invites e-tender percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E.(C)/VI/052/005/2026-2027/R (2nd Call)
Name of the work: **Renovation of quarter building at 47 Collin Street in Ward No.-52.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,70,904.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/E.E.(C)/VI/052/006/2026-2027/D (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of asphaltum road near Premises No. 25 Marquis Street & adjacent area in ward disturbed by Water Supply Department & CESC Ltd. in Ward No.-52.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,06,958.00.** Earnest money: **₹ 4,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/E.E.(C)/VI/053/005/2026-2027/D (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of footpath (disturbed by P.U. Agency & damaged portions) at S.N. Banerjee Road, R.A.K. Road and 79/14 A.J.C. Bose Road in Ward No.-53.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,20,870.00.** Earnest money: **₹ 4,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/E.E.(C)/VI/054/004/2026-2027/D (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of road, passage & footpath (disturbed by PU Agency and Natural Wear & Tear) at different places in Ward No.-054 under BR-VI.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,90,000.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(5) NIT No. : KMC/E.E.(C)/VI/054/005/2026-2027/D (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of kerb and channel in various locations like 61E M.I. Lane, 32A, G.C. Bose Road, 156 AJC Bose Road, 15 Cantopher Lane etc. in Ward No.-054.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,46,992.00.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/E.E.(C)/VI/054/006/2026-2027/R (2nd Call)
Name of the work: **Annual maintenance of Community Hall along with other ancillary civil works in Ward No.-54.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,99,585.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **250 days.** Last date and time of submission of bid: **17.09.2026 - 3 PM (For Sl. No. 1 to 6).** Tender open date: **19.09.2026 - 3 PM (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **09.09.2026 (6 PM)** from the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/125/019/26-27
Name of the work: **Repairing of asphaltum road at Dakshin Behala Road Bye Lane, Dakshin Para Road Bye Lane, etc. in Ward No.-125.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,98,776.36.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **16.09.2026 at 12 Noon.** The tender will be opened on: **18.09.2026 after 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 (5 PM)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/010/2026-2027/D
Name of the work: **Restoration & repairing of footpath at College Street and Mahatma Gandhi Road in Ward No.-44.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,25,533.85.** Earnest money: **₹ 7,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/011/2026-2027/D
Name of the work: **Restoration & repairing of footpath at Rabindra Sarani, B.B. Ganguly Street and Eden Hospital Road etc. in Ward No.-44.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,20,303.81.** Earnest money: **₹ 7,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/07/2026-2027/UTTARAN/2nd Call
Name of the work: **Repairing of different Uttaran areas latrines at 3, 35 Chatawala Gully, 112, 114, 116 M.G. Road etc. in Ward No.-44.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,89,597.48.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/08/2026-2027/UTTARAN/2nd Call
Name of the work: **Repairing of Uttaran passage at 3, 18 Nil Madhab Sen Lane, 9/5 Phears Lane, 35 Chatawala Gully etc. in Ward No.-44.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,91,430.27.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **19.09.2026 - 11 AM (For Sl. No. 1 to 4).** Date and time of opening of tender: **21.09.2026 - 11 AM (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **09.09.2026 (5 PM)** from the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/039/E29/25-26/R
Name of the work: **Restoration of asphaltum road and paver block footpath at 12, Marcus Square to 164A, C.R. Avenue due to disturbed by CESC Department in Ward No.-039.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,58,143.80.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/039/06/2026-2027/U
Name of the work: **Repairs to Uttaran IPS, concrete and paver block passage, 106/H/16 M.M. Burman Street, 31, Mitra Lane, 1, Marcus Square and other Uttaran places in Ward No.-039.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,80,766.82.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **35 days.** Last date and time of submission of bid: **16.09.2026 - 11 AM (For Sl. No. 1 & 2).** The tender will be opened on: **18.09.2026 - 11 AM (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 (5 PM)** from the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

CORRIGENDUM

NIT No. - KMC/XIII/122/04/26-27 (1st Call) published in this Newspaper on **14.08.2026** (Key No. 345/26-27) of **Engineering (Civil)/Br-XIII Department** (For Sl. No. 6). Last date and time of submission of bid will be read as **10.09.2026 up to 11 AM** instead of 05.09.2026 - 11 AM. Tender will be opened on **12.09.2026 - 11 AM** instead of 07.09.2026 - 11 AM. All other information remains unchanged.

NIT No. - KMC/ROADS/2026-2027/106 (1st Call) published in this Newspaper on **18.08.2026** (Key No. 357/26-27) of **Roads Department** (For Sl. No. 6). Last date and time of submission of bid will be read as **15.09.2026 - 12 Noon** instead of 05.09.2026 - 12 Noon. Other information remains unchanged.

(455/26-27)

এআইয়ের হাত ধরে বদলাচ্ছে বিনিয়োগের দুনিয়া, গিফট সিটিতে বসেই মিলছে বিশ্ববাজারে লগ্নির সুযোগ

কলকাতার বিনিয়োগকারীদের জন্য খুলে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারের দরজা। গুজরাতের গিফট সিটি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের হাত ধরে বদলে যাচ্ছে বিনিয়োগের প্রচলিত ধারণা। ভারতীয় বাজারের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার ও ফান্ডে বিনিয়োগের সুযোগ এখন অনেক সহজ হয়েছে। বিশেষ করে এআই, সেমিকন্ডাক্টর ও প্রযুক্তি খাতের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে পরোক্ষভাবে লগ্নির সুযোগ তৈরি হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের সামনে খুলছে নতুন সম্ভাবনা। গ্লোবালাইজেশনের যুগে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্য বা গ্লোবাল ডাইভারসিফিকেশন ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এতদিন বিদেশি সংস্থার শেয়ারে সরাসরি বিনিয়োগ করতে গেলে বিদেশি ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট, নথিপত্র এবং একাধিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হত। কিন্তু গুজরাত ইংটারন্যাশনাল ফিনান্স টেক-সিটি বা গিফট সিটি-র আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা কেংদ্রের মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়া অনেকটাই সহজ হয়েছে। ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সেন্টার হিসেবে গিফট সিটি থেকে বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফান্ডে লগ্নির সুযোগ পাচ্ছেন। নির্দিষ্ট কিছু ফান্ডের মাধ্যমে সরাসরি বিদেশি বাজারে একাধিক সংস্থায় বিনিয়োগের সুবিধা মিলছে। এর ফলে আলাদা করে এক-একটি বিদেশি শেয়ার বেছে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। একটি ফান্ডের মাধ্যমেই তৈরি করা সম্ভব বৈশ্বিক বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিও। বর্তমানে এই ধরনের নির্দিষ্ট বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩টি উন্নত বাজারের ১,২০০-র

বেশি আন্তর্জাতিক সংস্থায় এবং ২৪টি উদীয়মান বাজারের ১,১০০-র বেশি সংস্থায় বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। ফলে ভারতের বাজারের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনীতি ও শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধির অংশীদার হওয়ার রাস্তা খুলছে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের সামনে। সম্প্রতি কলকাতার পার্ক হোটেলে অঞ্জলি ইনভেস্টমেন্ট সের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ সামিট ২০২৬’-এ বিনিয়োগের এই নতুন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে দেশের একাধিক পরিচিত বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ ও আর্থিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিনিয়োগ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধরন বদলে দিচ্ছে। কোটাক অ্যাসেট ম্যানেজমেংটের ফান্ড ম্যানেজার অর্জুন খান্না জানান, গত কয়েক বছরে শেয়ার বাজার ও মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পে এআই মডেলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তাঁর মতে, প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের ফলে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া আরও তথ্যনির্ভর হচ্ছে। বিশেষ করে এজেন্টিক এআই-এর ব্যবহার আগামী দিনে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় আরও বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবিএসএল এএমসি-র ইক্যুইটি বিশেষজ্ঞ হরিশ কৃযাণ, বন্ধন এএমসির হেড-প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি শীষেন্দু বসু এবং লিডারশিপ ট্রেনার ও স্পিরিচুয়ালিস্ট ঋষি নন্দা। অনুষ্ঠানের আয়োজক অঞ্জলি ইনভেস্টমেন্ট সের কর্ণধার ও বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ সজল রায় আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। সজল রায়ের বক্তব্য, বিনিয়োগকারীদের সম্পদ শুধুমাত্র সোনা, রুপো কিংবা ভারতীয় শেয়ারবাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন সম্পদ ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৌশলগতভাবে ভাগ করে রাখা প্রয়োজন। তাঁর মতে, বাজারের ওঠানামা কিংবা আন্তর্জাতিক অস্থিরতার সময়ে বিনিয়োগকারীদের আবেগের বদলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উপর ভরসা করা জরুরি।একই সুর শোনা যায় বন্ধন এএমসির শীষেন্দু বসুর বক্তব্যেও। তাঁর মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পোর্টফোলিওতে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের অংশ রাখা গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিনিয়োগ থেকে কতটা রিটার্ন পাওয়া যাবে, তা শুধুমাত্র বাজারে প্রবেশ বা বেরিয়ে যাওয়ার সময়ের উপর নির্ভর করে না দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মিত বিনিয়োগ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আগাম নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় আগামী বছরে কোন খাত সবচেয়ে ভালো করবে। তাই সোনা, দেশীয় ইক্যুইটি, আন্তর্জাতিক ইক্যুইটি এবং ফিক্সড ইনকামের মতো বিভিন্ন সম্পদ শ্রেণিতে প্রয়োজন ও ঝুঁকি বুঝে বিনিয়োগ ভাগ করে রাখা উচিত। অন্যদিকে, মহা ভারতের অর্জুনের উদাহরণ টেনে বিনিয়োগকারীদের ধৈর্য ও লক্ষ্য স্থির রাখার বার্তা দেন ঋষি নন্দা। তাঁর মতে, বাজারের স্বল্পমেয়াদি ওঠানামায় বিচলিত না হয়ে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ধরে রাখাই বিনিয়োগে সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। এআই যতই বদল আনুক, শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীর ধৈর্য, শৃঙ্খলা এবং সঠিক সম্পদ বণ্টনই পোর্টফোলিওর সাফল্য নির্ধারণ করবে।

ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর দ্বারা পণ্য পরিবহনের দক্ষতা ও লজিস্টিকস সংযোগের শক্তিশালীকরণ

মালিগাঁও, ০৭ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর (ডিএফসি) নেটওয়ার্কের কাম-কাজ শুরু হওয়া দেশের পণ্য পরিবহন ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (ডিএফসিসিআইএল)-এর দ্বারা নির্মিত ২,৮৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নেটওয়ার্কটি পাঞ্জাবের নিউ সাহনেওয়াল থেকে বিহারের নিউ সোননগর পর্যন্ত ১,৩৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর এবং উত্তর প্রদেশের নিউ দাদরি থেকে মহারাষ্ট্রের নিউ জওহরলাল নেহরু পোর্ট অথরিটি (জেএনপিটি) পর্যন্ত ১,৫০৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ওয়েস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর দ্বারা গঠিত। ২০১৬-এর ৩৬ মার্চ বৈতরণা থেকে জেএনপিটি পর্যন্ত প্রায় ১০২ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় সমগ্র ওয়েস্টার্ন ডিএফসি চালু হয়, যা দেশের প্রধান পশ্চিম সামুদ্রিক প্রবেশপথের সাথে পণ্য পরিবহনের সুগম সংযোগ নিশ্চিত করে।ডিএফসি নেটওয়ার্ক ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য কাম-কাজ পরিচালনা করছে এটি সমগ্র রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মাত্র ৪ শতাংশেরও কম অংশ ব্যবহার করে ভারতীয় রেলের মোট পণ্য পরিবহনের ১৪ শতাংশেরও অধিক পরিবহন করছে। ২০২৬-এর ৩১ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ৫.২১ লক্ষ মালবাহী ট্রেনের যাত্রা পরিচালনা করা হয়েছে, যেখানে দৈনিক গড় প্রায় ৪৩৫টি ট্রেন চলাচল করেছে। নেটওয়ার্কটি প্রায় ৬৫৮ বিলিয়ন গ্রস টন-কিলোমিটার এবং ৩৬০ বিলিয়ন নেট টন-কিলোমিটার রেকর্ড করেছে এর পাশাপাশি, ২০২৫-২৬ এর পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ১৩.৭৪ বৃদ্ধি পেয়েছে। যাত্রী-প্রধান রুট থেকে পণ্য পরিবাহী কাম-কাজকে পৃথক করার মাধ্যমে এই করিডোরগুলি প্রচলিত রেলওয়ে নেটওয়ার্কে অতিরিক্ত ক্ষমতা তৈরি করছে এবং চস্ত পণ্য পরিবহণ, উন্নততর সময়ানুবর্তিতা এবং আরও নির্ভরযোগ্য গ্রাহক পরিষেবা প্রদানে অবদান রাখছে।পূর্ব ডিএফসি, যার মধ্যে বিহারের ১৯ কিলোমিটার অংশও অন্তর্ভুক্ত, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পণ্য পরিবহন শক্তিশালী করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় রেলওয়ের বৃহত্তর নেটওয়ার্কের সাথে এর সংযুক্তি রেলওয়ে (আনুষঙ্গিক উপকৃত করবে বলে আশা করা হচ্ছে কারণ এর ফলে খাদ্যশস্য, সার, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, কয়লা, সিমেন্ট, গাড়ি, কন্টেইনারজাত পণ্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর পরিবহন আরও সুগম ও দ্রুত হয়ে উঠবে। এটি সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী এবং কৃষি-উৎপাদনকারীদের জন্য প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র উপভোক্তা বাজার ও বন্দরগুলোর সাথে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থাও নিশ্চিত করবে। দ্রুততর ও অধিক নির্ভরযোগ্য পণ্য পরিবহন পরিষেবা বিশের করে এই অফল থেকে চা, উদ্যানজাত পণ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং সময়-সংবেদনশীল অন্যান্য পণ্য পরিবহনে সহায়তা করতে পারে।

‘এনাফ ইজ এনাফ’, অভিষেকের বিরুদ্ধে হাই কোর্টের বিরক্তি প্রকাশ

১- পাতার পর- মূল অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবির পরিচালনার সময় প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল স্ট্যাটুটারি বোর্ডের অনুমতি নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি স্বাস্থ্যশিবিরে এক্স-রে এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মতো পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই মামলায় তদন্তের সময় তাঁকে গ্রেফতার বা হেফাজতে নেওয়া হতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকে রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক। সোমবার সেই আবেদনের শুনানি হয় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে। শুনানিতে সেবাশ্রয়কে কেন্দ্র করে ওঠা ভুল চিকিৎসার অভিযোগ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। তাঁর প্রশ্ন, সত্যিই যদি কোনও রোগীর ভুল চিকিৎসা হয়ে থাকে, তা হলে সংশ্লিষ্ট রোগী বা তাঁর পরিবার রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল, জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন কিংবা ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে কি না। একই সঙ্গে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অভিষেক নিজে সরাসরি ভুল চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত নন। সে ক্ষেত্রে ভুল চিকিৎসার অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজনীয়তা কতটা, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। এর জবাবে রাজ্যের তরফে আদালতকে জানানো হয়, সেবাশ্রয় শিবিরে এক্স-রে মেশিন এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু সেই অনুমতি অভিষেক নেননি বলে রাজ্যের দাবি। বিষয়টি নিয়ে আদালতে যুক্তি-পাল্টা যুক্তি চলার মধ্যেই একের পর এক মামলা দায়ের হওয়া নিয়ে নিজের অসন্তোষ স্পষ্ট করেন বিচারপতি ভট্টাচার্য।

প্যারাটিচার-সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি

১- পাতার পর- প্রায় ২ হাজার বন সহায়কের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের কথা জানানো হলেও এর ফলে ১ হাজার ৫০০ জন উপকৃত হবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি ফরেস্ট গার্ডদের পারিশ্রমিকও ৫ হাজার টাকা করে বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে। এই পারিশ্রমিক বৃদ্ধি আগামী ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়াও প্রাক্তন বিধায়কদের মেডিক্যাল ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। ফলে প্রাক্তন বিধায়করাও সংশোধিত মেডিক্যাল ভাতার সুবিধা পাবেন। এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে শুধু বেতন বা পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সিদ্ধান্তই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিলেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের বদলির জন্য নতুন একটি বিল আনা হচ্ছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পারস্পরিক বদলির জন্য একটি বিধিবদ্ধ কাঠামো তৈরি করাই এই বিলের অন্যতম উদ্দেশ্য। মন্ত্রিসভার বৈঠকে ইতিমধ্যেই বিলটিতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের পারস্পরিক বদলির ক্ষেত্রে এতদিন যে বিষয়গুলি নিয়ে জটিলতা বা প্রশাসনিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হত, নতুন আইনি কাঠামোর মাধ্যমে তার একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা তৈরি করা হবে। সেই

হনুমানের তাণ্ডবে দিশেহারা পূর্বস্থলীর সমুদ্রগড়ের কৃষকেরা

রাজকুমার ঘোষ,পূর্বস্থলী ঃ বিঘের পর বিঘে ভুট্টাখেত সাফ করে দিচ্ছে হনুমানের দল। খেটে উৎপন্ন করা ফসলের ওপর রাজত্ব চালাচ্ছে তারা, আর তা তাড়াতে গিয়ে একপ্রকার নাজেহাল অবস্থা স্থানীয় কৃষকদের। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় এলাকায় ভাগীরথীর তীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলের এই দৃশ্য এখন নিত্যদিনের। অতিষ্ঠ হয়ে শেষমেশ চাষবাস বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন একাধিক কৃষক। স্থানীয় সূত্রে খবর, সমুদ্রগড়ের এই উর্বর পলিমাটিতে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে ভুট্টার চাষ হয়। তবে এবার ফসল যখন পাকার মুখে, ঠিক তখনই হানা দিচ্ছে ৫০ থেকে ৬০টি হনুমানের বড় বড় দল। এমনিতেই বীজ, সার ও সেচের দাম বাড়ায় উৎপাদন খরচ এখন আকাশছোঁয়া। তার ওপর হাড়ভাঙা খাটুনির পর ফসলের মুখ দেখার মুহূর্তে এই পালের আক্রমণে দিশেহারা চাষিরা। খেত পাহারা দিয়ে কিংবা তাড়িয়েও মিলছে না নিস্কৃতি। তাড়া করলে উল্টে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে হনুমানের দল।ক্ষতির বহর এতটাই বেড়ে গেছে যে বাধ্য হয়ে চাষের পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন অনেকে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, এক কৃষক নিজে জমি নিয়ে এবার ভুট্টা বুনেছিলেন। কিন্তু হনুমানের ধারাবাহিকভাবে সমস্ত খেত নষ্ট করে দেওয়ায় বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন তিনি। বাধ্য হয়ে এ বছর তিনি নিজের জমিতে চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে সংসার চালাতে অন্যের জমিতে খেতমজুরের কাজ নিচ্ছেন। প্রশাসনের কাছে চাষিদের আবেদন, এই হনুমানের তাণ্ডব থেকে ফসল বাঁচাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক, না হলে আগামী দিনে এই অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থা মারাত্মক সংকটের মুখে পড়বে।

দিল্লিতে বহুতল ধসের পরই কড়া পদক্ষেপ, ৩ দিনের মধ্যে ‘ পাশের বিল্ডিং ভাঙার নোটিস পুরসভার

নয়াদিল্লি,৭ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ ক্যাম্পাসের কাছে ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বেসমেন্টে মেরামতির কাজ চলাকালীন একটি বহুতল ভবন আচমকাই ধসে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে এখনও পর্যন্ত ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপ থেকে ১১ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে।এই ঘটনার পরই আশপাশের ভবনগুলির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। পুরসভার জারি করা একটি নোটিসে পাশের ‘ ডেজ’ নামে একটি পেইং গেস্ট আবাসনকে জরাজীর্ণ এবং বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু ওই ভবনে বসবাসকারীরাই নয়, ভবনটির পাশ দিয়ে যাতায়াতকারী পথচারীদের জন্যও সেটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে নোটিসে সতর্ক করা হয়েছে। তবে ওই নোটিসটি ঠিক কখন জারি করা হয়েছিল-বিল্ডিং ধসের আগে, না কি দুর্ঘটনার পর-তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে পুরসভার এই পদক্ষেপ দুর্ঘটনার আগেই নেওয়া হয়েছিল

কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নোটিসে বাড়ির মালিককে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আদেশ পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে বিপজ্জনক ভবনটি ভেঙে ফেলতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ পালন না করা হলে পুরসভা নিজেই ভবনটি ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। সেই ক্ষেত্রে ভাঙার জন্য যে খরচ হবে, তা বাড়ির মালিকের কাছ থেকে বকেয়া কর হিসেবে আদায় করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। এদিকে সত্য নিকেতনের দুর্ঘটনার পর দিল্লিতে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানের ইঙ্গিত দিয়েছে পুরসভা। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, চারতলার বেশি উঁচু সমস্ত ধরনের অবৈধ নির্মাণকে জরুরি ভিত্তিতে ‘ করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। শুধু বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কোনও আধিকারিক অবৈধ নির্মাণের অনুমোদন দিয়ে থাকলে কিংবা নির্মাণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকার প্রমাণ মিললে তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বরখাস্ত করার মতো কঠোর পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে বলে পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে। রবিবারের দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজ শেষ হলেও তদন্ত ঘিরে একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। বেসমেংেট মেরামতির কাজ চলাকালীন কীভাবে বহুতলটি ভেঙে পড়ল, ভবনটির কাঠামোগত নিরাপত্তা কতটা ছিল এবং সেখানে নির্মাণবিধি বা অনুমোদনের কোনও অনিয়ম হয়েছিল কি না-সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লির অন্য বিপজ্জনক ও বেআইনি নির্মাণগুলির বিরুদ্ধেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিয়েছে প্রশাসন। ফলে সত্য নিকেতন বিপর্যয়ের পর রাজধানীতে বেআইনি নির্মাণ ও ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে পুরসভার অভিযান কতটা জোরদার হয়, এখন সেদিকেই নজর।

NAME CHANGE

I, Khukumoni Majumder Das (Old Name) W/O–Sadananda Majumdar residing at Vill- Kanthalberia Dakshinpara , PO-Bethuadahari , PS-Nakashipara , Dist-Nadia, West Bengal 741126 do hereby declared that I have changed my name from Khukumoni Majumder Das to Khukumani Majumdar Das and henceforth I shall be known as Khukumani Majumdar Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/09/2026 . My name Khukumani Majumdar Das & Khukumoni Majumder Das both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sadananda Majumder (Old Name) S/O–Bishnuchanran Majumdar residing at Vill-Kanthalberia Dakshinpara , PO-Bethuadahari , PS-Nakashipara , Dist-Nadia, West Bengal 741126 do hereby declared that I have changed my name from Sadananda Majumder to Sadananda Majumdar and henceforth I shall be known as Sadananda Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/09/2026 . My name Sadananda Majumdar & Sadananda Majumder both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bellal Sk (Old Name) S/O–Maksed Sk residing at Vill-Tarakpur , PO-Gajdharpara , PS-Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Bellal Sk to Bellal Hossain and henceforth I shall be known as Bellal Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/09/2026 . My name Bellal Hossain & Bellal Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Zarjish Hossain (Old Name) S/O–Azizul Hoque residing at Vill-Dihipara , PO-Ashariadaha , PS-Lalgola , Dist-Murshidabad, West Bengal 742148 do hereby declared that I have changed my name from Zarjish Hossain to Zarjis Hossain and henceforth I shall be known as Zarjis Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/09/2026 . My name Zarjis Hossain & Zarjish Hossain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Irfan Mondal (Old Name) S/O–Anchar Mondal resident of Vill - Gandhina , Po-Darermath, Ps-Murutia, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741158 do hereby declared that I have changed my name from Irfan Mondal to Irafan Mondal and henceforth I shall be known as Irafan Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/09/2026 . My name Irafan Mondal & Irfan Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, A Mannan (Old Name) S/O–Abdul Majid residing at Nayagram , PO-Jadupur , PS-Kaliachak , Dist-Malda, West Bengal 732212 do hereby declared that I have changed my name from A Mannan to Mannan Ali and henceforth I shall be known as Mannan Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/09/2026 . My name Mannan Ali & A Mannan both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, MUNNI LAL YADAV(Old name) S/o Wazir Prasad Yadav residing at Vill-Taropur, P.O.-Teyar, Dist.-Nawada, Bihar, Pin-305112, do hereby declare that I have changed my name from MUNNI LAL YADAV to MUNESHWAR PD YADAV and henceforth I shall be known as MUNESHWAR PD YADAV(new name) and also my correct DOB is 05.07.1954, which is wrongly mentioned as 01.01.1952, in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Sealdah dated 03/09/2026. MUNNI LAL YADAV and MUNESHWAR PD YADAV is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MD ALAUDDIN(Old name) S/o Abdul Bari Mondal residing at Vill-Odhanpur, P.O.-Sohai Kumarpur, P.S. Deganga, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743423, do hereby declare that I have changed my name from MD ALAUDDIN to MD ALAUDDIN MONDAL, which is wrongly recorded in my daughter HABIBA KHATUN's Madhyamik Pass Certificate(Index No. B2076, Roll No. 25722-0195, WBBSE) as MD ALAUDDIN(Old Name) and henceforth I shall be known as MD ALAUDDIN MONDAL(new name), in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat dated 01/08/2026. MD ALAUDDIN and MD ALAUDDIN MONDAL is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Arpita Chandra (Old Name) W/O- Anirban Chandra residing at 5A Ground Square Apartment, 50 Churamon Chowdhury Lane, Khatiktala, Berhampore, Murshidabad, W.B, Pin- 742101 do hereby declared that I have changed my name from Arpita Chandra to Arpita Choudhury and henceforth I shall be known as Arpita Choudhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the LD Judicial 1st class Magistrate, Berhampore, court dated on 12/08/2026 . My name Arpita Choudhury & Arpita Chandra both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Mojibar Rahaman (Old Name) S/O–Abed Ali resident of Vill –Nabinagar Madrasahpara , Po-Nabinagar, Ps-Kaliachak, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my name from Md Mojibar Rahaman to Mojibar Rahman and henceforth I shall be known as Mojibar Rahman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/08/2026 . My name Mojibar Rahman & Md Mojibar Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ganga Biswas (Old Name) W/O–Gouranga Biswas resident of Rajapur, Mahula, Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Ganga Biswas to Gangarani Biswas and henceforth I shall be known as Gangarani Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 04/09/2026. My name Gangarani Biswas & Ganga Biswas both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Tahamina Bibi (Old Name) W/O–Kadir Sekh resident of Vill-Garibullatola , Po-Golapganj, Ps-Kaliachak, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my name from Tahamina Bibi to Tohmina Bibi and henceforth I shall be known as Tohmina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 05/09/2026 . My name Tohmina Bibi & Tahamina Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saiful Hoque Biswas (Old Name) S/O–Fajlul Haque Biswas resident of Raypur Dakshinpara, Raypur Mirpur, Nowda, Murshidabad , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Saiful Hoque Biswas to Saiful Haque Biswas and henceforth I shall be known as Saiful Haque Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/09/2026 . My name Saiful Haque Biswas & Saiful Hoque Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ramjan Mondal & Ramjan Ali (Old Name) S/O–Daud Box Mondal residing at Vill-Jalkarbhomra , PO-Kastodanga , PS-Haringhata , Dist-Nadia, West Bengal 741257 do hereby declared that I have changed my name from Ramjan Mondal & Ramjan Ali to Ramjan Ali Mondal and henceforth I shall be known as Ramjan Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/09/2026 . My name Ramjan Ali Mondal (new name) & (old name) Ramjan Mondal & Ramjan Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Alakpari Thakur (Old Name) S/O–Ramesh Thakur residing at Rudranagar Khalpara , Polashipara , Tehatta , Nadia , West Bengal 741155 do hereby declared that I have changed my name from Alakpari Thakur to Alokpari Thakur and henceforth I shall be known as Alokpari Thakur (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/09/2026 . My name Alokpari Thakur & Alakpari Thakur both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Ajemuddin Biswas (Old Name) S/O–Basaratulla Biswas resident of Vill-Shibnagar , Po-Shibgar Laskarpur, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742406 do hereby declared that I have changed my name from Ajemuddin Biswas to Ajimuddin Biswas and henceforth I shall be known as Ajimuddin Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/09/2026 . My name Ajimuddin Biswas & Ajemuddin Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Abdul Salam (Old Name) S/O–Arsad Ali residing at Sahabanchak , Bedrabad , PS-Baishnabnagar , Dist-Malda, West Bengal 732210 do hereby declared that I have changed my name from Md Abdul Salam to Abdul Salam and henceforth I shall be known as Abdul Salam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/09/2026 . My name Abdul Salam & Md Abdul Salam both are same and one identical person

ইম্পেক্স ফেরো টেক লিমিটেড (সিআইআরপি-র অধীনে)

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১২
ফোন নম্বরঃ ৯১-৩৩-২২১১ ০২২৫
কর্পোরেট কার্যালয়ঃ এসকেপি হাউস, ১৩২এ, এস. পি. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬
ফোন নম্বরঃ ৯১-৩৩-৪০১৬ ৮০০০৮১০০ ফ্যাক্সঃ ৯১-৩৩-৪০১৬ ৮১৯১৮১০৭
ওয়েবসাইটঃ www.impexferrotech.com
ই-মেইলঃ cs@impexferrotech.com, infoimpexferro@gmail.com
CIN: L27101WB1995PLC071996

বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM), কাট-অফ তারিখ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং SEBI (LODR) প্রবিধান, ২০১৫-এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং সেইসাথে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (MCA) ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) কর্তৃক জারি করা সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা মেনে, কোম্পানির সদস্যদের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার বিকেল ৩.০০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (OAVM) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ AGM-এর আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে (বিজ্ঞপ্তি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা AGM-এর বিজ্ঞপ্তিটি এবং বিশেষ করে এতে প্রদত্ত সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি মনোযোগ সহকারে প া দেখেন। MCA এবং SEBI-এর উল্লিখিত নির্দেশিকা মেনে, যেসব সদস্যের ইমেল ঠিকানা যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট দের কাছে নথিভুক্ত রয়েছে, তাঁদের কাছে ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ৩১তম AGM-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি পাঠানো হয়েছে। ৩১তম AGM-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.impexferrotech.com), স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট (যেমন- BSE Limited-এর www.bseindia.com এবং National Stock Exchange of India Limited-এর www.nseindia.com) এবং Central Depository Services (India) Limited (CDSL)-এর ওয়েবসাইট (www.evotingindia.com)-এও পাওয়া যাবে।

যেসব সদস্য ফিজিক্যাল মোডে (কাগজের শেয়ার সার্টিফিকেট আকারে) শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে RTA-এর কাছে mdpldc@yahoo.com ইমেল ঠিকানায় অথবা কোম্পানির কাছে infoimpexferro@gmail.com ইমেল ঠিকানায় তাঁদের ইমেল আইডি আপডেট করার জন্য। আর যেসব সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে (ইলেকট্রনিক আকারে) শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাঁদের ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কোম্পানি তার সকল সদস্যকে-যাঁরা 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ শেয়ার ধারণ করছেন-এজিএম (AGM)-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পাদনের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক উপায়ে (রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং) ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এই সুবিধাটি সিডিএসএল (CDSL)-এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের বিস্তারিত নিয়মাবলি বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়সীমা রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে। এরপর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোনো ব্যক্তি সদস্যপদ লাভ করলে এবং 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ শেয়ার ধারণ করলে, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ অথবা কোম্পানির আরটিএ (RTA)-এর কাছে mdpidc@yahoo.com ঠিকানায় অনুরোধ জানিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, যদি কোনো সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর কাছে আগে থেকেই নিবন্ধিত থাকেন, তবে তাঁরা তাঁদের বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেই ভোট দিতে পারবেন।

কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের ব্যবস্থাও রেখেছে যা ভিসিওএভিএম (VCOAVM) প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত এর জন্য কোনো আলাদা লগ-ইন আইডির প্রয়োজন নেই। যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তাঁরা এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু এজিএম চলাকালীন পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। যেসব সদস্য এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট দেননি-এবং অন্য কোনো কারণে ভোট প্রদানে বাধাগ্রস্ত নন-তাঁরা এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, আপনি www.evotingindia.com-এর 'হেল্প' সেকশনে উপলব্ধ 'এফএকিউ' ও ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ই-মেইল করতে পারেন কিংবা কোম্পানি অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ইম্পেক্স ফেরো টেক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর /-অশোক কুমার সারাওগি
(IBBUI/PA-001/1P-P00171/2017-18/10340)
রেজোলিউশন প্রফেশনাল

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

সুচিকিৎসা মাসিক
স্বাস্থ্য পত্রিকা
দুরন্ত বার্তা

NAME CHANGE

I, Rafija Bibi (Old Name) W/O–Kazi Obaidul Islam residing at Vill & PO-Tenkaraipur , PS-Islampur , Dist-Murshidabad, West Bengal 742304 do hereby declared that I have changed my name from Rafija Bibi to Rafija Khatun and henceforth I shall be known as Rafija Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/09/2026 . My name Rafija Khatun & Rafija Bibi both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Anusri Chakrabarti Mishra D/O–Pradyot Kumar Chakrabarti resident of Vill.&P.O.Saidpur, P.S. Pursurah, Dist. Hooghly do hereby declare my actual name Anusri Chakrabarti Mishra instead of Anusri Mishra, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sadar, Dist. Hooghly dated on 01/08/2025. Anusri Chakrabarti Mishra and Anusri Mishra is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ferdousi Begam W/O - Sayed Sarafat Ali, resident of Vill-Ramgopalpur, P.O.-Ramgopalpur, P.S.-Galsi, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713403, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as FERDOUSI SAYED in all purposes, vide affidavit No- 628 dated 03.09.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Ferdousi Begam and Ferdousi Sayed both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Shimpy Jesmin, D/O Md Sirajul Islam, W/O Rusth Mohammed Mehebub Imran, গ্রাম-লোহাপুর বাজার, পোঃ-লোহাপুর, থানা-নলহাটি, জেলা-বীরভূম এবং বর্তমানে গ্রাম-মুরারই বেগুনহাটি, পোঃ ও থানা-মুরারই, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩১২১৯-এর বাসিন্দা। আমার পিতার সঠিক নাম Md Sirajul Islam, S/O Younosh Sheikh কিন্তু আমার জন্ম শংসাপত্র, মাধ্যমিক এডমিট কার্ড ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেটে পিতার নাম Sirajul Islam হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। এই নামের পার্থক্য সংক্রান্ত বিষয়ে আমি ১৭.১১.২০২৫ তারিখে রামপুরহাটের মাননীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এফিডেভিট করেছি এবং ঘোষণা করেছি যে Sirajul Islam এবং Md Sirajul Islam একই ও অভিন্ন ব্যক্তি, অর্থাৎ আমার পিতা। আমার অন্যান্য সকল তথ্য, নাম ও স্বামীর নাম অপরিবর্তিত রয়েছে।

NAME CHANGE

I, BASERA BIBI,W/O MOFAJJEL ALLIES MOJAFFEL BISWAS, RESIDING AT VILL &P.O. CHANDIPUR, P.S. BADURIA, DIST. NORTH 24 PGS. DO HEREBY DECLARE THAT MY HUSBAND HAVE CHANGED HIS NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOFAJJEL BISWAS IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO 19911 SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 17.8.2026. MOFAJJEL, MOJAFFEL BISWAS & MOFAJJEL BISWAS BOTH ARE SAME & ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, MARUFA MOLLA(Old name) W/o Asraf Molla D/o Ananta Bar residing at Majher Khamar, P.O.-Radhaballavpur, P.S.-Kultali, Dist.-South 24 Parganas, Pin-743349 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MARUFA MOLLA to SAMPA BAR and henceforth I shall be known as SAMPA BAR(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Baruipur, South 24 Parganas dated 27/08/2026. MARUFA MOLLA(old name) and SAMPA BAR(new name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Jargul Khan (old name) S/o-Salamat Khan residing at Bilchatra, Malibari, Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD JARGUL KHAN to JARGUL KHAN and henceforth I shall be known as JARGUL KHAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 07/09/2026. MD JARGUL KHAN (old name) and JARGUL KHAN (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Shyam Mondal, পিতা- Pasupati Mondal, ঠিকানা নারনা, ডোমজুড়, হাওড়া, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্ট, কলকাতা এর Affidavit দ্বারা Shyam Chandra Mondal নামে পরিচিত হলাম। Affidavit no. 6813 Dated, 03.09.2026. Shyam Mondal Shyam Chandra Mondal একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Chadki Murmu W/O–Jiten Murmu resident of Vill-Tola Purbapara, P.O. Baidyapur, P.S.-Kalna, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713122 do hereby declare my actual name Chadki Murmu instead of Churki Marandi and my husband's actual name Jiten Murmu instead of Jitan Murmu, vide an affidavit sworn before the Ld. Sub-Divisional Executive Magistrate at Kalna Court dated on 02/09/2025. Chadki Murmu W/O–Jiten Murmu and Churki Marandi W/o Jitan Murmu both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manik Sk (old name) S/o- Late Kholai Sk residing at Lakshmikantapur, Anduli, Kandi, Dist- Murshidabad, Pin-742138 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MANIK SK to MANIK CHAND SK and henceforth I shall be known as MANIK CHAND SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Kandi, Murshidabad dated 29/07/2026. MANIK SK (old name) and MANIK CHAND SK (new name) both are same and one identical person.

খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের 'ক্লোজার' নোটিশ অমান্য করে রেস্তোরাঁ চালু, বহরমপুরে গ্রেপ্তার ম্যানেজার সহ ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ৭ সেপ্টেম্বরঃ খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, 'ক্লোজার নোটিশ' অমান্য করে রেস্তোরাঁ চালু রাখার অভিযোগে বহরমপুরে গ্রেপ্তার করা হল একটি রেস্তোরাঁর ম্যানেজার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে। রবিবার রাতে বহরমপুর থানার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনায় শহর জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কারণ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অনিয়মের অভিযোগে রেস্তোরাঁ বন্ধ হলেও রাজ্যে কোথাও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। রাজ্যে এই প্রথম খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আইনকে অমান্য করার অভিযোগে বহরমপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হলো দু'জনকে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্য জুড়ে চলছে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের বিশেষ অভিযান। অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন, পচা ও অনিরাপদ কাঁচামাল মজুত, খাবারে রাসায়নিক রং ব্যবহার-সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে একাধিক হোটেল-রেস্তোরাঁকে নোটিশ দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে দপ্তর। সেই অভিযানের অঙ্গ হিসেবেই শুক্রবার বহরমপুর শহরের বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁয় হানা দেন রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, শুক্রবার বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি জনপ্রিয় খাবার অভিযান চালায় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। পরিদর্শনের সময় ভয়াবহ চিত্র উঠে আসে। রেস্তোরাঁর ফ্রিজ থেকে উদ্ধার হয় পচা মাংস ও বাসি খাবার। এছাড়াও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা, অনিরাপদ কাঁচামালের ব্যবহার এবং বাসি খাবার পরিবেশনের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যায়। এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই ওইদিনই রেস্তোরাঁটিকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য 'ক্লোজার নোটিশ' ধরানো হয় ম্যানেজারের হাতে। কিন্তু অভিযোগ, প্রশাসনের সেই নোটিশকে কোনও গুরুত্বই দেয়নি রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ। 'ক্লোজার নোটিশ' পাওয়ার পরদিন, শনিবার সকাল থেকেই ফের রমরমিয়ে ব্যবসা চালু করে দেয় তাঁরা। এই খবর খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের কাছে পৌঁছতেই নড়েচড়ে বসেন আধিকারিকরা। রবিবার রাতেই ফের ওই রেস্তোরাঁয় হানা দেয় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকেরা। সঙ্গে ছিলেন বহরমপুর সদর মহকুমা শাসক সমীরণ বারিক। 'ক্লোজার নোটিশ' পাওয়ার পরও রেস্তোরাঁ খোলা রাখার অপরাধে এবং খাদ্য সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ওই রেস্তোরাঁর ম্যানেজার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে মহকুমা শাসক সমীরণ বারিক বলেন, ''গত শুক্রবারই খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা এই রেস্তোরাঁয় পরিদর্শন করে বিভিন্ন ত্রুটি খুঁজে পান এবং ম্যানেজারের হাতেই 'ক্লোজার নোটিশ' ধরিয়ে যান। কিন্তু ভুল শুধরে নেওয়ার পরিবর্তে তাঁরা নোটিশকে অগ্রাহ্য করে শনিবার থেকেই ফের রেস্তোরাঁ চালু করে দিয়েছে। আমরা বহরমপুর থানার পুলিশকে জানিয়েছি এবং তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, এর আগে আমরা যে সমস্ত রেস্তোরাঁকে নোটিশ দিয়েছি, তাঁরা সকলেই দোকান বন্ধ রেখেছে। আমরা তাঁদের ত্রুটি শুধরে নেওয়ার সুযোগও দিয়েছি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এরা আইনকে অমান্য করেছে।'' অন্যদিকে, বহরমপুরের গোরাবাজার এলাকার একটি নামী হোটেল নোটিশ পাওয়ার পরও খোলা রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক স্পষ্ট করেন, ওই হোটেলের আউটলেট বন্ধ করা হয়নি, তাদের ওয়ার্কশপে ত্রুটি ধরা পড়ায় শুধুমাত্র ওয়ার্কশপটি বন্ধ করা হয়েছে। তারা অন্য জায়গা থেকে খাবার তৈরি করে এনে আউটলেটে বিক্রি করছেন। ত্রুটি শুধরে নিলে পুনরায় ওয়ার্কশপ চালু করতে পারবেন।

ফের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ

স্বপ্নিল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৭ সেপ্টেম্বরঃ ফের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ঝাড়গ্রামে। এ বার অভিযোগের শিকার তৃতীয় শ্রেণির এক আদিবাসী ছাত্রী। রবিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম থানার একটি গ্রামের ঘটনা। অভিযুক্তকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম মন্টু বাস্কে। তাঁর বাড়ি বেলিয়াবেড়া থানার বনকাটি এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় নাবালিকার বাবা-মা কাজে এবং ঠাকুমা জমির কাজে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ছিল আট বছরের মেয়েটি এবং তার সাড়ে তিন বছরের ভাই। সেই সুযোগে বাড়িতে ঢুকে শিশুটিকে ধর্ষণ করেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল ঝুম্পা মৃধা স্বামী- কৃষ্ণেন্দু মৃধা, ঠিকানা- কাদারহাট বিদ্যাসাগর পল্লী, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, পোস্ট অফিস রামকৃষ্ণ পল্লী, থানা সোনারপুর বর্তমানে নরেন্দ্রপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোলকাতা ৭০০১৫০, পশ্চিমবঙ্গ, ইং ০২.০৯.২০২৬ তারিখে কালিবাজার, পোস্ট অফিস লস্করপুর, থানা-নরেন্দ্রপুর, কোলকাতা-৭০০১৫৩, তে বিক্রয় কোবালা, দলিল নং ০৪৪০০/২০০৭ (বুক নং ১, ভলিউম নং ৮৬, পৃষ্ঠা ৩২০ হইতে ৩২৭ যাহা ADSR সোনারপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) হারিয়ে ফেলেন এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে নরেন্দ্রপুর থানায় ০৪.০৯.২০২৬ তারিখে জেনারেল ডায়েরি (নং. ২৮৭) দাখিল করেন। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি উপরিউক্ত দলিলটির সন্ধান, দলিল সংক্রান্ত কোনোরূপ তথ্য পেয়ে থাকেন বা কোন ব্যক্তির যদি দলিল বা দলিলভুক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল নং বা ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে, অন্যথায় কাহারো কোন অভিযোগ গৃহীত হইবে না।

পল্লব বেরা
(অ্যাডভোকেট)
মোবাইল নংঃ ৯৩৩২৯৮২০৬১
শপ নং- ১৭ এবং ১৮, সুবোধ মার্কেট কমপ্লেক্স (গ্রাউন্ড ফ্লোর), ৮৩৩, গাড়িয়া স্টেশন রোড, কালীতলা, পোঃ গড়িয়া, থানা- নরেন্দ্রপুর, কোল- ৮৪

ABRIDGED SHORT NOTICE INVITING TENDER

SNIT No. 09/EE-II/CD of 2026-27

Sealed offline tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the bonafied contractors having credential of 30% of similar nature of work in last 5 (Five) years, for 8 (Eight) nos. emergent restoration work related to repair of sluice, protection of river embankment/ canal bank etc. within Block - Diamond Harbour-I & II, Kulpi, Diamond Harbour Municipality, Budge Budge-II for Amount Put to Tender ranging from **Rs. 8.31 Lakh to 38.63 Lakh. (i)** Last date of application is **11.09.2026 up to 12.00 Noon (ii)** Last date of issue of Tender Document is **11.09.2026 after 15.00 Hrs. (iii)** Last date of submission Tender Document is **15.09.2026 up to 14.00 Hrs. (iv)** Date of opening Tender is on **15.09.2026 after 14.30 Hrs.** For other details the website **www.iwd.wb.gov.in** and Office Notice Board to be followed.

Sd/-
Executive Engineer-II
Canals Division
I & W Directorate

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Hiring and operation of temporary IT infrastructural Setup in connection with the Swearing-inceremony of the Hon'ble the Chief Justice of Hon'ble High Court, Calcutta during the month of August/ September, 2026.: Additional Work [(i) Gate: B ; ii) First Floor, Main Building - Left side of Lift Lobby ; iii) 13 No. Bar Association Room at Centenary Building)]"

[Job No. KIT/RW/166 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-091/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing: 08.09.2026 up to 05.00 PM

2. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP in connection with inauguration of " Somnath Swabhiman Parv-2026" at Kolkata Station, on 12.09.2026"

[Job No. KIT/RW/167 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-092/KIT/Q of 26-27) Bid Submission Closing: 11.09.2026 up to 03.00 PM

3. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP in connection with inauguration of "Somnath Swabhiman Parv-2026" at Kolkata Station, on 12.09.2026"

[Job No. KIT/RW/168 of 26-27]
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-093/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing: 11.09.2026 up to 03.00 PM

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division

বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে ১) শ্রী জগবন্ধু দাস (পিতা স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ দাস), ২) শ্রীমত্যা ততিনী দাস (স্বামী স্বর্গীয় মধুসূদন দাস), ৩) শ্রী পৃথীশ দাস, ৪) শ্রী অরূপ দাস (উভয়ের পিতা স্বর্গীয় মধুসূদন দাস), সর্ব গ্রাম- সুজাগঞ্জ শহর, ডাকঘর ও থানা ও জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড নং ৭২১১০১, ৫) শ্রীমতী কৃষ্ণা বর্ধন (স্বামী শ্রী রতন বর্ধন) গ্রাম ও ডাকঘর ও থানা- বসিরহাট, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগনা, পিন কোড নং ৭৪৩৪১১, ৬) শ্রীমতী কাবেরী বোস (স্বামী শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ বোস), গ্রাম- দেশপ্রানপল্লী, ডাকঘর ও থানা ও জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড নং ৭২১১০১, ৭) শ্রীমতী মধুমিতা তরফদার (স্বামী শ্রী কৌশিক তরফদার) ঠিকানা- দিশারী এ্যাপার্টমেন্ট (সুজাগঞ্জ শহর), ডাকঘর ও থানা ও জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড নং ৭২১১০১, ৮) শ্রীমতী দেবানী দাস (স্বামী শ্রী আশীষ দাস), ৯) শ্রী অর্ঘদীপ দাস (পিতা শ্রী আশীষ দাস), উভয়ের গ্রাম- সুজাগঞ্জ শহর, ডাকঘর ও থানা ও জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড নং ৭২১১০১, গত ইংরাজী ২৭/০২/২০২৬ তারিখে মেদিনীপুর এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ৫০৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী দেবেশ দাস, পিতা স্বর্গীয় মধুদুদন দাস, গ্রাম- সুজাগঞ্জ শহর, ডাকঘর ও থানা ও জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড নং ৭২১১০১, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, উক্ত আমমোক্তার নামা অনুযায়ী জেলা- হাওড়া থানা ও এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ বাগনান এর অন্তর্গত বাঁন্টুল বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে ৮৩ নং জে. এল. ভুক্ত বাঁন্টুল মৌজায় হাল ৩১৯, ৮৬১, ৪০৬, ৭৫০, ২৩৯, ৩০৪ ও ৩৩৬ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ৩৮৪ হাল ৩৭৭ নং দাগে ডাঙ্গা ১০০০০ অংশে ২৯ শতক এর মধ্যে ০৯.৩৩ শতক, হাল ৩১৯ ও ৮৬১ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ৩৮৫ হাল ৩৭৯ নং দাগে বাস্তু ১০০০০ অংশে ৪৭ শতক এর মধ্যে ০৭.৫৪৫ শতক এবং হাল ৩১৯ ও ৮৬১ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ৩৮৯ হাল ৩৮৩ নং দাগে বাস্তু ১০০০০ অংশে ০৫ শতক এর মধ্যে ০১.৫০ শতক, সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারের নিকট হইতে আমার মক্কেলগন থানা- বাগনান এর অন্তর্গত, গ্রাম ও ডাকঘর- বাঁন্টুল ১) শ্রী অরুন নন্দী, ২) শ্রী বরুন নন্দী, (উভয়ের পিতা স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন নন্দী), গত ইংরাজী ১৩/০৩/২০২৬ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ১২৫৪ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে, ৩) শ্রী অনুপ আচার, (পিতা স্বর্গীয় শ্রীপতি আচার), গত ইংরাজী ১৩/০৩/২০২৬ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ১২৫৫ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে, ৪) শ্রী সুব্রত দাস, (পিতা স্বর্গীয় সিন্ধুলাল দাস) গত ইংরাজী ১৩/০৩/২০২৬ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ১২৫৬ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে, ৫) শ্রীমতী কনিকা দত্ত (স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ দত্ত), গত ইংরাজী ১৩/০৩/২০২৬ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ১২৫৭ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে এবং ৬) শ্রী মানস কুমার দাস, ৭) শ্রী অনুপম দাস (উভয়ের পিতা স্বর্গীয় ভোলানাথ দাস) গত ইংরাজী ১৮/০৩/২০২৬ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ১৩১৬ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে খরিদ করিয়া সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বাগনান-২, অফিসে নাম খারিজ বা মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছে। এতদবিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বাগনান-২, অফিসে প্রমানাদি সহ আপত্তি জানাতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Priyajit Nandi (Advocate)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৬/৪৫, তারিখ ০৭.০৯.২০২৬। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। যথাক্রমে **ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি ঃ (১) ০৭২৬১০৮৩;** আগস্ট ২০২৩ সালের আরডিএসও-এর মাপকাঠি নং সি-৯৪০৭, টাইপ-II, রিভ. ৪ অনুযায়ী উড বেসড ইমপ্রেগনেটেড কমপ্রেশড, ল্যামিনেট একটি তলে চেকর্ড ডিজাইন যার মাপ ঃ (৩৩৫০+/-১০ মিমি) x (৭৭০+/-৫ মিমি) x ১২ মিমি সংগ্রহ করা; ৫,৪১,৭৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২) ১৪২৬১০৩১;** লেড অ্যাসিড সেল, কম রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি; ২,১৩,০৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০২.১১.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩) ১০২৫২৩৫৬সি;** বাস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (এফভিবি প্রসেসর) ইত্যাদি; ১,৩৬,৭০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৪) ০৫২৬১০৬৭এ;** আইএস ঃ ৩০৯/২০২৩, ৫ম সংশোধন অনুযায়ী উচ্চ চাপের অক্সিজেন গ্যাস সংগ্রহ করা; ১,৩৫,৯৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৫) ১০২৬২২৯৫এ;** ইলেক্ট্রন বিম সিঙ্গল কোর কেবল; ১,০৭,১৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৬) ২১২৬২০৯১;** এয়ার ব্রেক ইত্যাদির জন্য ১১" বগি মাউন্টেড ব্রেক সিলিন্ডারের জন্য হ্যান্ড ব্রেক কেবল অ্যাসেম্বলির সেট সংগ্রহ করা; ১,৭৭,০৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৭) ১৫২৬৫০৮৮;** আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি ও যন্ত্রাংশ সহ রোটারি ইলেক্ট্রিক এয়ার কম্প্রেসর সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ (৫০০ সিএফএম, ১০ কেজি/সিএম২); ১,৩৯,৬২০ টাকা। **(৮) ১৫২৪৫০৯৮সি;** টার্নকি ভিত্তিতে সংযুক্তকৃত টেকনিক্যাল মাপকাঠি অনুযায়ী এএমএফ কন্ট্রোল প্যানেল সহ ডিজেল জেনারেটরের সেট ৪০০ কেভিএ সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণের সংগ্রহ; ১,৩০,০০০ টাকা। **(৯) ১৫২৬৫০৯৫;** এয়ার কম্প্রেসর রোটারি স্ক্রু বিদ্যুৎচালিত ৫০০ সিএফএম, ১০ কেজি/সিএম২ (সংযুক্তকৃত মাপকাঠি অনুযায়ী) সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ; ১,১৮,৫২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.১০.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৭, ৮ ও ৯-এর জন্য)। **(১০) ১০২৫১১৫১এ;** ৩১টি সামগ্রী ইত্যাদি সম্বলিত মেসার্স শিনাইডার ইলেক্ট্রিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিঃ-এর সিঙ্গল ইন্টারাপটার টাইপ ২২সিবি সহ ভিসিবি-এর জন্য সিকেডি পিআরভিএমএফআর৩৮২৪৬এলসি_এস সমেত আইওএইচ সার্ভিস কিট; ১,৮১,১৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১১) ১০২৬২২১৯;** সিএলডব্লু-র মাপকাঠি নং - সিএলডব্লু/ইএস/আর-২৭ অল্ট-জেড অনুযায়ী সাধারণ লোকোর জন্য রিলে কিউএলএম টাইপ ডিআই সংগ্রহ; ১,৩৭,৫২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১২) ১০২৬১১২৫;** এওএইচ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য সাব কিট এওএইচ-I; ১,৯২,৯৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৩) ০৫২৬১২৮৩;** ডব্লুএজি৯/ডব্লুএপি৭ লোকোমোটিভের ট্র্যাকশন মোটর বিয়ারিং এবং সাসপেনশন টিউব বিয়ারিং-এর জন্য সার্ভোপ্লেক্স এসএইচসি-১২০ (আইওসিএল) গ্রিস সংগ্রহ; ৪,৬৫,৩৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৪) ২১২৬১২৮৪;** এল-টাইপ কম্পোজিশন ব্রেক ব্লক সংগ্রহ; ১,৩৪,৩৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৫) ২১২৬১৫৩২;** নতুন ডোরওয়ে স্টিফনার ক্রসবার ইত্যাদি; ৯,৩৬,১২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৬) ২১২৬১১২৭;** এয়ার ব্রেক হোস কাপলিং ইত্যাদি; ১০,৯৫,৯৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.১০.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৭) ০৮২৫৫০৫৭;** এক্সএলপিই ইন্সুলেটেড, পিভিসি আউটার শীথড এলটি ১১০০ভি-এর সরবরাহ ও পরীক্ষা; ১,৭৫,৯৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৮) ১১২৬১০০২;** বোলস্টার স্প্রিং (উচ্চ ক্ষমতার পার্সেল ভ্যান) ইত্যাদি সংগ্রহ; ১,১৬,৪৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৯) ১১২৬১০৮৩;** স্ল্যাক অ্যাডজস্টার ইত্যাদি সহ ২০৩.২ মিমি x ৯৫.২৫ মিমি ব্রেক সিলিন্ডার; ১,১৫,৫৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২০) ১১২৬১৮১১;** ভার্টিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন (৬০০ কেজি)-এর জন্য ডবল অ্যাক্টিং হাইড্রলিক শক অ্যাবজর্ভার; ৩,২৪,১৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২১) ০৫২৬১১৮৫;** সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং এনইউপি-৩১৮ এমসি৪ ইত্যাদি সংগ্রহ; ১,৩৪,৮১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২২) ১১২৬১১২৬;** ইন্টারকার গ্যাংওয়ে মাউন্টিং ইত্যাদি; ১২,৭৯,৭৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৩) ০৫২৬১২২৯;** ১৪০০ সিআইএ কেটিএ ৫০এল ডিইএমইউ ইঞ্জিন ইত্যাদির জন্য ক্র্যাঙ্ককেস অয়েল ১৫ডব্লু৪০ এপিআই সিএইচ৪ সংগ্রহ; ২,৩৭,৪১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৪) ২১২৬১৪১৩;** ডোর অ্যাসেম্বলি (ডবল লিঙ্ক) ইত্যাদি; ১০,০৩,৫৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.১০.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৫) ১১২৬১০৬৩;** ড্র হুক (উন্নত) ইত্যাদি সংগ্রহ; ১,৭০,৪৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০১.১০.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৬) ১২২৬_এলসি_ফিটিং_৪৯১৬;** ফিটিংস সহ আরডিএসও ড্রইং অনুযায়ী পিএসসি স্লিপার বিজি ফর ৬০ কেজির ওপর লেভেল ক্রশিং ফিটিংস সংগ্রহ; ৪,৬৯,৪৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৭) ১২২৬_আইএসইজে_৬৯০২;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৬৯০২ অনুযায়ী উন্নত সুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্ট সংগ্রহ করার রানিং চুক্তি; ১২,৭২,০৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৮) ১২২৬১০৯৪;** ৬.২ মিমি পুরু ৬০ কেজি ইউআইসি রেলের জন্য কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেটের (সিজিআরএসপি) দুই বছরের আরজিসি; ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৯) ১২২৬_ইএনডি_সিইউটি_এইচভিএন;** বিভিন্ন ধরনের এন্ড কাট কম্বিনেশনে হাই ভিসকস নাইলন (এইচভিএন-৬৬) ইন্সুলেটিং লাইনারের উৎপাদন ও সরবরাহের রানিং চুক্তি; ৫,৭৭,০৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩০) ২২২৬১৬০৯;** এআই/২০২৬-২৭-এর প্রেক্ষিতে ইঞ্জেকশন ডুরভালুমাব ৫০০ মিগ্রা আইটেম কোড নং এম২৬১৯২৪, ক্রঃ নং ১১৭০; ৩,২৩,৪৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩১) ২২২৬১৩৩৩;** এআই ২০২৬-২৭ (রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত উৎপাদক সংস্থার পণ্য তালিকায় পণ্যটি প্রাপ্তব্য হতে হবে) সূচের সঙ্গে ব্যবহারযোগ্য ইন্ট্রাভিট্রিল ব্যবহারের জন্য ইঞ্জেকশন অ্যাফ্লিবারসেপ্ট ৪০ মিগ্রা/মিলি; ৩,০৪,৭৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩২) ১২২৬_মেটাললাইনার_8995;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৮৯৯৫ অনুযায়ী তীক্ষ্ণ বাঁকের জন্য মেটাল লাইনারের উৎপাদন ও সরবরাহের রানিং চুক্তি; ১,২৩,৬৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৯.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (প্রতিটির জন্য)। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সব টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-33/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 296 — **Tender Notice Date: 7/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 286/9/2026-2027 dated 07/09/2026** under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. **(Prebid Meeting Held on 10/09/2026 2.00 pm).** Last date of E-Submission: **19/9/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 291 — **Tender Notice Date: 7/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 291/9/2026-2027 dated 07/09/2026** under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. **(Prebid Meeting Held on 10/09/2026 2.00 pm).** Last date of E-Submission: **19/9/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 289 — **Tender Notice Date: 7/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 289/9/2026-2027 dated 07/09/2026** under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. **(Prebid Meeting Held on 10/09/2026 2.00 pm).** Last date of E-Submission: **19/9/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে সেখ রফিক আলি, পিতা আহাদ বক্স, গ্রাম- অঙ্কুরহাটী ডাকঘর- শলপ, থানা- ডোমজুর, জেলা- হাওড়া, গত ইং ০৫/০৮/২০১০ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে IV-73 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী বিশ্বজিৎ রায়, পিতা স্বর্গীয় সমর রায়, গ্রাম ও ডাকঘর- বাঁন্টুল, থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন কোড ৭১১৩১২, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, উক্ত আমমোক্তার নামা অনুযায়ী জেলা- হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ বাগনান এর অন্তর্গত মুগকল্যান বেনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে ৮৯ নং জে. এল. ভুক্ত মুগকল্যান মৌজায় হাল ৩৮০৮ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ও হাল ২৮৭২ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ২০ শতক মধ্যে ১০ শতক সাবেক ও হাল ২৮৭৫ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ২৯ শতক মধ্যে ০৭ শতক, সাবেক ও হাল ২৮৭৬ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ৩১ শতক মধ্যে ১৭ শতক, সাবেক ও হাল ২৮৮০ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ২৭ শতক মধ্যে ১৩ শতক, সাবেক ও হাল ২৮৮১ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ৩২ শতক মধ্যে ১৪ শতক অর্থাৎ ৫টি দাগে সর্ব মোট ৬১ শতক সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারের নিকট হইতে আমার মক্কেল শ্রীমত্যা বাসন্তী সেনগুপ্ত, স্বামী স্বর্গীয় সুধাংশু সেনগুপ্ত গ্রাম ও ডাকঘর- বাঁন্টুল, থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া পিন কোড ৭১১৩১২, গত ইংরাজী ০৬/০৮/২০১০ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে যথাক্রমে ২৮৪১ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে খরিদ করিয়া সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বাগনান-২, অফিসে নাম খারিজ বা মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছে। এতদবিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বাগনান-২, অফিসে প্রমানাদি সহ আপত্তি জানাতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Priyajit Nandi (Advocate)

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 290 — **Tender Notice Date: 7/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 290/9/2026-2027 dated 07/09/2026** under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. **(Prebid Meeting Held on 10/09/2026 2.00 pm).** Last date of E-Submission: **19/9/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 292 — **Tender Notice Date: 7/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 292/9/2026-2027 dated 07/09/2026** under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. **(Prebid Meeting Held on 10/09/2026 2.00 pm).** Last date of E-Submission: **19/9/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 285 — **Tender Notice Date: 7/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 285/9/2026-2027 dated 07/09/2026** under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. **(Prebid Meeting Held on 10/09/2026 2.00 pm).** Last date of E-Submission: **19/9/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 287 — **Tender Notice Date: 7/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 287/9/2026-2027 dated 07/09/2026** under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. **(Prebid Meeting Held on 10/09/2026 2.00 pm).** Last date of E-Submission: **19/9/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 288 — **Tender Notice Date: 7/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 288/9/2026-2027 dated 07/09/2026** under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. **(Prebid Meeting Held on 10/09/2026 2.00 pm).** Last date of E-Submission: **19/9/2026.**
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

মোটোরেক্স কর্পোরেশন লিমিটেড

পেন কোর্ট, বিএল-১, ফ্ল্যাট-১৩, ৫/বি জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭
ইমেলঃ shah.chetan.59@gmail.com ফোনঃ +৯১ ৮২৯৬৫৪০৪১৫
ওয়েবসাইটঃ www.motorexcorp.in
সিআইএনঃ ইউ৩৫৯১৪ডব্লুবি১৯৬১পিএলসি০২৫২১৭

৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) উত্থাপিত সকল প্রস্তাবের বিষয়ে কোম্পানি সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং (ই-ভোটিং)-এর সুবিধা প্রদান করছে। উক্ত সভাটি ২০২৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর, বুধবার দুপুর ২:৩০টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-পেন কোর্ট, বিএল-১, ৪র্থ তলা, ফ্ল্যাট-১৩, ৫বি জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭-এ অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

কোম্পানি ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে নিবন্ধিত সকল সদস্যের কাছে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, উপস্থিতি স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন যথাযথভাবে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, উপস্থিতি স্লিপ ও প্রক্সি ফর্মসহ বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.motorexcorp.in-এ পাওয়া যাচ্ছে।

কোম্পানি তার সকল সদস্যকে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের (যার মধ্যে রিমোট ই-ভোটিং অন্তর্ভুক্ত) মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। আইন ও বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ

(ক) রিমোট ই-ভোটিং দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান প্রক্রিয়াটি ২০২৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ৯:০০টায় শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেল ৫:০০টায় শেষ হবে। এরপর সিডিএসএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর বিকেল ৫:০০টার পরে আর কাউকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। কোনো প্রস্তাবের ওপর সদস্যরা একবার ভোট প্রদান করলে তা পরবর্তীতে আর পরিবর্তন করা যাবে না।

(খ) ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের কাট-অফ ডেট হিসেবে কোম্পানির যেসব সদস্যের হাতে ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার রয়েছে, তাঁরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে যাদের নাম সদস্য তালিকায় ছিল, তাঁদের সবার কাছেই এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর সময় ইলেকট্রনিক ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাঠানো হয়েছে।

(গ) কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ব্যালট পেপার বা পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তাঁরা এজিএম-এ ব্যালট বা পোলিং পেপারের মাধ্যমে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

(ঘ) যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে তাঁরা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

(ঙ) ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের কাট-অফ ডেট হিসেবে ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সদস্য বা বেনিফিশিয়াল ওনারদের (প্রকৃত মালিক) রেজিস্টারে যাদের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে, কেবল তাঁরাই রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ ব্যালট বা পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, সদস্যরা www.evotingindia.com-এর ডাউনলোড সেকশনে অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com ইমেইল ঠিকানায় উপলব্ধ সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখে নিতে পারেন।

এছাড়া এতদ্দ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

মোটোরেক্স কর্পোরেশন লিমিটেট-এর পক্ষে
স্বা/-
(শইষ্ঠা আফরিন)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৫.০৯.২০২৬

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical) / Lighting / Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works :

(1) NIT No. : LTG/52/WD-17/BR-II/Z-I/26-27
Name of the work : **Improvement of illumination by installation LED light fittings and allied electrical works at different places in Ward No. 17 under Br.-II**; Estimated Amount : ₹ **4,73,315.69**; Earnest Money : ₹ **9,600.00**.

(2) NIT No. : LTG/51/WD-16/BR-II/Z-I/26-27
Name of the work : **Improvement of illumination by installation LED light fittings and allied electrical works at different places in Ward No. 16 under Br.-II**; Estimated Amount : ₹ **4,75,399.65**; Earnest Money : ₹ **9,600.00**.

(3) NIT No. : LTG/50/WD-15/BR-II/Z-I/26-27
Name of the work : **Improvement of illumination by installation LED light fittings and allied electrical works at different places in Ward No. 15 under Br.-II**; Estimated Amount : ₹ **4,78,999.76**; Earnest Money : ₹ **9,600.00**; Period of completion : **15 Days (For Sl. No. 5 to 7)**.

(4) NIT No. : LTG/37/WD-15/BR-II/Z-I/26-27
Name of the work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different places in Ward No. 15 under Br.-II**; Estimated Amount : ₹ **2,50,316.38**; Earnest Money : ₹ **5,100.00**.

(5) NIT No. : LTG/39/WD-17/BR-II/Z-I/26-27
Name of the work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different places in Ward No. 17 under Br.-II**; Estimated Amount : ₹ **2,48,247.90**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(6) NIT No. : LTG/38/WD-16/BR-II/Z-I/26-27
Name of the work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different places in Ward No. 16 under Br.-II**; Estimated Amount : ₹ **2,47,483.33**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 1 to 6)**; Last date of submission of bid : **19.09.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 1 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 (2 pm) (For Sl. No. 1 to 6)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6)**.

(7) NIT No. : LTG/96/WD-20/BR-II/Z-I/26-27
Name of work : **Repairing and replacement of spare parts of high mast at river front site under Br.-II**; Estimated Amount : ₹ **1,46,116.90**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **25 Days**.

(8) NIT No. : LTG/22/WD-18/BR-II/Z-I/26-27
Name of work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system at Beadon Street and other places in Ward No. 18 under Br.-II**; Estimated Amount : ₹ **2,36,180.42**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(9) NIT No. : LTG/21/WD-20/BR-II/Z-I/26-27
Name of work : **Repairing and replacement of street lighting arrangements at Nimtola Ghat Street and other places in Ward No. 20 under Br.-II**; Estimated Amount : ₹ **2,36,598.56**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(10) NIT No. : LTG/20/WD-19/BR-II/Z-I/26-27
Name of work : **Repairing and replacement of street lighting arrangements at Stand Bank Road and other places in Ward No. 19 under Br.-II, KMC**; Estimated Amount : ₹ **2,48,516.56**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 8 to 10)**; Last date of submission of bid : **16.09.2026 at 1 pm (For Sl. No. 7 to 10)**; The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 at 1 pm (For Sl. No. 7 to 10)**.

(11) NIT No. : LTG/72/WD-32/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Improvement of street lighting system at Maniktala Main Road and Kankurgachi Underpass under Br.-III, KMC**; Estimated Amount : ₹ **4,69,014.95**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(12) NIT No. : LTG/37/WD-31/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Supply and delivery of street light LED fittings at Kankurgachi and other places in Ward No. 31 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **4,19,087.18**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**.

(13) NIT No. : LTG/36/WD-33/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Supply and delivery of street light LED fittings at Suren Sarkar Road and other places in Ward No. 33 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **4,35,402.00**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **10 Days (For Sl. No. 11 to 13)**.

(14) NIT No. : LTG/25/333/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Restoration of three Nos. high mast at Bagmari Bazar, Trikone Park and Vatikhana in Ward No. 14, 33 and 35, Br.-III, under KMC**; Estimated Amount : ₹ **1,80,002.48**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(15) NIT No. : LTG/64/EMB/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Supply and delivery of LED street light fittings at EM Bypass (Service Road) under Br.-III, KMC**; Estimated Amount : ₹ **4,72,755.46**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **15 Days (For Sl. No. 14 & 15)**.

(16) NIT No. : LTG/65/EMB/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Improvement of illumination by installation LED light fittings and allied electrical works at EM Bypass (From HUDCO More to Bengal Chemical) under Br.-III, KMC**; Estimated Amount : ₹ **2,79,739.70**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(17) NIT No. : LTG/48/WD-14/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Improvement of illumination by installation LED light fittings and allied electrical works at different places in Ward No. 14 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **4,43,114.84**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **20 Days (For Sl. No. 16 & 17)**.

(18) NIT No. : LTG/31/WD-32/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different places in Ward No. 32 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **2,89,225.62**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(19) NIT No. : LTG/29/WD-13/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different places in Ward No. 13 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **2,75,341.15**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(20) NIT No. : LTG/28/WD-14/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different places in Ward No. 14 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **2,89,262.99**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 18 to 20)**; Last date of submission of bid : **19.09.2026 (11 am) (For Sl. No. 11 to 20)**; The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 (4 pm) (For Sl. No. 11 to 20)**.

(21) NIT No. : LTG/35/WD-35/BR-III/Z-I/26-27
Name of work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system at Beleghata Main Road and other palces in Ward No. 35 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **2,44,119.42**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(22) NIT No. : LTG/39/WD-35/BR-III/Z-I/26-27
Name of work : **Supply and delivery of street light LED fittings for different street in Ward No. 35 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **3,74,848.32**; Earnest Money : ₹ **7,500.00**.

(23) NIT No. : LTG/12/WD-35/BR-III/Z-I/26-27 (2nd Call)
Name of work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 35 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **2,44,757.34**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 21 to 23)**; Last date of submission of bid : **18.09.2026 at 5 pm (For Sl. No. 21 to 23)**; The bid forms and other details shall be available on and from **08.09.2026 at 5 pm (For Sl. No. 21 to 23)**.

(24) NIT No. : LTG/33/WD-30/BR-III/Z-I/26-27
Name of work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system at Narkeldanga Main Road and other palces in Ward No. 30 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **2,42,223.05**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(25) NIT No. : LTG/32/WD-29/BR-III/Z-I/26-27
Name of work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system at Narkeldanga North Road and other places in Ward No. 29 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **2,47,990.96**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 24 & 25)**; Last date of submission of bid : **19.09.2026 at 1 pm (For Sl. No. 24 & 25)**; The bid forms and other details are available on and from **09.09.2026 at 5 pm (For Sl. No. 24 & 25)**.

(26) NIT No. : LTG/57/WD-30/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Improvement of illumination by installing LED fittings and allied electrical works at different street in Ward No. 30 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **4,46,554.59**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(27) NIT No. : LTG/58/WD-34/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at different street in Ward No. 34 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **4,43,207.31**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(28) NIT No. : LTG/38/WD-34/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Supply and delivery of street light LED fittings for different places in Ward No. 34 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **3,87,515.10**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.

(29) NIT No. : LTG/56/WD-29/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at different street in Ward No. 29 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **4,54,925.11**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 26 to 29)**; Last date of submission of bid : **19.09.2026 (1 pm) (For Sl. No. 26 to 29)**; The bid forms and other details are available on and from **09.09.2026 (5 pm) (For Sl. No. 26 to 29)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 7 to 29)**. 457/26-27

জাতীয় দলে ভুবনেশ্বরের প্রত্যাবর্তন নিয়ে সরব রায়না

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বরঃ ভুবনেশ্বর কুমার-কে ঘিরে ভারতীয় ক্রিকেটে ফের জোরালো আলোচনা শুরু হয়েছে। ২০২৬ সালের আইপিএল-এ দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরও জাতীয় দলে সুযোগ পাননি তিনি। তবে ২০২৭-এর ওডিআই বিশ্বকাপের আগে অভিজ্ঞ এই পেসারকে ফেরানোর পক্ষে সরব হয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সুরেশ রায়না। একই সঙ্গে নিজেও ভারতীয় দলে ফেরার ইচ্ছার কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভুবনেশ্বর। উত্তরপ্রদেশ টি২০ লিগ চলাকালীন রায়না বলেন, ভুবনেশ্বরের মতো অভিজ্ঞ বোলারকে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় রাখা উচিত। তাঁর সাফ দাবি, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ার মাটিতে হতে চলা বিশ্বকাপে সুইং বোলিং এবং লাইন-লেন্থের উপর ভুবনেশ্বরের নিয়ন্ত্রণ ভারতের বড় সম্পদ হতে পারে। রায়না বলেন, ''ভুবি খুব অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। আমার মনে হয়, ওর ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের দলে থাকা উচিত। বিদেশের মাটিতে অভিজ্ঞ বোলারের প্রয়োজন হবে। ভুবনেশ্বর ও মহম্মদ সামির অভিজ্ঞতার গুরুত্ব নিশ্চয়ই বুঝবে শুভমান গিল। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা থাকলে তাঁদের নিয়েও পরিকল্পনা করা উচিত।'' তিনি আরও বলেন, নির্বাচকদের এমন একটি পেস আক্রমণ গড়া উচিত, যেখানে অভিজ্ঞ বোলারদের পাশাপাশি অলরাউন্ডারদেরও রাখা হবে। ভারতীয় দলে ফেরার বিষয়ে এ বার নিজেই মুখ খুলেছেন ভুবনেশ্বর। একটি ভাইরাল ভিডিয়োয় তাঁকে বলা হয়, সমর্থকেরা আবার তাঁকে ভারতের জার্সিতে দেখতে চান। জবাবে তিনি বলেন, ''আমারও সেই ইচ্ছেই আছে।''

কলকাতা লিগের নিস্ফলা ডার্বিতে নিস্তেজ মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত, ৭ সেপ্টেম্বরঃ আপাতভাবে নিয়মরক্ষার একটি ডার্বি। কিন্তু ডার্বির ক্ষেত্রে আবার নিয়ম কী? তার মধ্যে কয়েকদিন আগেই ডুরান্ড ডার্বি হারের জ্বালা রয়েছে মোহনবাগানের। কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান, দুই দলই সুপার সিক্সে উঠে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও ডুরান্ড হারের 'বদলা'য় নজর ছিল সবুজ-মেরুন সমর্থকদের। বারাসত বিদ্যাসাগর স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটের আলোয় ম্যাচ শেষ হল ১-১ গোলে। মোহনবাগানের হয়ে গোল মনবীর সিংয়ের। যা শোধ করেন ইস্টবেঙ্গলের মহম্মদ বিলাল। লিগের অঙ্ক বদলাল না ঠিকই, তবে প্রশংসা প্রাপ্য লাল-হলুদের তরুণ তুর্কিদের লড়াই। ইস্টবেঙ্গল যে সিনিয়র দলের কোনও ফুটবলার খেলাবে না, তা নিশ্চিত ছিল। ঘরোয়া লিগের চাকু মান্ডি, মনোতোষ মাজি, গৌরব সাউ, আকাশ হেমরামদের কাছে লক্ষ্য বড় ম্যাচের 'বড় তারা' হয়ে ওঠার। অন্যদিকে মোহনবাগান প্রথম থেকেই নামিয়ে দেয় শুভাশিস বোস, রাহুল ভেকে, আপুইয়া, মনবীর সিং, সাহাল আবদুল সামাদদের। ফলে প্রথমার্ধে লড়াই কিছুটা অসম হল। প্রথম থেকে চাপ বজায় রেখেছিল বাস্তব রায়ের ছেলেরা। তবে কলকাতা লিগের 'চেনা রোগ' থেকে এই ম্যাচেও রেহাই মেলেনি। মাঝেমধ্যে তালগোল পাকিয়েছে। গোলমুখে আক্রমণে পরেও সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। প্রশংসা প্রাপ্য ইস্টবেঙ্গলের তন্ময় দাস, অঙ্কন ভট্টাচার্যদের। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলের বড়সড় ভুল বলতে একবারই। সেটাকে লাজে লাগাতে ভুল করেননি মনবীর সিং। ৩৭ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে নির্বিষ বল উড়ে আসে লাল-হলুদের বক্সে। অঙ্কন কিছুটা ফাঁকা জায়গা দিয়েছিলেন

মনবীরকে। অন্যদিকে গোলকিপার গৌরব সাউ এগিয়ে গিয়েছিলেন। মনবীরের শট জালে জড়ানোর আগে সেখান থেকে আর ঠিক জায়গায় ফিরে আসতে পারেননি। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে সম্পূর্ণ অন্য ইস্টবেঙ্গলকে পাওয়া গেল। অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলল অর্চিষ্মান বিশ্বাসের দল। প্রথমার্ধের শেষে মোহনবাগানের গোলমুখে কোনও আক্রমণই হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ২০ মিনিটের মধ্যে অন্তত পাঁচটা শটের যে কোনও একটা গোল হয়ে যেতে পারত। বিজয়ের শট শুভাশিসের গায়ে লেগে ফিরল। একবার মেহতাব কোনও রকমে আকাশকে আটকালেন। ৬০ মিনিটে বিজয় মুর্মু পায়ে বলে করতে পারলেন না। একবার বল ফিরল বারে লেগে। টানা আক্রমণে ইস্টবেঙ্গলের গোল পাওয়া যেন সময়ের অপেক্ষা ছিল। সেটাই হল ৬৫ মিনিটে। কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে মহম্মদ বিলাল অনায়াসে হেড করে গেলেন। মেহতাব, শুভাশিস, রাহুলদের মতো তারকাদের বোকা বানিয়ে গোল করলেন বিলাল। গোলকিপার দীপ্রভাত শুধু দেখলেন। এরপর কখনও অঙ্কন, কখনও মনতোষ চাকলাদার- জীবন লড়িয়ে ডিফেন্স করে গেলেন। জার্সি বদল করে নামা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নড়তেই দেননি অঙ্কন। ৮৩ মিনিটে গৌরব শরীর ছুড়ে যে সেভটা করলেন, তা নিঃসন্দেহে বিশ্বমানের। ম্যাচ শেষ ১-১ গোলে। সুপার সিক্সে আর ডার্বি হবে না। দু'দলই তিনটি করে ম্যাচ খেলবে। ডার্বির ফলাফলে লিগের অঙ্ক বদলাচ্ছে না। তবে বদলাতে পারে দুই প্রধানের দুই কোচের মানসিকতা ও প্রস্তুতি। চাকু বহু ম্যাচের নেপথ্য নায়ক। আজও হয়তো সেই সম্মান পাননি। কিন্তু ব। ম্যাচের চাপ কীভাবে নিতে হয় তা ভালোমতোই জানেন। অঙ্কন, তন্ময়রা অনবদ্য। আকাশের আছে চিতার মতো দৌড়। একঝাঁক বাঙালি ছেলের জয়জয়কার। এঁরা কি আইএসএলে জায়গা পেতে পারেন না? সিনিয়র দলের কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ভেবে দেখা উচিত। অন্যদিকে মোহনবাগানের কোচ প্যানাজিওটিস ডিলেমপেরিস হয়তো ভাববেন, তাঁর দলের ফিটনেস কীভাবে বাড়ানো যায়। জেতার খিদেই বা গেল কোথায়? সামনে দীর্ঘ মরশুম। ড্র ম্যাচেও অনেক প্রশ্ন বা উত্তর পাওয়া গেল।

জাপান বনাম ভারত ঐতিহাসিক টি-২০ ম্যাচ সম্প্রচার করবে কে?

জবাব মেলেনি এখনও

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমসের ঠিক আগেই ক্রিকেটের বাইশ গজে নতুন ইতিহাস। এই প্রথমবার টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে জাপানের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত। দুই দেশ এর আগে কখনও ক্রিকেটের ময়দানে একে অপরের বিরুদ্ধে নামেনি। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর তোচিগি প্রিফেকচারের সানো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আয়োজিত হবে এই বাজারে ফ্যানকোড এই লড়াই দেখানোর দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে। জেসিএ-র সঙ্গে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের। অন্যদিকে নয়। এর নেপথ্যে রয়েছে গভীর রাজনীতিক কৌশল। ভারত ও জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি হতে চলেছে। যে উপলক্ষ্যে 'স্পোর্ট ৭৫' উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে এই ম্যাচের মধ্যে দিয়ে। খেলা হবে 'সুজুকি কাপ'-এর জন্য। পূর্ব এশিয়ায় ক্রিকেটের প্রসার ঘটানোই দ্বৈরথের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। ২০৩৬ সালের অলিম্পিক্স গেমস

ঐতিহাসিক লড়াই। তবে মাঠের খেলা শুরুর আগেই সম্প্রচার নিয়ে চূড়ান্ত ডামাডোল। স্থানীয় সম্প্রচারকারীরা এখনও উপযুক্ত পার্টনার খুঁজে পাননি। ফলে টিভির পর্দায় খেলা দেখা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রবল ধোঁয়াশা। ক্রিকবাজের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে আইটিডব্লিউ ইউনিভার্সের সঙ্গে নিবি। আলোচনা চালাচ্ছে জাপান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। এশিয়ান গেমস শুরুর মাত্র দু'দিন আগে এই ম্যাচ। যে কারণে লজিস্টিকসের দিক থেকে চরম সমস্যায় পড়েছেন সম্প্রচারকারীরা। টিভির চুক্তি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ভেস্তে গেলে শেষমেশ ইউটিউবেই সরাসরি সম্প্রচারিত হতে পারে এই ঐতিহাসিক লড়াই। ভারতের আইটিডব্লিউ কথা চালিয়ে যাচ্ছে স্টার, সোনি এবং জি-এর মতো প্রথম সারির টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলির সঙ্গে। সম্প্রচারকারীদের কপালে ভাঁজ ফেলার আরও একটি বড় কারণ, ভারতীয় পুরুষ দলের এই ম্যাচ শুরুর ঠিক এক ঘণ্টা পরেই আইচি-র কোরোগি অ্যাথলেটিক পার্কে শুরু হবে এশিয়ান গেমসের মহিলাদের ক্রিকেটের ফাইনাল। ভারতীয় মহিলা দল সেখানে সোনা জয়ের অন্যতম প্রধান দাবিদার। একই দিনে, প্রায় একই সময়ে জোড়া হাই-ভোল্টেজ ম্যাচ। ফলে সম্প্রচার কীভাবে নিখুঁতভাবে সামলানো যাবে, তা ভেবেই কুলকিনারা পাচ্ছেন না স্পনসর ও ব্রডকাস্টাররা। এই ম্যাচ শুধু একটি নিছক প্রদর্শনী লড়াই আয়োজনের দৌড়ে প্রবলভাবে রয়েছে ভারত। অলিম্পিক্স বিডের আগে জাপানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে এই ক্রিকেট ম্যাচ এক বড় অনুঘটকের কাজ করবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। জাপানের অচেনা আবহাওয়া ও পিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আগেভাগেই সেখানে পা রাখবে টিম ইন্ডিয়া। সানোতে মূল লড়াইয়ের ঠিক দু'দিন আগে একটি নিবি। অনুশীলন শিবির সারবে ভারতীয় একাদশ। সব মিলিয়ে বাইশ গজে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হতে চলেছে। এখন দেখার, সম্প্রচারের এই বিপুল জট কাটিয়ে টিভির পর্দায় ভারত-জাপান মহারণ ঠিকমতো পৌঁছয় কি না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে চেলসিকে হারাল আর্সেনাল

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ৭ সেপ্টেম্বরঃ এমিরেটস স্টেডিয়ামে রবিবার প্রিমিয়ার লিগে জমজমাট লড়াইয়ে ২-১ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। মর্গ্যান রজার্সের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, সমতা টানেন কাই হাভার্টজ। আর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান গড়ে দেন মার্টিন ওদেগোর। এফএ কমিউনিটি শিল্ড জিতে মরসুম শুরু করা আর্সেনাল সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে জিতল সবগুলো। বেশিরভাগ সময় পজেশন রাখা আর্সেনাল আক্রমণেও আধিপত্য করে। গোলের জন্য তাদের ১৬ শটের ৯টি লক্ষ্যে থাকে। শেষ দিকে কিছুটা মরিয়া হয়ে ওঠা চেলসি ১৩ শট নিয়ে পাঁচটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। তিন জয়ে ৯ পয়েন্ট লিগ টেবিলে দুইয়ে আছে আর্সেনাল। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে ম্যানচেস্টার সিটি। মরসুমে প্রথম হারের স্বাদ পাওয়া চেলসি ৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে চার নম্বরে। মরসুমে প্রথম তিন ম্যাচে জাল অক্ষত রাখা আর্সেনাল এবার লড়াই শুরু হতেই পিছিয়ে পড়ে। প্রতিপক্ষের একটি ফ্রি কিকে ডি-বক্সে উড়ে আসা বল সুযোগ পেয়েও ক্লিয়ার করতে পারেনি তারা। এরপর সতীর্থের হেড পাস ডি-বক্সের মুখে পেয়ে ভলিতে ঠিকানা খুঁজে নেন রজার্স। গত জুলাইয়ে অ্যাস্টন ভিলা থেকে রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে আসা এই ইংলিশ মিডফিল্ডার চেলসির হয়ে দুটি গোল করলেন। গোল খেয়ে প্রবল চাপ তৈরি করে আর্সেনাল। করতে থাকে একের পর এক আক্রমণ। তিন মিনিট পর মার্টিন

ওদেগোরের বুদ্ধিদীপ্ত ফ্রি কিকে দারুণ পজিশনে বল পান রিকার্দো কালাফিওরি, কিন্তু শট নিতে পারেননি তিনি। কিছুক্ষণ পর এই ইতালিয়ান ডিফেন্ডার গোলমুখে জটলার মাঝে টোকায় বল জালে পাঠালে উল্লাসে ফেটে পড়ে আর্সেনাল। কিন্তু ভিএআরের সাহায্যে অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। মরিয়া প্রতিপক্ষকে যদিও বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারেনি চেলসি। ২৫তম মিনিটে ডেক্লান রাইসের পাস ধরে ডি-বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে সমতা টানেন হাভার্টজ। অ্যাস্টন ভিলা থেকে চেলসিতে আসা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস ঝাঁপিয়ে বলে হাত ছোঁয়ালেও রুখতে পারেননি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে দারুণ এক পাল্টা আক্রমণে আবার এগিয়ে যেতে পারত চেলসি। জোয়াও পেদ্রোর পাস ধরে ড্রিবল করে ডি-বক্সে ঢুকে শট নেন পেদ্রো নেতো, কিন্তু বল দূরের পোস্টে বাধা পায়। দ্বিতীয়ার্ধেও চাপ ধরে রেখে ৫০তম মিনিটে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। বাঁ দিক থেকে ডি-বক্সে পাস বাড়ান ক্রিস্তস জলিস, দারুণভাবে শেষ মুহূর্তে ডামি করে ছেড়ে দেন হাভার্টজ, আর বল বল ধরে জোরাল শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ওদেগোর। ৬৮তম আবার চেলসির ডি-বক্সে ভীতি ছড়ায় আর্সেনাল, তবে এবার দারুণ সেভ করে ব্যবধান বাড়তে দেননি মার্তিনেস। সাকার দূরের পোস্টে নেওয়া জোরাল শট ঝাঁপিয়ে রুখে দেন বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক। নির্ধারিত সময় শেষের আগের মিনিটে দ্বিতীয় গোল পাওয়ার খুব কাছে যায় চেলসি। তবে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড এস্তেভোঁর জোরাল শট অসাধারণ নৈপুণ্যে ঠেকিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন দাভিদ রায়া।

৫-০ গোলের জয়েও সন্তুষ্ট নন বার্সা কোচ

সংবাদ সংস্থা, ভ্যালেন্সিয়া, ৭ সেপ্টেম্বরঃ দল জিতেছে ৫-০ গোলে। মরসুমের শুরুটা হয়েছে চার ম্যাচে চার জয়ে। পয়েন্ট টেবিলেও অবস্থান শীর্ষে। কিন্তু এমন দুর্দান্ত শুরুর পরও পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক। তাঁর চোখে, এই বার্সেলোনার আরও ভালো করার জায়গা আছে। রবিবার রাতে মেস্তায়ায় ভ্যালেন্সিয়াকে রীতিমতো উড়িয়ে দিয়েছে বার্সেলোনা। লামিনে ইয়ামাল করেছেন জোড়া গোল, গোল পেয়েছেন রাফিনিয়া, ফেরমিন লোপেজ আর পেদ্রিও। এই জয়ে চার ম্যাচে চার জয় নিয়ে বার্সার মরসুমটাই শুরু হলো শিরোপার বড় দাবিদার হিসেবে। আগের দিন রিয়াল বেতিসের কাছে হেরে যাওয়া রিয়াল মাদ্রিদ আছে পয়েন্ট তালিকার তিনে, মাঝে দুইয়ে আলাভেস। ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের পর ফ্লিকের মুখে শুধু প্রশংসাই ছিল না বরং ৫-০ গোলের জয়ের পরও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, নিখুঁত বলে কিছু নেই, ''আজ আমরা দারুণ খেলেছি, প্রায় নিখুঁতই বলা যায়। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে ছিল, আমরা আধিপত্য দেখিয়েছি। আমি এটাই চাই। ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করা এবং জায়গা খুঁজে নেওয়া। আমরা সেটা করতে পেরেছি।'' এরপরই সতর্ক করেছেন, ''কিন্তু কিছুই নিখুঁত নয়। সব সময়ই উন্নতির জায়গা থাকে। আমরা আরও ভালো করতে পারি।'' শুধু জয় নয়, বার্সেলোনার আক্রমণাত্মক ফুটবলের ধারও চোখে পড়ছে শুরু থেকেই। চার ম্যাচের তিনটিতেই ৫ গোল করেছে বার্সা। সব

মিলিয়ে ১৭ গোল হয়ে গেছে এরই মধ্যে। রাফিনিয়া স্ট্রাইকারের ভূমিকায় খেলে করেছেন ৬ গোল। ফেরমিন ও ইয়ামালের গোল ৪টি করে। এমন গোল-উৎসবের মধ্যেই অবশ্য বার্সেলোনার একজন প্রকৃত 'নাম্বার নাইন' দরকার কি না, সে আলোচনাও চলছে। রবার্ট লেভানডফস্কি ও ফেরান তোরেসের বিদায়ের পর নতুন স্ট্রাইকারের খোঁজে ছিল বার্সেলোনা। আতলেতিকো মাদ্রিদের হুলিয়ান আলভারেজকে নেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত গ্যাব্রিয়েল জেসুসকে দলে এনেছে তারা। ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষেই বদলি হিসেবে অভিষেক হয়েছে তাঁর। তবে জেসুসের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে বার্সেলোনা এভাবে গোল করতে থাকলে। ফ্লিক অবশ্য একজন স্ট্রাইকার এখনো দরকার মনে করছেন, ''আমাদের একজন প্রকৃত নাম্বার নাইন দরকার, এটা পরিষ্কার। তবে আক্রমণভাগে আমাদের অনেক মানসম্পন্ন খেলোয়াড় আছে। মাঝমাঠেও আছে, যারা গোল করতে পারে।'' ভ্যালেন্সিয়া ম্যাচ দিয়ে বার্সার প্রথম একাদশে অভিষেক হয়েছে রদ্রির। ম্যানচেস্টার সিটি থেকে আসা এই মিডফিল্ডার এক ঘণ্টা মাঠে থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তিনি। বার্সেলোনার হয়ে সবচেয়ে বেশি ৮১টি সফল পাস ছিল তাঁর। রদ্রির প্রশংসায় ফ্লিক বলেছেন, ''রদ্রি আমাদের দলে আছে, এটা নিয়ে আমরা খুবই খুশি। বল পায়ে সে যা করে, মাঠে যেভাবে খেলে, সবকিছুতেই যুক্তি আছে। বল আমাদের দখলে থাকলে সে দলের কাঠামো ঠিক রাখে, আবার বল ছাড়া সময়েও সাহায্য করে।'' লা লিগায় বার্সেলোনার পরের ম্যাচ ১৩ সেপ্টেম্বর লেভান্তের বিপক্ষে। তার আগে ৯ সেপ্টেম্বর চ্যাম্পিয়নস লিগে ফ্লিকের দল খেলবে ফেইনুর্ডের বিপক্ষে।

ইনফান্তিনো কথা বলবেন 'সঠিক জায়গায়, সঠিক সময়ে'

অনেক বিতর্কে জড়ালেও বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থার শীর্ষ পদ থেকে সরতে নারাজ জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ফিফার পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে, আগামী মার্চের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি।

নিজস্ব প্রতিবেদন

জুলাইয়ের শেষ দিকে তাঁর বিতর্কিত পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই অনেকটা আড়ালে ছিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। বিশ্বকাপসহ ফিফা টুর্নামেন্টগুলোর বাণিজ্যিক স্বত্বের একটি অংশ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির সেই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত চার দিনের মধ্যেই গুটিয়ে নিতে হয়েছিল তাঁকে। এরপর তাঁর পদত্যাগের সম্ভাবনা, আগামী বছরের নির্বাচনে চতুর্থ মেয়াদে প্রার্থী হওয়া-সবকিছু নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেননি ফিফা সভাপতি। বিতর্কিত সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পর ফিফা আয়োজিত প্রথম টুর্নামেন্ট অনূর্ধ্ব-২০ নারী বিশ্বকাপ। শনিবার উদ্বোধনী দিনে আয়োজক পোল্যান্ড ও আর্জেন্টিনার ম্যাচ দেখতে আরেনা কাতোভিসায় হাজির ছিলেন ইনফান্তিনো। সেখানেই ৫৬ বছর বয়সী এই সুইস-ইতালিয়ানকে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। ব্রিটিশ সম্প্রচারমাধ্যম স্কাই নিউজকে তিনি বলেন, ''অনেক কিছু বলার আছে। তবে তা বলার সঠিক জায়গা ও সঠিক সময় আছে। আজ নয়, এখানে নয়। এখানে এবং আজ আমরা ফুটবল উপভোগ করছি।'' এরপর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ফিফার কর্মকাণ্ডের কথা বলেন ইনফান্তিনো। তাঁর নেতৃত্বাধীন সংস্থার কাজ তুলে ধরে বলেন, ''ফিফায় আমরা অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি যাতে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত সুযোগ, সম্ভাবনা ও মর্যাদা পায়। তারা যেন নিজেদের আরও উন্নত করার এবং আমাদের

সবার প্রিয় এই ফুটবল উদযাপনে অংশ নেওয়ার পথ ও উপায় খুঁজে নিতে পারে।'' জুলাইয়ে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার কিছুদিন পর ইনফান্তিনোর ২০ বিলিয়ন ডলারের পরিকল্পনাটি প্রকাশ্যে আসে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ফিফার টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই) নামের প্রতিষ্ঠান খুলে সেটির ২০ শতাংশ মালিকানা বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির কথা ছিল। তহবিলটি তৈরি করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতার ভাই জশুয়া কুশনার। ফিফার ২১১টি সদস্য ফেডারেশনকে প্রত্যেককে ২ কোটি ডলার করে দেওয়ার প্রস্তাবও ছিল। পরিকল্পনাটি প্রকাশ্যে আসার পরই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফার পাশাপাশি এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ও উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের ফুটবল সংস্থা কনকাকাফও এর বিরোধিতা করে। ফিফার কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাও পরিকল্পনাটির সমালোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত মাত্র চার দিনের মাথায় প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেন ইনফান্তিনো। বিতর্ক অবশ্য সেখানেই থামেনি। পরিকল্পনাটি ঘিরে আইনি লড়াইও চলছে। বৃহস্পতিবার আদালতে দেওয়া এক নথিতে ফিফা উয়েফার বিরুদ্ধে 'ফিফা ও এর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর' অভিযোগ করেছে। অন্যদিকে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় কী ধরনের তথ্যপ্রমাণ আদান-প্রদান হয়েছিল, তা জানতে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে উয়েফাও। এর মধ্যে গত সপ্তাহে ইউরোপের দেশগুলো অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি থেকে সরে এসেছে। ফিফা তাদের আশ্বস্ত করেছে, বিতর্কিত বাণিজ্যিক পরিকল্পনাটি আর ফিরিয়ে আনা হবে না। আগামী বছরের মার্চে ফিফা সভাপতি পদে নির্বাচন হওয়ার কথা। উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিন এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, ইনফান্তিনোকে সরে যেতে হবে নয়তো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com